(খ) বাংলা ব্যাকরণ

ভাষা

☑ ভাষা

আমাদের সমাজ ও সভ্যতার অনন্য অবদান ভাষা। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টির শুরুতেই মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত ছিল না। তারা বন্য জীব-জানোয়ারের ভয়ে গাছের ডালে অথবা পাহাড়-পর্বতের গুহায় বসবাস করতো। সে সময় তারা বিপদে পড়লে অন্যের কাছে যেভাবে সাহায্যের আবেদন জানাত সে মাধ্যম হলো ইঙ্গিত, ভাষা নয়। কিন্তু সে ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাই শুরু হলো সংকেতের ধ্বনিরূপ। আর এ সংকেতের ধ্বনিরূপই হলো ভাষা।

অন্য কথায় বলা যায়, মানুষের নিজস্ব প্রয়োজন বোঝানোই হলো ভাষা বা নিজের মনের ভাব প্রকাশের নামই 'ভাষা'। ভাষা প্রকাশের মাধ্যম হলো ধ্বনি। এই ধ্বনিকে ধরে রাখার চেষ্টায় মানুষ সমর্থ হয় মূলত বর্ণ বা ধ্বনির প্রতীক আবিষ্কারের মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে বর্ণ বা ধ্বনির প্রতীক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ভাষার অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, মনের ভাব প্রকাশের পদ্ধতির নামই ভাষা। ভাষা মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

ভাষা অবশ্যই অর্থ ও ভাবব্যঞ্জক ধ্বনিসংকেত। ভাষা শুধু ধ্বনিসংকেত নয়; সমাজ সংগঠনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মতোই অপরিহার্য উপাদান, যা শাশ্বত। ভাষা সংবেদনশীল সংকেত ও সঙ্গীতময়। বিভিন্ন পণ্ডিত ভাষা সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেছেন। যেমন :

১. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর** মতে, "মানবজাতি যে সকল ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলে।"

২. **মুহম্মদ আবদুল হাই** বলেন, "এক এক সমাজের সকল মানুষের উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।"

৩. **ড. মুহম্মদ এনামুল হক** বলেন, "মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে সমাজভুক্ত জনগণের বোধগম্য যে সমস্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে, সে সমস্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

৪. **ড. সুকুমার সেনের** ভাষায়, "মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।"

৫. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের** মতে, "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

সুতরাং আমরা ভাষার সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে বলতে পারি, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ নাক, কণ্ঠ, তালু, দাঁত, জিহ্বা ইত্যাদির উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিই হলো 'ভাষা'।

☑ বাংলা ভাষা

মানবজাতি মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যে বাগযন্ত্রের সাহায্যে অন্যের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহ উচ্চারণ করে থাকে সেগুলোকে 'ভাষা' বলে। সাধারণত কোনো বিশেষ দেশ বা দেশবাসী বা জাতির নাম অনুসারে বিশেষ ভাষার নামকরণ হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বাঙালি জাতি যে ভাষার সাহায্যে নিজেদের মনের ভাব আদান-প্রদান করে তার নাম 'বাংলা ভাষা'।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ভাষা বহতা নদীর মতো। নদী যেমন বাঁক বা মোড় নিয়ে এগিয়ে চলে, ভাষাও তেমনি। সময় ও স্থানের ব্যবধানে চলতে চলতে ভাষা পায় বিভিন্ন রূপ। বাংলা ভাষা এখন যে রূপে দেখা যাচ্ছে, অতীতে এ রূপ ছিল না। ভবিষ্যতেও এ রূপের অর্থাৎ বর্তমান রূপের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর মূল ভাষাগোষ্ঠীসমূহের একটি প্রধান শাখা ইন্দো-ইউরোপীয় শাখা থেকে এসেছে বাংলা ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিকরা কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে খেয়াল রেখে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করেছেন। যথা : শতম্ ও কেন্তুম। শতম্ শাখা আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত; যথা : ১. আর্য ভাষা, ২. বাল্টো-স্লাবোনিক, ৩. আলবেনিক ও ৪. আরমানিক। মূল আর্য ভাষা আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত; যথা : ১. ইরানীয়, ২. দারদিক ও ৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা। এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকেই কালক্রমে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলা, আসামি, গুজরাটি, মারাঠি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। আর কেন্তুম শাখা থেকে কালক্রমে ইতালিয়, পর্তুগিজ, রুমানিয়, ইংরেজি, গ্রিক প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে 'আর্য' নামে এক জনগোষ্ঠী প্রাচীন ভারতবর্ষে আগমন করে। তাদের কথ্য ভাষাকেই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বলা হয়। ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সময়কাল বলে মনে করা হয়। তারপর স্থানের ও কালের ব্যবধানে এ ভাষা পৃথক পৃথক রূপ লাভ করতে আরম্ভ করে। পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এ ভাষাগুলোকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্য স্তরের রূপ। প্রকৃতি থেকে জাত অর্থাৎ মুখের ভাষা বলে একে প্রাকৃতও বলা হয়। অঞ্চলের নাম অনুসারে প্রাকৃত ভাষাগুলোর নামকরণ করা হয়। যেমন : শূরসেনে শৌরসেনী, মগধে মাগধী, গৌড়ে গৌড়ী ইত্যাদি। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা এসব প্রাকৃত ভাষাগুলোর আবার তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়; যেমন : আদি প্রাকৃত, মধ্য প্রাকৃত ও অন্ত্য প্রাকৃত। অন্ত্য প্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতের শেষ স্তরের আরেক নাম অপভ্রংশ। আদি প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ পর্যন্ত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার এ রূপের সময়কাল আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ। তারপর উক্ত অপভ্রংশ থেকে বাংলা, আসামি, উড়িয়া, ভোজপুরিয়া, নাগপুরিয়া, মারাঠি, গুজরাটি ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাগধী প্রাকৃতের গৌড়ী রূপ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। বাংলা ভাষাও এ পর্যন্ত বেশ কয়েক স্তর অতিক্রম করে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

বাংলা ভাষার যুগ বিভাগ : আনুমানিক ৬৫০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ- অবহট্ঠ থেকে, মতান্তরে গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয় এবং একটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষারূপে বাংলা ভাষা একটি জীবন্ত ও সমৃদ্ধ ভাষা। ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রায় সাড়ে ১২০০ বছরের ইতিহাসকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রধানত তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন। যেমন :

১. প্রাচীন যুগ (৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ);
২. মধ্যযুগ (১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) ও
৩. আধুনিক যুগ (১৮০১ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত)।

বাংলা ভাষার রূপ : ভাষা চিরবহমান নদীর মতো। নদী যেমন সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সাগরের দিকে ধাবিত হয়, ভাষাও তেমনি পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে চলতে থাকে। তবুও আমরা স্থান-কালভেদে ভাষার দুটো রূপ দেখতে পাই। তা হলো : ১. মৌখিক বা কথ্য ভাষা এবং ২. লৈখিক বা লেখ্য ভাষা। লৈখিক বা লেখ্য ভাষাকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. সাধু ভাষা ও খ. চলিত ভাষা।

১. **মৌখিক বা কথ্য বা আঞ্চলিক বা উপভাষা :** যে ভাষা মানুষের মুখে মুখে একে-অপরের সাথে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, নির্দিষ্ট এলাকায় আলাপ-আলোচনায় ও কথোপকথনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাকে 'মৌখিক বা কথ্য বা আঞ্চলিক' বা উপভাষা' বলে। এ ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন–

ঢাকা	একজন্ মানষের দুইডা পোলা আছিলো।
চট্টগ্রাম	এগওয়া মানুষের দুয়া পোয়া আছিল্।
সিলেট	এ্যাক্ মানুশর্ দুই পোয়া আছিল্।
খুলনা	অ্যাক্জন্ মানসির দুটো ছাওয়াল্ ছিল।
নোয়াখালী	একজনের দুই হুত্ আছিল্।
যশোর	একজনের দুই ছেলে ছিলো।
ফরিদপুর	একজনের দুইট্যা ছাওয়াল্ ছেলো।

২. **লৈখিক ভাষা :** যে ভাষা সাধারণত কাগজ-কলমে লেখা হয়, অর্থাৎ সাহিত্যচর্চায় ও বই-পুস্তকে ব্যবহৃত হয়, সে ভাষাকে 'লৈখিক ভাষা' বলে। লৈখিক ভাষা দু'প্রকার। যথা : (ক) সাধু ভাষা ও (খ) চলিত ভাষা।

ক. **সাধু ভাষা :** উনিশ-বিশ শতকে পণ্ডিত, সাধুজন, মনীষীদের চেষ্টায়-চিন্তায় ও এর ব্যাপ্তিতে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তা সাধু ভাষায় লেখা হয়। **রাজা রামমোহন রায়** বলেন, "সাধু সমাজের লোকেরা যে ভাষা 'কহেন' ও 'শুনেন' সেই ভাষাই সাধু ভাষা।" **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** বলেন, "সাধারণ গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙালা ভাষাকে সাধু ভাষা বলে।" তবে একথা আর চলে না। বর্তমানে চলিতরীতিতেই অধিকাংশ সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে।

চলিত ভাষারীতি ব্যাপকতা লক্ষ করা গেলেও বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি ও বিবর্তনের মূলে সাধু ভাষাই কাজ করেছে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল মৌলিকভাবে সাধু ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন; করেছেন চারুময় ও কারুময়। তাঁদের মতো অসংখ্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষাকে সাধুময় করে তুলেছিলেন। তাছাড়া সাধু ভাষারীতির অনুসারীরা বাংলাকে সংস্কৃতমুখী করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে।

উদাহরণ : রাজা প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে, সাতিশয় পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।'

খ. **চলিত ভাষা :** দৈনন্দিন জীবনে আলাপ-আলোচনা, ক[illegible] বার্তার মার্জিত রূপকে 'চলিত ভাষা' বলে। অর্থাৎ মানু[illegible] মুখের কথার মার্জিত রূপই হচ্ছে চলিতরীতি। সাধু ভা[illegible] সাহিত্য লেখার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্র[illegible] বিদ্রোহ করে চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেন প্যারী[illegible] মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। এরপর ১৮৬০ খ্রিস্টা[illegible] মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এ[illegible] 'একেই কি বলে সভ্যতা?' রচনা করলেন। বঙ্কিম[illegible] সেতুবন্ধন ঘটালেন সাধু ও চলিতরীতির।

উদাহরণ : রাজা প্রিয়ংবদার রসিকতা শুনে খুব খুশি হয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, 'প্রিয়ংবদা ঠিকই বলেছে।'

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. **ভাষার মূল উপকরণ কী?**
ⓚ বাক্য ⓚ ধ্বনি
ⓖ শব্দ ⓖ বর্ণ

২. **কীসের ভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে?**
ⓚ দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে
ⓚ দেশ ও কাল ভেদে
ⓖ দেশ, কাল ও পরিবেশ ভেদে
ⓖ কাল, পরিবেশ ও ব্যক্তিভেদে

৩. **ভাষার প্রাণ কোনটি?**
ⓚ যৌগিক বর্ণ ⓚ অর্থপূর্ণ ধ্বনি
ⓖ মৌলিক শব্দ ⓖ সার্থক বাক্য

৪. **ভাষার মৌলিক অংশ কতটি?**
ⓚ ৩টি ⓚ ৪টি
ⓖ ৫টি ⓖ ৬টি

৫. **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষেরা কোন পদ্ধতিতে পড়ালেখা করে?**
ⓚ ইশারা পদ্ধতি ⓚ শ্রবণ পদ্ধতি
ⓖ ব্রেইল পদ্ধতি ⓖ শব্দ পদ্ধতি

৬. **ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত কোনটি?**
ⓚ সংস্কৃতি ⓚ বাংলা
ⓖ পালি ⓖ ক ও গ উভয়ই

৭. **বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি?**
ⓚ কানাড়ি ভাষা ⓚ বৈদিক ভাষা
ⓖ হিন্দি ভাষা ⓖ প্রাকৃত ভাষা

৮. **বাংলাদেশ ছাড়া কোন অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা?**
ⓚ উড়িষ্যা ⓚ তামিল ⓖ নাগপুর ⓖ মিজোরাম

৯. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মূলত কে ছিলেন?**
ⓚ ভাষাবিদ
ⓚ সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
ⓖ ইসলাম প্রচারক
ⓖ সমাজ সংস্কারক

১০. **নিচের কোনটি ভাষা-বংশের নাম নয়?**
ⓚ ইন্দো-ইউরোপীয় ⓚ আফ্রিকীয়
ⓖ হিস্পানি ⓖ ইন্দো-ইরানীয়

উত্তরমালা: ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. গ ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. ক ৯. ক ১০. গ

১১. স্থান, কাল ও পাত্রভেদে কীসের রূপভেদ দেখা যায়?
ⓐ ধ্বনির ⓑ ভাষার ⓒ অক্ষরের ⓓ বর্ণের

১২. বাংলা ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায়–
ⓐ মহাভারতে ⓑ চর্যাপদে
ⓒ বৈষ্ণব পদাবলিতে ⓓ মঙ্গলকাব্যে

১৩. বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি?
ⓐ ব্রাহ্মী ⓑ মণিপুরি ⓒ বাংলা ⓓ কুটিল

১৪. ভারতের কোন প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা?
ⓐ কেরালা ⓑ ওড়িশা ⓒ ত্রিপুরা ⓓ হরিয়ানা

১৫. মনের ভাব প্রকাশ করার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম কোনটি?
ⓐ ভাষা ⓑ আচরণ ⓒ চিত্র ⓓ ইঙ্গিত

১৬. ভাষাকে কীসের বাহন বলা হয়?
ⓐ কাজের ⓑ ভাবের
ⓒ ধ্বনির ⓓ অন্তরের

১৭. কোনো দেশের সংবিধান-স্বীকৃত ভাষাকে কী বলে?
ⓐ রাষ্ট্রভাষা ⓑ উপভাষা
ⓒ মাতৃভাষা ⓓ আঞ্চলিক ভাষা

১৮. বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয় কোন সালে?
ⓐ ১৯০০ সালে ⓑ ১৮০০ সালে
ⓒ ১৯৫২ সালে ⓓ ১৯৭১ সালে

১৯. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
ⓐ কথ্য ভাষায় ⓑ উপভাষা
ⓒ স্বয়ংক্রিয় রীতি ⓓ পূর্ণ ভাষা

২০. কোন ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?
ⓐ কথ্য ভাষায় ⓑ সাধু ভাষায়
ⓒ আঞ্চলিক ভাষায় ⓓ চলিত ভাষায়

২১. সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য কোন পদে বেশি?
ⓐ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে ⓑ বিশেষণ ও অব্যয় পদে
ⓒ ক্রিয়া ও সর্বনাম পদে ⓓ বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ

২২. সাধু ভাষার অপর নাম কী?
ⓐ লেখ্য রীতি ⓑ কথ্য রীতি
ⓒ গাম্ভীর্য ভাব ⓓ গুরুগম্ভীর ভাষা

২৩. বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির প্রচলনে কোন পত্রিকার অবদান সবচেয়ে বেশি?
ⓐ কল্লোল ⓑ সবুজপত্র
ⓒ বঙ্গদর্শন ⓓ কালিকলম

২৪. কোন বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটেছে?
ⓐ পাখির সব করে রব
ⓑ উদ্ভিদের প্রাণ আছে
ⓒ অতঃপর তারা চলিয়া গেল
ⓓ ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

২৫. কোনটি চলিত রীতির শব্দ নয়?
ⓐ চোখ ⓑ রোগ
ⓒ যুদ্ধ ⓓ দেখা

২৬. চলিত ভাষা গদ্যের সার্থক প্রবর্তন কে করেন?
ⓐ টেকচাঁদ ঠাকুর ⓑ বিদ্যাসাগর
ⓒ বীরবল ⓓ বনফুল

২৭. নিচের কোনটি সাধুরীতির ক্রিয়া পদ?
ⓐ চলবে ⓑ চললাম
ⓒ চলছে ⓓ চলিতেছে

২৮. 'কিয়ৎক্ষণ' শব্দের সঠিক চলিত রূপ কোনটি?
ⓐ কিছুক্ষণ ⓑ কিছু সময়
ⓒ কেয়কক্ষণ ⓓ কয়েক মুহূর্ত

২৯. 'শয়ন করিলেন' এর চলিত রূপ–
ⓐ নিদ্রিত ⓑ ঘুমালেন
ⓒ নিদ্রা গেলেন ⓓ শুলেন

৩০. 'তৎসম' শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়?
ⓐ চলিত রীতি ⓑ সাধু রীতি
ⓒ মিশ্র রীতি ⓓ আঞ্চলিক রীতি

৩১. চলিত ভাষার রীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য বেশি প্রযোজ্য?
ⓐ পরিবর্তনশীল ⓑ আভিজাত্যের অধিকারী
ⓒ গুরুগম্ভীর ⓓ অপরিবর্তনীয়

৩২. 'প্রমিত বাংলা ভাষা' বলতে বুঝায়–
ⓐ আঞ্চলিক রীতির বাংলা ভাষা
ⓑ কথ্য রীতির বাংলা ভাষা
ⓒ চলিত রীতির বাংলা ভাষা
ⓓ সাধু রীতির বাংলা ভাষা

৩৩. বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে বলে–
ⓐ উপমার দোষ ⓑ আঞ্চলিক দোষ
ⓒ গুরুচণ্ডালী দোষ ⓓ বাহুল্য দোষ

৩৪. চলিত ভাষাকে জনপ্রিয় করেন–
ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓑ কাজী নজরুল ইসলাম
ⓒ শামসুর রাহমান ⓓ প্রমথ চৌধুরী

৩৫. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?
ⓐ কবিতার পঙক্তিতে ⓑ গানের কলিতে
ⓒ গল্পের সংলাপে ⓓ নাটকের সংলাপে

৩৬. ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান-
ⓐ ধ্বনি ⓑ অক্ষর ⓒ শব্দ ⓓ বাক্য

৩৭. 'বাগযন্ত্র' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ⓐ ধ্বনিতত্ত্ব ⓑ অর্থতত্ত্ব ⓒ রূপতত্ত্ব ⓓ বাক্যতত্ত্ব

৩৮. শব্দের অর্থ ও অর্থবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে–
ⓐ ধ্বনিতত্ত্ব ⓑ রূপতত্ত্ব ⓒ অর্থতত্ত্ব ⓓ বাক্যতত্ত্ব

৩৯. নিচের কোনটি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?
ⓐ শব্দগঠন ⓑ প্রতিশব্দ ⓒ অক্ষর ⓓ কারক

৪০. বাচ্য ও উক্তি ব্যাকরণের কোন শাখায় আলোচিত হয়?
ⓐ অর্থতত্ত্ব ⓑ রূপতত্ত্ব ⓒ ধ্বনিতত্ত্ব ⓓ বাক্যতত্ত্ব

৪১. শব্দগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়–
ⓐ ধ্বনিতত্ত্বে ⓑ রূপতত্ত্বে
ⓒ অর্থতত্ত্বে ⓓ বাক্যতত্ত্বে

৪২. ভারতবর্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন অন্যতম সেরা–
ⓐ সাহিত্যিক ⓑ গণিত বিশারদ
ⓒ পদার্থবিদ ⓓ ভাষাবিজ্ঞানী

উত্তর

১১. খ, ১২. খ, ১৩. গ, ১৪. গ, ১৫. ক, ১৬. খ, ১৭. ক, ১৮. খ, ১৯. খ, ২০. খ, ২১. গ, ২২. ক, ২৩. খ, ২৪. গ, ২৫. ঘ, ২৬. গ, ২৭. ঘ, ২৮. ক, ২৯. খ, ৩০. খ, ৩১. ক, ৩২. গ, ৩৩. গ, ৩৪. ঘ, ৩৫. ঘ, ৩৬. ক, ৩৭. ক, ৩৮. গ, ৩৯. ক, ৪০. ঘ, ৪১. খ, ৪২. ঘ

CamScanner

ব্যাকরণ

'ব্যাকরণ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই, বি (বিশেষ)- আ (সম্যক) + কৃ + অন (ণ) (করণ)। এই বিশ্লিষ্ট অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পারছি, 'ব্যাকরণ' হলো শব্দ ব্যুৎপাদক ও ভাষা নিয়ামক শাস্ত্র। এই সংক্ষিপ্ত কথার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে যে গভীর কথাটি, তা হলো ব্যাকরণ নিছক ভাষা নিয়ামক শাস্ত্র নয়; এটি আরো কিছু। এটি হলো, ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা-নিবারক, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-নির্ধারক, পদ-সাধন এবং বাক্য রচনা প্রণালি নির্ধারক শাস্ত্র।

যে শাস্ত্রে কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি বুঝিয়ে দেয়া হয়, সে শাস্ত্রকে বলে সে ভাষার ব্যাকরণ।

'ব্যাকরণ' শব্দের অর্থ 'বিশেষভাবে বিশ্লেষণ'। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। শব্দটি গঠিত হয়েছে এভাবে : বি + আ + কৃ + অন অর্থাৎ 'বিশেষ ও সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা'।

ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ কখনো ব্যাকরণের সংজ্ঞার্থ একইভাবে দেন নি। তবে মূলকথা প্রায়ই এক।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)-এর মতে, "যে শাস্ত্র জানলে ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তার নাম ব্যাকরণ।"

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)-এর মতে, "যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ আলোচিত হয় এবং পড়ায়, লেখায় ও কথাবার্তায় তার শুদ্ধ প্রয়োগ করা হয়, সে বিদ্যাকে সে ভাষার ব্যাকরণ বলে।"

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের (১৯০২-১৯৮২) মতে, "যে শাস্ত্রের দ্বারা ভাষাকে বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় এবং ভাষা রচনাকালে আবশ্যক মতো সেই নির্ণীত তত্ত্ব ও তথ্য প্রয়োগ সম্ভবপর হয়ে ওঠে, তার নাম ব্যাকরণ।"

ড. মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)-এর মতে, "যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার- বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।"

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা

১। ব্যাকরণ ভাষার সংবিধান বা দলিল। তাই ভাষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ব্যাকরণ পাঠ করা প্রয়োজন।

২। ব্যাকরণ ভাষার যাবতীয় নিয়ম-কানুন, স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করে, ভুল-ত্রুটি নির্ণয় করে শুদ্ধতার জন্য ব্যাকরণ পাঠ করা অপরিহার্য।

৩। ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায়। ভাষাকে শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে হলে ব্যাকরণ পাঠ করা প্রয়োজন।

৪। ভাষা লেখার জন্য যেমন বর্ণের প্রয়োজন, বর্ণ ও ধ্বনিগুলোর সঠিক চর্চা, স্থাপন ও বানান বিধি ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।

৫। সাহিত্যের দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে হলে ব্যাকরণ পাঠ করা অপরিহার্য।

৬। অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে ভাষা শ্রুতিমধুর ও সার্থক ভাব প্রকাশে সক্ষম হয়। কবিতা ও গানের ছন্দ ও অলঙ্কার জানার জন্য ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক।

ব্যাকরণের প্রকারভেদ

ড. সুকুমার সেন ব্যাকরণকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা :

১. বর্ণনামূলক ব্যাকরণ,
২. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ ও
৩. তুলনামূলক ব্যাকরণ।

তাঁর মতে, "কোনো নির্দিষ্ট কাল-সীমার মধ্যে অবস্থিত কোনো ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ ও আলোচনা বর্ণনামূলক ব্যাকরণের বিষয়।" ঐতিহাসিক ব্যাকরণে কোনো ভাষার কালগত ধারাবাহিক রূপান্তরের অর্থাৎ পর পর অবস্থার একত্র আলোচনা থাকে। তুলনামূলক বাংলা ব্যাকরণে ঐতিহাসিক ব্যাকরণই আরো পেছনে অনুসরণ করে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা :

১. বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive Grammar);
২. ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar);
৩. তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar) এবং
৪. দার্শনিক-বিচারমূলক ব্যাকরণ (Philosophical Grammar)।

কোনো বিশেষ ভাষার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য উদ্ঘাটন ও নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কারপূর্বক তার সুবিন্যস্ত ও সুসংহত বর্ণনার নামই ব্যাকরণ। ব্যাকরণ চার প্রকার। যথা :

(ক) **বর্ণনামূলক ব্যাকরণ :** বিশেষ কোনো কালের কোনো একটি ভাষারীতি ও প্রয়োগ বর্ণনা করাই এর বিষয় এবং সেই বিশেষ কালের ভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাই এর আসল উদ্দেশ্য।

(খ) **ঐতিহাসিক ব্যাকরণ :** আধুনিক বা কোনো নির্দিষ্ট যুগের ভাষাগত প্রয়োগ রীতি আলোচনা না করে আলোচ্য ভাষার রূপটির বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করাই এর লক্ষ্য।

(গ) **তুলনামূলক ব্যাকরণ :** যে শ্রেণির ব্যাকরণ কোনো বিশেষ কালের বিভিন্ন ভাষার গঠন, প্রয়োগ রীতি ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে, তা-ই তুলনামূলক ব্যাকরণ।

(ঘ) **দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণ :** ভাষার অন্তর্নিহিত চিন্তা-প্রণালি আবিষ্কার ও অবলম্বন করে সাধারণভাবে কিংবা বিশেষভাবে ভাষার রূপের উৎপত্তি এবং বিবর্তন কীভাবে ঘটে থাকে, তার বিচার করা এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

☑ বাংলা ব্যাকরণ

যে শাস্ত্র পাঠে বাংলা ভাষার স্বরূপটি বুঝতে পারা যায় এবং লিখনে, পঠনে, আলাপ-আলোচনায় বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে প্রয়োগ করতে পারা যায়, তাকে 'বাংলা ব্যাকরণ' বলে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "যে শাস্ত্র পাঠ করিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।"

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "যে ব্যাকরণের সাহায্যে বাংলা ভাষার স্বরূপটি সব দিক দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং শুদ্ধরূপে (অর্থাৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে যে রূপ প্রচলিত সেইরূপে) ইহা পড়িতে ও লিখিতে এবং ইহাতে বাক্যালাপ করিতে পারা যায়, তাহাকে *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* বলে।"

জ্যোতিভূষণ চাকীর মতে, "যে ব্যাকরণ বাংলা ভাষার ধ্বনি, শব্দ, পদ ও বাক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ভাষার স্বরূপটিকে তুলে ধরে তাকে *বাংলা ব্যাকরণ* বলে।"

ড. সুকুমার সেন বলেন, "যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার স্বরূপ, প্রকৃতির বিচার ও বিশ্লেষণ এবং যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, লিখতে ও শিখতে পারা যায়, তাকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সংক্ষেপে বাংলা ব্যাকরণ বলে।"

বাংলা ব্যাকরণের আওতা বা পরিধি :

নিচে বাংলা ব্যাকরণের আওতা বা পরিধি আলোচনা করা হলো :

(ক) ধ্বনিপ্রকরণ (Phonology) : এ অংশে ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, সন্ধি, ষ-ত্ব বিধান, ণ-ত্ব বিধান প্রভৃতি ধ্বনি সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের বিষয়গুলো আলোচিত হয়।

(খ) পদপ্রকরণ বা রূপতত্ত্ব (Morphology) : শব্দের প্রকার, পদের পরিচয়, শব্দগঠন, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, ধাতু, শব্দরূপ, কারক, সমাস, ক্রিয়া-প্রকরণ, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব, শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা পদপ্রকরণে থাকে।

(গ) বাক্যপ্রকরণ (Syntax) : বাক্য, বাক্যের অংশ, বাক্যের প্রকার, বাক্য বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্তন, পদক্রম, বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি বা বাক্যরীতি, বাক্য সংকোচন, বাক্য সংযোজন, বাক্য বিয়োজন, যতিচ্ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রভৃতি বিষয় বাক্যপ্রকরণে আলোচিত হয়।

(ঘ) ছন্দপ্রকরণ (Prosody) : এ বিভাগে ছন্দের প্রকার ও নিয়মসমূহ আলোচিত হয়।

(ঙ) অলঙ্কার প্রকরণ (Rhetoric) : এ বিভাগে অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ ও প্রকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. **ভাষার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে–**
ⓚ বাক্যতত্ত্ব ⓛ ব্যাকরণ
ⓜ অর্থতত্ত্ব ⓝ রূপতত্ত্ব

২. **বাংলা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?**
ⓚ ১৫৫৩ খ্রি. ⓛ ১৭৪৩ খ্রি.
ⓜ ১৭৭৮ খ্রি. ⓝ ১৯৪৮ খ্রি.

৩. **ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে?**
ⓚ উইলিয়াম কেরি ⓛ রামমোহন রায়
ⓜ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ⓝ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

৪. **'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর রচয়িতা কে?**
ⓚ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ⓛ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ⓜ উইলিয়াম কেরি ⓝ রামমোহন রায়

৫. **বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কে রচনা করেন?**
ⓚ ড. সুকুমার সেন
ⓛ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ⓜ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ⓝ মানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও

৬. **রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণের নাম কী?**
ⓚ গৌড়ীয় ব্যাকরণ ⓛ মাতৃভাষার ব্যাকরণ
ⓜ ভাষা ও ব্যাকরণ ⓝ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি

কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে উপাদানসমূহ পাওয়া যায়, সেগুলোকে পৃথকভাবে ধ্বনি বলে। ধ্বনির সঙ্গে সাধারণত অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে না. ধ্বনি তৈরি হয় বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে। ভাষার মূল উপাদান, ক্ষুদ্রতম একক এবং ভিত্তি হলো ধ্বনি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলো ধ্বনি পাই।"

সুতরাং কোনো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো ধ্বনি (Sound)। এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কয়েকটি ধ্বনি মিলিত হয়ে একটি অর্থ সৃষ্টি করে। ধ্বনিই ভাষার মূলভিত্তি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– ১. স্বরধ্বনি ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্বরধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখবিবরের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাদের স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনির লিখিত রূপই হচ্ছে স্বরবর্ণ। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ ১১টি।

- স্বরধ্বনি দুই প্রকার। যথা– মৌলিক স্বরধ্বনি ও যৌগিক স্বরধ্বনি।
- মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা– অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।
- যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ– ২টি (ঐ, ঔ)।
- হ্রস্বস্বর ধ্বনি– ৪টি (অ, ই, উ, ঋ)।
- দীর্ঘস্বর ধ্বনি– ৭টি (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ)।

ব্যঞ্জনধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যে চিহ্ন দ্বারা ধ্বনি নির্দেশ করা হয় তাকে বর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় মোট ৫০টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ ৩ প্রকার। যথা :

মাত্রাহীন বর্ণ– ১০টি (স্বরবর্ণ ৪টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি)।

অর্ধমাত্রার বর্ণ– ৮টি (স্বরবর্ণ ১টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি)।

পূর্ণমাত্রার বর্ণ– ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি)।

স্বরধ্বনির পরিবর্তন : স্বরধ্বনির পরিবর্তনের বিভিন্ন ধরন নিচে আলোচনা করা হলো :

১. স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে একটি স্বরের আগম হয়, একে 'স্বরাগম' বলা হয়। স্বরাগম তিন প্রকার হয়। যথা :

(ক) আদি স্বরাগম (Prothesis) **:** উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম। যেমন : স্ত্রী > ইস্তিরি, স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন।

(খ) বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বা মধ্যস্বরাগম (Anaptyxis) : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন :

অ—রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।

ই—প্রীতি > পিরীতি, মূর্তি > মুরতি, চৈত্র > চৈত্তির ইত্যাদি।

উ—মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভ্রূ > ভুরু ইত্যাদি।

এ—গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।

উত্তর
১. খ
২. খ
৩. ঘ
৪. ঘ
৫. ঘ
৬. ক

CamScanner

ও—শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় উচ্চারণে স্বরভক্তির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ইংরেজি শব্দের ক্ষেত্রেও বিপ্রকর্ষের ফলে পরিবর্তন ঘটে। যেমন : ফিল্ম > ফিলিম; বেঞ্চ > বেঞ্চি; শ্লেট > শেলেট; গ্লাস > গেলাস; ব্লু > বুলু ইত্যাদি।

অন্যান্য বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রেও এরূপ পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন :

ফারসি : মর্দ্ > মরদ; ফরহাদ > ফরিয়াদ; নিরখ্ > নিরীখ।

পর্তুগিজ : প্রেক > পেরেক; মেস্ত্রে > মিস্তিরি; ইগ্রেজা > গিরজা।

ওলন্দাজ : ত্রোফ > তুরুপ; হার্তেন > হরতন; চির্তন > চিড়িতন।

(গ) অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis) : কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে; এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় 'অন্ত্যস্বরাগম'। যেমন : বেঞ্চ > বেঞ্চি, দিশ্ > দিশা, সত্য > সত্যি।

২. স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony) : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।

(ক) প্রগত (Progressive) : আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন : মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

(খ) পরাগত (Regressive) : অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন : আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

(গ) মধ্যগত (Mutual) : আদ্যস্বর এবং অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন : বিলাতি > বিলিতি > বিলেতি।

(ঘ) অন্যোন্য (Reciprocal) : আদ্য ও অন্ত্য দু' স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন : মোজা > মুজো।

(ঙ) চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি : গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর আ-কার হয় না, ও-কার হয়। যেমন : মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে—উড়ুনি > উড়নি, এখনি > এখুনি হয়।

৩. অপিনিহিতি (Apenthesis) : পরের ই-কার বা উ-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন : আজি > আইজ, সাধু > সাউধ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর ইত্যাদি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় এবং পূর্ববঙ্গের উপভাষায় অপিনিহিতির ব্যবহার সাধারণত লক্ষ করা যায়।

৪. অসমীকরণ (Dissimilation) : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে 'অসমীকরণ'। যেমন : ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ = টপাটপ ইত্যাদি।

৫. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় 'সম্প্রকর্ষ'। যেমন : বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা, গৃহিণী > গিন্নী ইত্যাদি।

(ক) আদিস্বরলোপ (Aphesis) : যেমন : অলাবু > লাবু > লাউ, এড়ন্ড > রেড়ী, উদ্ধার > উধার > ধার।

(খ) মধ্যস্বর লোপ (Syncope) : যেমন : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

(গ) অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope) : যেমন : আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ, বন্যা > বান, লজ্জা > লাজ, চাকা > চাক। (স্বরলোপ বস্তুত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া)।

৬. অভিশ্রুতি (Umlaut) : অপিনিহিতির প্রভাবজাত 'ই' বা 'উ' ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে 'অভিশ্রুতি' বলে। যেমন : আজি > আইজ > আজ, মানিয়া > মাইন্যা > মেনে, রাতি > রাইত > রাত, রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে। এখানে রাখিয়া > রাইখ্যা (অপিনিহিতি) > রেখে (অভিশ্রুতি)।

অপিনিহিতির আগেই উচ্চারণ করে ফেলা 'ই' বা 'উ' তার সঙ্গে ঠিক তার আগের স্বরের মিলন হয় অভিশ্রুতির প্রক্রিয়ায়। রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে, দেখিয়া > দেইখ্যা > দেখে। এখানে অপিনিহিতি অর্থাৎ আগেই উচ্চারণ করে ফেলা 'ই'-এর সঙ্গে ঠিক তার আগের স্বরের মিল হয়ে 'রে' আর 'দে' হয়েছে। এই 'রে' ও 'দে'র প্রভাবে 'খ্যা' হয়েছে 'খে'। এটা স্বরসঙ্গতির প্রভাব। অভিশ্রুতি হলো অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ।

৭. স্ব-সঙ্কোচ : বিশেষ করে বাংলা চলিত ভাষায় একই শব্দের দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে কোনো কোনো সময় উভয়ে মিলে একটি স্বর হয়। স্বরধ্বনির এরূপ পরিবর্তনকে 'স্ব-সঙ্কোচ' বলে। যেমন : যাইবে > যাবে, হইবে > হবে ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন :

১. **ধ্বনিবিপর্যয় :** শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে 'ধ্বনিবিপর্যয়' বলে। যেমন : ইংরেজি বাক্‌স > বাংলা বাস্‌ক, জাপানি রিক্‌সা > বাংলা রিস্‌কা ইত্যাদি। অনুরূপ—পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, মুকুট > মুটুক, বারানসী > বানারসী।

২. **সমীভবন (Assimilation) :** শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে-অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় 'সমীভবন'। যেমন : জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না, বিল্ব > বিল্ল, গল্প > গপ্প ইত্যাদি।

(ক) প্রগত (Progressive) সমীভবন : পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে 'প্রগত সমীভবন'। যেমন : চক্র > চক্‌ক, পক্ব > পক্‌ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্‌ন, বন্য > বন্ন, চন্দন > চন্নন ইত্যাদি।

(খ) পরাগত (Regressive) সমীভবন : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে 'পরাগত সমীভবন'। যেমন : তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ, কর্তা > কত্তা, যতদূর > যদ্দুর ইত্যাদি।

(গ) অন্যোন্য (Mutual) সমীভবন : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে 'অন্যোন্য সমীভবন'। যেমন : সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ। সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা, বৎসর > বচ্ছর, কুৎসিত > কুচ্ছিত ইত্যাদি।

৩. **বিষমীভবন (Dissimilation) :** দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে 'বিষমীভবন' বলে। যেমন : শরীর > শরীল, লাল > নাল, লেবু > নেবু, তরবার > তরোয়াল ইত্যাদি।

৪. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long Consonant) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা :** কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে 'দ্বিত্ব ব্যঞ্জন' বা 'ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা'। যেমন : পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, মুলুক > মুল্লুক, বড় > বড্ড ইত্যাদি।

৫. **ব্যঞ্জনবিকৃতি :** শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে 'ব্যঞ্জন বিকৃতি'। যেমন : কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা, কাক > কাগ ইত্যাদি।

CamScanner

৬. **ব্যঞ্জনচ্যুতি :** পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় 'ধ্বনিচ্যুতি' বা 'ব্যঞ্জনচ্যুতি'। যেমন : বউদিদি > বউদি, বড় দাদা > বড়দা, বড় কাকা > বড়কা ইত্যাদি।

৭. **অন্তর্হতি :** পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে 'অন্তর্হতি'। যেমন : ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

৮. **র-কার লোপ :** আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন : তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম, ধরলাম > ধল্লাম ইত্যাদি।

৯. **হ-কার লোপ :** আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দু'স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন : পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আরবি আল্লাহ্ > বাংলা আল্লা, ফারসি শাহ্ > বাংলা শা, সাহা > সা, কহিল > কইল ইত্যাদি।

১০. **অ-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি** (Euphonic glides) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক-স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' (Y) বা অন্তঃস্থ 'ব' (W) উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় 'য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি'। যেমন : মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ—নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

১১. **নাসিক্যীভবন** (Nasalization) : অনুনাসিক বা নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ঙ, ঞ, ণ, ন, ম লোপ পাওয়ার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি সানুনাসিক হলে, পরিবর্তনজনিত এই প্রক্রিয়ার নাম 'নাসিক্যীভবন'।
নাসিক্যীভবনে সানুনাসিক স্বরধ্বনি নাসাপথে অনুরণিত হয়ে বহির্গত হয়। ভণ্ড > ভাঁড়, গুম্ফ > গোঁফ, কঙ্কন > কাঁকন ইত্যাদি নাসিক্যীভবনের উদাহরণ।

১২. **স্বতোনাসিক্যীভবনের** ফলে কিছু কিছু শব্দের অর্থ-পার্থক্যও ঘটে। যেমন :

খাই–আমি খাই খাঁই–লোভ/আকাঙ্ক্ষা	পাশ–দড়ি বা রজ্জু পাঁশ–ভস্ম বা ছাই
পাজি–বদমাশ পাঁজি–পঞ্জিকা	সাজ–পোশাক-পরিচ্ছদ সাঁজ/সাঝ–সন্ধ্যা

১৩. **পীনায়ন :** শব্দ মধ্যস্থিত অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হলে তাকে 'পীনায়ন' বলে। যেমন :
পুকুর > পুখুর; কাঁটাল > কাঁঠাল।

১৪. **ক্ষীণায়ন :** শব্দ মধ্যস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে 'ক্ষীণায়ন' বলে। যেমন :
কাঠ > কাট; পাঁঠা > পাঁটা।

☑ বর্ণ

বর্ণ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় 'বর্ণ' (letter)। বর্ণ দুই প্রকার; যথা : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় 'স্বরবর্ণ'। যেমন : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় 'ব্যঞ্জনবর্ণ'। যেমন : ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যেকোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার 'বর্ণমালা' (alphabet) বলা হয়। যে বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লিখিত হয়, তাকে বলা হয় 'বঙ্গলিপি'।

[**বিশেষ জ্ঞাতব্য :** উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি 'অ' স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন : ক্ + অ = ক, চ্ + অ = চ, ট্ + অ = ট, ত্ + অ = ত, প্ + অ = প ইত্যাদি। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের নিচে 'হস্' বা 'হল' চিহ্ন (্) দিয়ে লিখিত হয়। এরূপ বর্ণকে বলা হয় 'হসন্ত' বা 'হলন্ত বর্ণ'।]

ব্যঞ্জনবর্ণের প্রকারভেদ : উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) স্পর্শ বর্ণ, (২) উষ্ম বর্ণ, (৩) অন্তঃস্থ বর্ণ ও (৪) পরাশ্রিত বর্ণ।

১. **স্পর্শ বর্ণ :** 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বার সঙ্গে কণ্ঠ, তালু, ঠোঁট, দাঁত প্রভৃতি স্পর্শ করে বলে এদেরকে **স্পর্শ বর্ণ** বলে। এই পঁচিশটি বর্ণকে আবার ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগকে এক একটি বর্গ বলে।

উচ্চারণ স্থান অনুসারে স্পৃষ্ট বর্ণগুলোকে নিম্নে দেখানো হলো :

বর্ণ	বর্গের নাম	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণের স্থান অনুসারে নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	'ক' বর্গ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ	'চ' বর্গ	তালু	তালব্য বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	'ট' বর্গ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	'ত' বর্গ	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ
প, ফ, ব, ভ, ম	'প' বর্গ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ

২. **উষ্ম বর্ণ :** শ, ষ, স, হ—এই চারটি বর্ণকে উষ্ম বর্ণ বলে। এই চারটি বর্ণ উচ্চারণের সময় কণ্ঠ বায়ুতে উষ্ম বা তাপের সৃষ্টি হয় এবং যতক্ষণ শ্বাস রাখা হয় ততক্ষণ ধরে প্রলম্বিত করা যায় বলে এদেরকে **উষ্ম বর্ণ** বা **শ্বাস বর্ণ** বলে।

৩. **অন্তঃস্থ বর্ণ :** য, র, ল, ব—এই চারটি বর্ণ স্পর্শ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে অবস্থিত বলে এদেরকে **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে।

৪. **অযোগবাহ বা পরাশ্রিত বর্ণ :** বাংলা ভাষায় ং, ঃ এবং ঁ এই তিনটি বর্ণ স্বাধীন বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। অন্য বর্ণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় বলে এই বর্ণগুলোকে **অযোগবাহ** বা **পরাশ্রিত বর্ণ** বলে।

উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত স্পর্শ বর্ণগুলোকে বিস্তারিতভাবে ভাগ করলে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) ঘোষ বর্ণ, (খ) অঘোষ বর্ণ, (গ) অল্পপ্রাণ বর্ণ, (ঘ) মহাপ্রাণ বর্ণ, (ঙ) অনুনাসিক বর্ণ ইত্যাদি।

(ক) ঘোষ বর্ণ বা নাদ বর্ণ : যেসব বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে বা অনুরণিত হয়, সেগুলোকে **ঘোষ বর্ণ** বলে। এ বর্ণগুলোর উচ্চারণ গাম্ভীর্যপূর্ণ। প্রতি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ ঘোষ বর্ণ হয়ে থাকে। যথা : গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম।

(খ) অঘোষ বর্ণ : যেসব বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, সেগুলোকে **অঘোষ বর্ণ** বলে। এ বর্ণের উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন বা মৃদু। সাধারণত প্রতি বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ অঘোষ হয়ে থাকে। যথা : ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ।

CamScanner

(গ) **অল্পপ্রাণ বর্ণ :** স্পর্শ বর্ণের প্রতিটি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করতে অল্প পরিমাণ শ্বাসবায়ু নির্গত হয়, এগুলোকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে। যেমন : ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব।

(ঘ) **মহাপ্রাণ বর্ণ :** বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ উচ্চারণে অধিক পরিমাণে শ্বাসবায়ু নির্গত হয় বলে এগুলোকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। যেমন : খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ধ, ফ।

(ঙ) **অনুনাসিক বর্ণ :** ঙ, ঞ, ণ, ন, ম–এ বর্ণ কয়টি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণ মুখ দিয়ে নির্গত না হয়ে কিয়দংশ নাসিকা দিয়ে নির্গত হয় বলে এগুলোকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। এদেরকে নাসিকা বর্ণও বলা হয়।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
(ক) ১১টি (খ) ১২টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

২. বর্ণ কিসের প্রতীক?
(ক) ধ্বনি (খ) শব্দ (গ) অক্ষর (ঘ) স্বরবর্ণ

৩. বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
(ক) ৩৭টি (খ) ৪০টি (গ) ৩৮টি (ঘ) ৩৯টি

৪. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি?
(ক) ১০টি (খ) ১১টি (গ) ১৩টি (ঘ) ১২টি

৫. কোন দুটি বর্ণকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়?
(ক) হ ও স (খ) শ ও হ (গ) প ও ম (ঘ) য ও ব

৬. কোন দুটি যৌগিক বর্ণ?
(ক) এ, ঐ (খ) ই, ঊ (গ) ঐ, ঔ (ঘ) ও, ঐ

৭. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কতটি?
(ক) ৭টি (খ) ৮টি (গ) ৯টি (ঘ) ১০টি

৮. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
(ক) এগারোটি (খ) নয়টি (গ) দশটি (ঘ) আটটি

৯. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা ব্যবহৃত হয় কয়টি বর্ণে?
(ক) ৩০টি (খ) ৩১টি (গ) ২৯টি (ঘ) ৩২টি

১০. নিচের কোন বর্ণটির পৃথক উচ্চারণ নেই?
(ক) ঙ (খ) এ (গ) ই (ঘ) ও

১১. বাংলা ভাষায় কয়টি যৌগিক স্বরবর্ণ রয়েছে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

১২. বাংলা স্বরবর্ণে 'কার' কতটি?
(ক) ৮টি (খ) ১০টি (গ) ১১টি (ঘ) ৯টি

১৩. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি?
(ক) ব, ন্ + ধ + ন্ (খ) বন্ + ধন্
(গ) ব + ন্ধ + ন (ঘ) বান্ + ধন্

১৪. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?
(ক) ১১টি (খ) ৩৯টি (গ) ৪৯টি (ঘ) ৫০টি

১৫. সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'হ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত?
(ক) উষ্ম বর্ণ (খ) স্বর বর্ণ (গ) ঘোষ বর্ণ (ঘ) ব্যঞ্জন বর্ণ

১৬. আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট কয়টি বর্ণ পূর্ণ ব্যবহৃত হয়?
(ক) ৫০টি (খ) ৪৫টি (গ) ৩৯টি (ঘ) ৩৮টি

১৭. এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে কী বলে?
(ক) শব্দ (খ) বর্ণ (গ) ধ্বনি (ঘ) অক্ষর

১৮. অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে?
(ক) ধ্বনি (খ) গতি (গ) মাত্রা (ঘ) বেগ

১৯. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি?
(ক) হ (খ) র (গ) ল (ঘ) স

২০. কোনগুলো উষ্মবর্ণ?
(ক) ক, খ, গ, ঘ, ঙ (খ) প, ফ, ব, ভ, ম
(গ) শ, স, ষ, হ (ঘ) খ, ছ, ঠ, থ, ফ

২১. বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণ কয়টি?
(ক) ৫টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ১টি

২২. 'নাসিক্য' বর্ণ কোনগুলো?
(ক) অ, শ, ব (খ) ঙ, ঞ, ণ
(গ) উ, ঊ, য (ঘ) শ, স, ষ

২৩. কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি–
(ক) ক (খ) ঙ (গ) হ (ঘ) ঘ

২৪. নিচের কোনটি তাড়িত ধ্বনি নয়?
(ক) ড় (খ) ঢ়
(গ) র (ঘ) উপরের সবগুলো

২৫. ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে–
(ক) রেফ (খ) হসন্ত (গ) কার (ঘ) ফলা

২৬. ধ্বনি পরিবর্তন কত প্রকার?
(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার
(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২৭. কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?
(ক) গামছা (খ) মশারি (গ) লুঙ্গি (ঘ) চাদর

২৮. শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে (যেমন : রিক্সা > রিস্কা), তাকে বলে–
(ক) শব্দ বিপর্যয় (খ) ধ্বনি বিপর্যয়
(গ) বর্ণ বিপর্যয় (ঘ) আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট

২৯. মধ্য স্বরাগমের সমার্থক কোনটি?
(ক) স্বরসংগতি (খ) অভিশ্রুতি (গ) সম্প্রকর্ষ (ঘ) বিপ্রকর্ষ

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্স

৩০. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [N.U. (Sci.) 14-15]
(ক) ১১টি (খ) ১২টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

৩১. অর্ধ মাত্রাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? [N.U. (Hum.) 11-12]
(ক) সাত (খ) আট (গ) নয় (ঘ) দশ

৩২. নিচের কোনটি স্বরসংগতির উদাহরণ?
[N.U. (Bus.) 09-10; (Hum.) 08-09; (Sci.) 14-15]
(ক) মুলা > মুলো (খ) রত্ন > রতন
(গ) বাক্য > বাইক্য (ঘ) দুধ > দুত

৩৩. 'ষু'-এর বিশ্লিষ্ট রূপ– [N.U. (Bus.) 10-11]
(ক) ষ + ঞ + উ (খ) ষ + ণ + উ
(গ) ষ + ন + উ (ঘ) ষ + ঞ + ড

১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. ঘ ৬. গ ৭. খ ৮. গ ৯. খ ১০. ক ১১. ক ১২. খ ১৩. খ ১৪. ঘ ১৫. খ ১৬. খ ১৭. ঘ ১৮. গ ১৯. ঘ ২০. গ ২১. খ ২২. খ ২৩. ক ২৪. গ ২৫. ঘ ২৬. গ ২৭. ক ২৮. খ ২৯. ঘ ৩০. গ ৩১. ক ৩২. ক ৩৩. খ

৩৪. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনি সূত্র– [N.U. (Bus.) 08-09]
ⓚ স্বরভক্তি ⓚ স্বরসংগতি
ⓖ অভিশ্রুতি ⓘ অপিনিহিতি

৩৫. ধ্বনিজ্ঞাপক দ্বিরুক্ত শব্দ– [N.U. (Bus.) 06-07]
ⓚ দরদর ⓚ মরমর
ⓖ কড়কড় ⓘ নড়বড়

৩৬. হৃ, রু, ঞ্ছ-এর বিশিষ্ট রূপ–
[N.U. (Bus.) 04-05; (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05]
ⓚ হ + উ, র + হ, হ + ন ⓚ হ + ঋ, র + উ, ঞ + ছ
ⓖ হ + ঋ, র + ঋ, ণ + ছ ⓘ হ + উ, র + উ, ঞ + ছ

৩৭. যথাক্রমে ক্ষ, ষ্ণ এবং হ্ন-এর বিশিষ্ট রূপ–
[N.U. (Bus.) 03-04; (Hum.) 03-04; (Sci) 03-04]
ⓚ ক+ষ, ক্ষ+ঞ, হ+ণ ⓚ ক+ষ, ষ+ণ, হ+ন
ⓖ ক+ঋ, ষ+ঞ, হ+ন ⓘ খ+ষ, ষ+ণ, হ+ণ

৩৮. হ্ম-এর বিশিষ্ট রূপ– [N.U. (Bus.) 01-02; (Hum.) 01-02; (Sci.) 01-02]
ⓚ ম + ম ⓚ হ + ম
ⓖ ম + হ ⓘ ম + উ

৩৯. ধরনা > ধন্না-এটি কী ধরনের ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ?
[N.U. (Hum.) 12-13]
ⓚ স্বরসংগতি ⓚ অপনিহিত
ⓖ স্বরভক্তি ⓘ সমীভবন

৪০. কোনটি সম্মুখ স্বরধ্বনি? [N.U. (Hum.) 12-13]
ⓚ অ্যা ⓚ অ
ⓖ ও ⓘ এ

৪১. 'স্কুল > ইসকুল', 'প্রীতি > পিরিতি'-এ ধরনের পরিবর্তনকে বলে– [N.U. (Hum.) 12-13]
ⓚ স্বরযুক্তি ⓚ স্বরবিচ্ছেদ
ⓖ বর্ণাগম ⓘ স্বরাগম

৪২. শব্দের মধ্যবর্তী বর্ণের স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হয়– [N.U. (Hum.) 10-11]
ⓚ বর্ণবিকৃতি ⓚ বর্ণবিপর্যয়
ⓖ বর্ণাগম ⓘ বর্ণলোপ

৪৩. কপাট → কবাট— এটি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [N.U. (Sci.) 14-15]
ⓚ ধ্বনিবিপর্যয় ⓚ বর্ণ-বিপর্যয়
ⓖ অপিনিহিতি ⓘ বর্ণবিকার

শব্দ ও শব্দ প্রকরণ

এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে। বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো শব্দ। ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলনে শব্দ তৈরি হয়। বাক্যের মৌলিক উপাদান হলো শব্দ। শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো ধ্বনি।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ : বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে বিভিন্ন বিবেচনায় ভাগ করা যায়। যেমন– ১. গঠন বিবেচনায়; ২. পদ বিবেচনায়, ও ৩. উক্তির বিবেচনায়, বিভিন্ন ব্যাকরণে অর্থবিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ভাষার শব্দের সংমিশ্রণে মিশ্র শব্দ তৈরি হয়েছে।

গঠন বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠনগতভাবে শব্দকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ।

১। **মৌলিক শব্দ :** যে শব্দ ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে।
যেমন : গোলাপ, আকাশ, লাল, ফুল, ঢাকা, নাক, তিন, কালো, মেঘ, মা, মুখ, কলম।

২। **সাধিত শব্দ :** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়। সেগুলোই সাধিত শব্দ।
যেমন : শীতল, নেয়ে, জেলে, পরাজয়, গৌরব, প্রশাসনিক, গরমিল, ফুলেল, হাতল, পানসা, চাঁদমুখ, ডুবুরি, নীলাকাশ, চলন্ত। চাঁদ মুখ (চাঁদের মতো মুখ), ডুবুরি (ডুব + উরি), শীতল (... নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), চলন্ত (চল + অন্ত), প্রশাসন (... বাংলা ভাষায় কারক যোগে শব্দ গঠিত হয় না। লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা শব্দ সাধন হয় না।

পদ বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

'পদ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি, √ পদ্ + অ = পদ। কয়েকটি শব্দ মিলে একটি বাক্য হয়। আবার এ বাক্যের বিভক্তিযুক্ত প্রতিটি শব্দই একেকটি পদ।

শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তার সাথে বিভক্তি যুক্ত হয়, তখন তার নাম হয় পদ। শব্দ বা ধাতুর সাথে বিভক্তি যোগ করলে পদের সৃষ্টি হয়। যেমন : করিম + এর = করিমের, ধর + ই = ধরি, কাঁদ + ছে = কাঁদছে ইত্যাদি।

বাক্যের অন্তর্গত এসব শব্দ বা পদকে মোট আটটি শ্রেণিতে ভাগ করে বর্ণনা করা যায় : বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগ।

অর্থ বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

অর্থমূলকভাবে শব্দকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : যৌগিক শব্দ, রূঢ়ি শব্দ ও যোগরূঢ় শব্দ।

১। **যৌগিক শব্দ :** যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন : মিতালি, গায়ক, মধুর, গোলাপী, দৌহিত্র, কুম্ভকার, পাঠক, ভাড়াটে, গুণবান, রাঁধুনি, সাংবাদিক, মেয়েলি, বাবুয়ানা।
কর্তব্য = কৃ + তব্য (যা করা উচিত)
গায়ক = গৈ + ণক (অক) (যে গান করে)
চিকামারা = চিকা + মারা (দেওয়ালের লিখন)
দৌহিত্র = দুহিতা + ষ্ণ্য (দুহিতার পুত্র-কন্যা)

২। **রূঢ়ি শব্দ :** যে শব্দ প্রত্যয় ও উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন : তৈল, পাঞ্জাবি, প্রবীণ, সন্দেশ, জ্যাঠামি, অতিথি, হস্তি, হরিণ, গবেষণা।
বাঁশি = বাঁশ + ই (বাঁশ দিয়ে তৈরি যেকোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হয়।)
হস্তী = হস্ত + ইন (হস্ত আছে যার, কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বুঝায়)
প্রবীণ = প্র + বীণ (যিনি প্রকৃষ্ট বীণা বাজান, শব্দটি বর্তমানে বয়স্ক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়)

উত্তরপত্র
৩৪. ক
৩৫. খ
৩৬. খ
৩৭. খ
৩৮. খ
৩৯. ঘ
৪০. ঘ
৪১. ঘ
৪২. খ
৪৩. ঘ

৩। যোগরূঢ় শব্দ : সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন : জলদ, পঙ্কজ, জলধি, মহাযাত্রা, মন্দির, বলদ, রাজপুত, অন্ন, সুহৃদ, চাঁদমুখ, তুরঙ্গম, আদিত্য।

পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা
(বর্তমানে পঙ্কজ বলতে পদ্মফুল কে বোঝায়।)
রাজপুত = রাজার পুত্র
(বর্তমানে রাজপুত ব্যবহৃত হয় জাতি হিসেবে।)
জলধি = জল ধারণ করে যে
(বর্তমানে এটি সমুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

শব্দের উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তি/ উৎসগতভাবে শব্দকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. তৎসম শব্দ; ২. তদ্ভব শব্দ; ৩. দেশি শব্দ ও ৪. বিদেশি শব্দ।

১। **তৎসম শব্দ :**
যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলা ভাষায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে সেগুলো তৎসম শব্দ। তৎসম শব্দ চেনা যায়– ঋ, ষ, ণ যুক্ত শব্দ হতে। বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ ২৫ শতাংশ। ব্যাকরণ, চন্দ্র, দধি, ভাষা, গৃহিণী, সন্ধ্যা, মাতা, চন্দন, ভবন, সূর্য, কৃষ্ণ, অঞ্চল, অগ্রহায়ণ, জ্যোৎস্না, হংস, ছেমড়া, হস্ত, বংশী, নক্ষত্র, উষ্ণীষ, চর্মকার, জীবন, হস্ত, বৈষ্ণব, রাত্রি, সুড়ঙ্গ, পাঠক, মানব, কিংবদন্তি, পত্র, গৃহ, চড়, পরাজয়, ধুম্র, ধর্ম, বিড়াল, সমর্থ।

২। **তদ্ভব শব্দ :**
তদ্ভব অর্থ তার থেকে উৎপন্ন। যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। বাংলা ভাষায় তদ্ভব শব্দ সর্বাধিক, প্রায় ৬০ শতাংশ। যেমন: দই, মাছ, চামার, হাত, পা, পাখি, বাচ্চা, তামা, সাপ, চাঁদভাত, মা, ঘি, নাচ, আকাশ, বাতাশ, ভিটা, গল্প, পাকা, কাজ, বাড়ি, শাড়ি, হাতি, মাথা, পুস্তক।

৩। **দেশি শব্দ :**
বাংলার আদিম অধিবাসীদের বা অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দ দেশি শব্দ। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারে দেশি শব্দের ব্যবহার ২%।

ডাব	টোপর	চুলা	পেট	ঝোল	ডিঙা
ঢিল	চাঁপা	ঢোল	খোঁপা	ঢেউ	ঝিঙা
ঢোঙা	চিঙ্গা	খিড়কিখেউড়	কুঁড়ি	চোখ	খদ্দর
খড়	চিংড়ি	চাটাই	ঢেঁকি	খোকা	গঞ্জ
কুলা	কুড়ি	কাটা	টং	ঝাড়	চাউল

৪। **বিদেশি শব্দ :**
বাংলা ভাষায় আগত বিদেশি শব্দগুলো বিদেশি শব্দ হিসেবে পরিচিত। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারে বিদেশি শব্দের ব্যবহার ৮%। বিদেশি শব্দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে।

হদ্দ	লেবু	হজ	বেহেশত
অজুহাত	আদালত	মক্কেল	তাকলিফ
মহকুমা	দালাল	ইমান	তুফান
খানা	সনদ	এজলাস	কবর
আলামত	ওয়াকিবহাল	কলি	কৈফিয়ত
মোলায়েম	মশগুল	কুরসি	মামলা
সওদাগর	সিফত	নগদ	রায়
ময়না (ময়নাতদন্ত)	জান্নাত	হাজির	আমানত
লোকসান	কলম	মুসাফির	হালাল
তেজারত	আল্লাহ	উকিল	খবর
হরফ	ইমান	বকলম	আজব
কেচ্ছা	কোরবানি	হাকিম	মশকরা
শরিফ	ছবি	তহবিল	তবলা
হাওয়া	তুফান	কবুল	দাওয়াত
জানাজা	আমল	বাকি	হিসাব
ফোয়ারা	শহিদ		

তারিখ (৯ম-১০ম শ্রেণি– ফারসি)

ফারসি শব্দ :

নামাজ	বাদশাহ	খোদা	দুনিয়া
পেরেশান	গুনাহ	রোজা	কারবার
পোলাও	দফতর	দরজা	তন্দুর
কুচকাওয়াজ	ওস্তাদ	জবানবন্দি	গালিচা
সুপারিশ	হিন্দি	বেচারা	রুমাল
বেকার	দোকান	নালিশ	শালগম
খানসামা	দারোগা	সাথী	আফিম
রোজা	চাকর	খোশ	জিন্দাবাদ
বুর্জোয়া	পোশাক	মর্সিয়া	জঙ্গল
আস্তানা	আইন	চশমা	বরফ
বাবেল-মান্দের	বারান্দা	আবহাওয়া	একতারা
দরিয়া	চোগা	দেওয়ান	সফেদ
সিপাহি	মুসলমান	কারসাজি	গোলাপ
ময়দা	ফরমান	জামদানি	বেহেশত
হাঙ্গামা	সবুজ	কামান	বিলাতি
আসমান			

পর্তুগিজ : ইংরেজি, আলকাতরা, আলপিন, ইংরেজ, সজন, নিলা গুদাম, কেরানি, বদলা, পাউরুটি, আনারস, কামিজ, বেহালা, পেঁ ইস্পাত, মিস্ত্রি, বালতি, জানালা, পেয়ারা, বোতাম, আলমারি, গির্জ চাবি, সাবান, ফিরিঙ্গি, পেরেক, গামলা, তামাক, যিশু, বোম্বেটে

CS CamScanner

আরবি শব্দ :

তুর্কি	:	চকমক, উজবুক, কুলি, বাবুর্চি, মুচলেকা, কুর্নিশ, তোপবাবা, কাঁচি, কোর্মা, চাকু, বন্দুক, বারুদ, তালাশ, দারোগা, চাকর (৯ম-১০ম শ্রেণি- ফারসি) বেগম (৯ম-১০ম শ্রেণি- ফারসি)
জাপানি	:	রিকশা, সামুরাই, হাসনাহেনা, ক্যারাটে, হারিকিরি, জুডো, সুনামি, হারিকেন
ইংরেজি	:	ম্যালেরিয়া, এজেন্ট, বোতল, কালচার, লিটারেচার, মেডিসিন, পুলিশ, জাঁদরেল, আরদালি, সান্ত্রী, বুরুশ, টিপাই, কমা
ফরাসি	:	কার্তুজ, রেস্তোরাঁ, কুপন, ডিপো, বুর্জোয়া, আঁতাত, ওলন্দাজ, ক্যাফে, গ্যারাজ, পিস্তল, ফরাসি, রেনেসাঁ
ওলন্দাজ	:	রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্কাপন, টেক্কা
চীনা	:	চা, চিনি, লিচু, এলাচী, সাম্পান
ইতালীয়	:	মাফিয়া, ম্যাজেন্টা, সনেট, ফ্যাসিস্ট
গ্রিক	:	দাম, কোণ, কেন্দ্র, সুরং
মালয়	:	কাকাতুয়া, আইলা, কিরিচ
সিংহলি	:	সিডর, মহাসেন
জার্মান	:	নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন
অস্ট্রেলীয়া	:	বুমেরাং, ক্যাঙারু
বর্মি	:	লুঙ্গি, ফুঙ্গি
মেক্সিকান	:	চকোলেট
হিন্দি	:	চানাচুর, দোসরা, পিপা, গ্যাং, টুপি, পানি, ফুফা, চিড়িয়াখানা, ঠান্ডা, লুচি, ধুতি, চামেলী, খেলনা, কাছারি, কাহিনি, ফালতু
মুসলমান আত্মীয়	:	দাদা, দাদি, মামা, মামি, ফুফু, ফুফা, চাচা, চাচি, ভাই, বোন। (মা-তদ্ভব, বাবা- তুর্কি, খালা- আরবি)
পাঞ্জাবি	:	শিখ, চাহিদা
গুজরাটি	:	হরতাল, খাদি
মারাঠি	:	চেথি বর্গি
কোল	:	চুলা
তামিল	:	চুরুট

মিশ্র শব্দ :

খ্রিষ্টাব্দ [ইংরেজি + তৎসম]
চৌহদ্দি [ফারসি + আরবি- ৯ম -১০ম শ্রেণি]
বোটাইম [ফারসি + ইংরেজি]
আইনজীবী [ফারসি + তৎসম]
কালিকলম [বাংলা + আরবি]
ফুলদানি
হাসিখুশি
হেডমাস্টার
হাটবাজার [বাংলা + ফারসি]
[বাংলা + ফারসি, বাংলা একাডেমি]
ডাক্তার বাবু
পকেটমার
কাগজকলম
কৃষ্টিকালচার
চাবিকাঠি
রাজাবাদশা [তৎসম + ফাঃ]
শাকসবজি [তৎসম + ফারসি]
ডাক্তারখানা [ইংরেজি + ফারসি]
হেডমৌলভী [ইংরেজি + ফারসি]
জবাবদিহি
ভোটদাতা
চা-নাস্তা
হেড পণ্ডিত [ইং + তৎসম]
শ্রমিক-মালিক

পারিভাষিক শব্দ : সচিব, সচিবালয়, মন্ত্রিপরিষদ।

বিভিন্ন ব্যাকরণে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে উৎস বিবেচনার শব্দ রয়েছে।

অর্ধ-তৎসম শব্দ :

বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়, এগুলোকে বলে অর্ধ তৎসম শব্দ। এগুলো তৎসম শব্দ থেকে এসেছে। বাংলা ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দ ৫ শতাংশ। বাংলা ভাষায় অর্ধ- তৎসম শব্দ ৫ শতাংশ।

জ্যোছনা, গিন্নী, কেষ্ট, ছেরাদ্দ, বোষ্টম, সোমত্ত, খিদে, কুচ্ছিত, গেরাম, ষাঁড়, কুচ্ছিত।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. **নিচের কোনটি মৌলিক শব্দ নয়?**
ⓚ গরমিল ⓚ শাপলা
ⓖ গাছ ⓖ পাখি

২. **'বৌদ্ধ ভিক্ষু' শব্দটির বর্মী রূপ কোনটি?**
ⓚ চীবর ⓖ ফুঙ্গি
ⓖ বঙ্গি ⓖ থামি

৩. **কোন শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না?**
ⓚ রূঢ়ি শব্দ ⓖ যোগরূঢ় শব্দ
ⓖ যৌগিক শব্দ ⓖ মৌলিক শব্দ

৪. **মৌলিক শব্দ কোনটি?**
ⓚ মানব ⓖ শীতল
ⓖ গোলাপ ⓖ গৌরব

৫. **কোনটি বাক্যের বাহন?**
ⓚ শব্দ ⓖ পদ
ⓖ আশ্রিত খণ্ডবাক্য ⓖ ধ্বনি

৬. **নিচের কোনটি মৌলিক শব্দ?**
ⓚ টিপাই ⓖ মরিয়া
ⓖ মা ⓖ ঢাকাই

৭. **গঠনগত দিক থেকে শব্দ কয়ভাগে বিভক্ত?**
ⓚ এক ⓖ দুই
ⓖ তিন ⓖ চার

উত্তরপত্র
১. ক
২. খ
৩. ঘ
৪. গ
৫. খ
৬. গ
৭. খ

৮. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক) মহাযাত্রা খ) বাঁশি
গ) প্রবীণ ঘ) সন্দেশ

৯. মৌলিক শব্দ কোনটি?
ক) ভুবন খ) পাঠক
গ) পরিষ্কার ঘ) কালো

১০. নিচের কোনটি সাধিত শব্দ?
ক) হিংসা খ) ধ্বনি
গ) বান্ধব ঘ) দুর্মূল্য

১১. 'মৌলিক' শব্দের উদাহরণ নয় কোনটি?
ক) বাঁশি খ) গায়ক
গ) গোলাপী ঘ) মধুর

১২. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক) লৌহিত্য খ) বাঁশি
গ) তুরঙ্গম ঘ) তৈল

১৩. কোনটি রূঢ়ি শব্দ?
ক) বাবুয়ানা খ) মহাযাত্রা
গ) জলধি ঘ) গবেষণা

১৪. কোনটি দেশি শব্দের উদাহরণ?
ক) কুড়ি খ) সাহেব
গ) খোকা ঘ) সম্রাট

১৫. কোনটি দেশি শব্দ?
ক) রিকশা খ) চা
গ) কিতাব ঘ) কুলা

১৬. কোনটি দেশি শব্দের উদাহরণ?
ক) কুড়ি খ) খোকা
গ) সম্রাট ঘ) পঙ্ক

১৭. তৎসম শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়?
ক) মিশ্র রীতি খ) সাধু রীতি
গ) আঞ্চলিক রীতি ঘ) চলতি রীতি

১৮. 'নক্ষত্র' কী ধরনের শব্দ?
ক) তৎসম খ) বিদেশি
গ) দেশি ঘ) তদ্ভব

১৯. 'বিয়ে' কোন ধরনের শব্দ?
ক) তৎসম খ) অর্ধতৎসম
গ) দেশি ঘ) তদ্ভব

২০. চলিত ভাষায় কোন ধরনের শব্দের প্রয়োগ বেশি?
ক) বিদেশি খ) তদ্ভব
গ) তৎসম ঘ) দেশি

২১. কোন শব্দটি তৎসম শব্দ নয়?
ক) চন্দ্র খ) ভবন
গ) ধর্ম ঘ) চামার

২২. দেশি শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক) গিন্নি খ) চন্দ্র
গ) বৃক্ষ ঘ) ডাঁসা

২৩. কোনটি তদ্ভব শব্দ?
ক) চাঁদ খ) চন্দ্র
গ) ধর্ম ঘ) সূর্য

২৪. কোনটি তৎসম শব্দ নয়?
ক) চন্দ্র খ) সূর্য
গ) ভবন ঘ) ভিক্ষা

২৫. কোনটি দেশি শব্দ?
ক) ঢোপর খ) ভবন
গ) চেয়ার ঘ) হরতাল

২৬. যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা হতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত রূপে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে তাকে বলে-
ক) তৎসম শব্দ খ) দেশি শব্দ
গ) মৌলিক শব্দ ঘ) তদ্ভব শব্দ

২৭. কোনটি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ?
ক) গিন্নি খ) হাত
গ) ঢেঁকি ঘ) হরতাল

২৮. কোনটি দেশি শব্দ?
ক) গরম খ) চাবি
গ) খড় ঘ) কুটুম্ব

২৯. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দেশি শব্দ কোনটি?
ক) ছবি খ) চন্দ্র
গ) খুশি ঘ) ঢেউ

৩০. 'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ?
ক) যৌগিক খ) তৎসম
গ) দেশি ঘ) অর্ধ-তৎসম

৩১. কোনটি সংস্কৃত শব্দ থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক) সবুজ খ) খবর
গ) আলতা ঘ) সাবান

৩২. 'সোমত্ত' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?
ক) সোপান খ) সমর্থ
গ) সোন্তান ঘ) সওয়ার

৩৩. তৎসম শব্দের ব্যবহার কোথায় বেশি?
ক) চলিত রীতিতে খ) আঞ্চলিক রীতিতে
গ) মিশ্র রীতিতে ঘ) সাধু রীতিতে

৩৪. 'রিক্সা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
ক) তুর্কি খ) জাপানি
গ) ফরাসি ঘ) চীনা

৩৫. 'দুনিয়া' শব্দটি কোন ভাষার?
ক) আরবি খ) ফারসি
গ) হিন্দি ঘ) উর্দু

৩৬. 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
ক) হিন্দি খ) উর্দু
গ) পর্তুগিজ ঘ) গ্রিক

৩৭. 'হেড-মৌলভি' শব্দটি কোন কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে?
ক) ইংরেজি + ফারসি খ) তুর্কি + আরবি
গ) ইংরেজি + তুর্কি ঘ) ইংরেজি + পর্তুগিজ

উত্তর: ৮. ক ৯. ঘ ১০. গ ১১. ক ১২. গ ১৩. ঘ ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. খ ১৭. খ ১৮. ক ১৯. খ ২০. ঘ ২১. ঘ ২২. ঘ ২৩. ক ২৪. ঘ ২৫. ক ২৬. ঘ ২৭. ক ২৮. গ ২৯. ঘ ৩০. ঘ ৩১. গ ৩২. খ ৩৩. ঘ ৩৪. খ ৩৫. ক ৩৬. গ ৩৭. ক

৩৮. 'নামাজ' শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে এসেছে?
ⓐ ওলন্দাজ ⓑ গ্রিক
ⓒ ফারসি ⓓ পর্তুগিজ

৩৯. 'আনারস' কোন ভাষার শব্দ?
ⓐ ওলন্দাজ ⓑ তুর্কি
ⓒ পর্তুগিজ ⓓ ফারসি

৪০. 'অফিস' কোন ভাষার শব্দ?
ⓐ বাংলা ⓑ তুর্কি
ⓒ ফরাসি ⓓ ইংরেজি

৪১. কোনটি পর্তুগিজ শব্দ?
ⓐ চাবি ⓑ কুপন
ⓒ তোরুপ ⓓ ডিপো

৪২. ফরাসি ভাষার শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ⓐ হরতাল ⓑ পাদ্রি
ⓒ কুপন ⓓ তোপ

৪৩. 'খ্রিষ্টান' কোন ধরনের শব্দ?
ⓐ বিদেশি শব্দ ⓑ মিশ্র শব্দ
ⓒ তৎসম শব্দ ⓓ অর্ধ-তৎসম শব্দ

৪৪. 'গাং' শব্দটি –
ⓐ হিন্দি ⓑ কোরিয়ান
ⓒ জাপানি ⓓ তুর্কি

৪৫. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'টুপি' শব্দটি কোন দেশীয়?
ⓐ ফরাসি ⓑ ফারসি
ⓒ পর্তুগিজ ⓓ হিন্দি

৪৬. পর্তুগিজ ভাষা থেকে নিচের কোন শব্দটি বাংলা ভাষায় আত্তীকরণ করা হয়েছে?
ⓐ চেয়ার ⓑ বালতি
ⓒ শরবত ⓓ হরতাল

৪৭. 'রেস্তোরাঁ' কোন ভাষার শব্দ?
ⓐ ইংরেজি ⓑ জাপানি
ⓒ ফরাসি ⓓ ওলন্দাজ

৪৮. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'আদমশুমারি' কোন শ্রেণির শব্দ?
ⓐ মিশ্র ⓑ দেশি
ⓒ ফরাসি ⓓ আরবি

৪৯. 'পানি' শব্দটি বাংলা কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ⓐ আরবি ⓑ ফারসি
ⓒ তুর্কি ⓓ হিন্দি

৫০. নিচের কোনটি হিন্দি শব্দ?
ⓐ ফুফা ⓑ কলিজা
ⓒ বিবি ⓓ কানুন

৫১. 'এলাচি' কোন ভাষার শব্দ?
ⓐ আরবি ⓑ হিন্দি
ⓒ চীনা ⓓ ফরাসি

৫২. 'লুঙ্গি' কোন ভাষার শব্দ?
ⓐ হিন্দি ⓑ তুর্কি
ⓒ আরবি ⓓ বর্মী

৫৩. নিচের কোনটি আরবি শব্দ নয়?
ⓐ খোদা ⓑ ইমান
ⓒ আদালত ⓓ দোয়াত

৫৪. 'বর্গী' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ⓐ মহারাষ্ট্রীয় ⓑ তামিল
ⓒ হিন্দি ⓓ তুর্কি

৫৫. নিচের কোনগুলো গুজরাটি শব্দ?
ⓐ রিকসা, হারিকিরি ⓑ ফুঙ্গি, লুঙ্গি
ⓒ চাকর, দারোগা ⓓ খদ্দর, হরতাল

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্জ

৫৬. 'ফরাসি' ভাষা থেকে আগত শব্দ– [N.U. (Sci.) 04-05; (Hum.) 04-05; (Bus.) 04-05]
ⓐ ইস্পাত ⓑ ইস্তিরি ⓒ ইশারা ⓓ ইংরেজ

৫৭. তুর্কি ভাষা থেকে গৃহীত বাংলা শব্দ– [N.U. (Sci.) 07-08; (Bus.) 07-08]
ⓐ চাকু ⓑ চাকর ⓒ চাকা ⓓ চাকলা

৫৮. নিচের কোনটি আরবি শব্দ নয়? [N.U. (Sci.) 14-15]
ⓐ খোদা ⓑ ইমান ⓒ আদালত ⓓ দোয়াত

৫৯. 'তুফান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [N.U. (Hum.) 03-04]
ⓐ আরবি ⓑ চীনা ⓒ হিন্দি ⓓ জাপানি

৬০. পর্তুগিজ থেকে গৃহীত বাংলা শব্দ– [N.U. (Hum.) 06-07]
ⓐ পেরেক ⓑ পেরেশান ⓒ গেঞ্জি ⓓ পালিশ

৬১. 'মোরগ' শব্দটি— [N.U. (Hum.) 01-02; (Sci) 01-02]
ⓐ পর্তুগিজ ⓑ আরবি ⓒ ফারসি ⓓ তুর্কি

৬২. আরবি থেকে আগত শব্দ– [N.U. (Hum.) 05-06]
ⓐ ফন্দিবাজ ⓑ তকলিফ ⓒ উমেদার ⓓ বাগান

৬৩. 'শালগম' শব্দটির মূল ভাষা– [N.U. (Hum.) 08-09; (Sci) 08-09]
ⓐ সংস্কৃত ⓑ আরবি ⓒ ফারসি ⓓ তুর্কি

৬৪. তুর্কি ভাষা থেকে গৃহীত বাংলা শব্দ– [N.U. (Hum.) 07-08; (Bus.) 07-08]
ⓐ চাকু ⓑ চাকর ⓒ চাকা ⓓ চাকলা

৬৫. 'আঙুর' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [N.U. (Hum.) 09-10]
ⓐ ফারসি ⓑ আরবি ⓒ হিন্দি ⓓ পর্তুগিজ

৬৬. কোনটি আরবি শব্দ নয়? [N.U. (Hum.) 11-12]
ⓐ আজব ⓑ আদব ⓒ আমল ⓓ আবাদ

৬৭. কোন শব্দটি আরবি? [N.U. (Hum.) 13-14]
ⓐ তসবি ⓑ দোজখ ⓒ গুনাহ ⓓ ফেরেশতা

৬৮. 'সাবান' শব্দ বাংলাতে এসেছে কোন ভাষা থেকে? [N.U. (Hum.) 14-15]
ⓐ ফারসি ⓑ পর্তুগিজ ⓒ আরবি ⓓ উর্দু

৬৯. 'ওস্তাদ' কোন ভাষার শব্দ? [N.U. (Hum.) 14-15]
ⓐ ফারসি ⓑ আরবি ⓒ তুর্কি ⓓ পশতু

৭০. 'বোমা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [N.U. (Hum.) 02-03]
ⓐ উর্দু ⓑ পর্তুগিজ ⓒ ইংরেজি ⓓ ফরাসি

৭১. 'বাবা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [N.U. (Bus.) 09-10]
ⓐ তুর্কি ⓑ গুজরাটি ⓒ সংস্কৃত ⓓ ফারসি

৭২. নিচের কোনটি আরবি শব্দ? [N.U. (Bus.) 12-13]
ⓐ তরকারি ⓑ তরজমা ⓒ তরতাজা ⓓ তরমুজ

উত্তরপত্র

৩৮. গ
৩৯. গ
৪০. ঘ
৪১. ক
৪২. গ
৪৩. ক
৪৪. ক
৪৫. গ
৪৬. খ
৪৭. গ
৪৮. ক
৪৯. ঘ
৫০. ক
৫১. গ
৫২. ঘ
৫৩. ক
৫৪. ক
৫৫. ঘ
৫৬. ঘ
৫৭. ক
৫৮. ক
৫৯. ক
৬০. ক
৬১. গ
৬২. খ
৬৩. গ
৬৪. ক
৬৫. ক
৬৬. ঘ
৬৭. গ
৬৮. খ
৬৯. ক
৭০. খ
৭১. ক
৭২. খ

৭৩. 'তেঙ্গু' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [N.U. (Bus.) 14-15]
ⓚ ইংরেজি ⓚ স্পেনীয়
ⓖ মারাঠি ⓖ তেলেগু

৭৪. নিচের কোনটি চীনা ভাষার শব্দ? [N.U. (Bus.) 13-14]
ⓚ সাম্পান ⓚ বারান্দা
ⓖ সাবান ⓖ চাবি

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

☑ ণত্ববিধান

তৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দন্ত্য 'ন' এর জায়গায় মূর্ধন্য 'ণ' হয়। দন্ত্য 'ন' এর জায়গায় মূর্ধন্য 'ণ' হওয়ার নিয়মকে **ণত্ব বিধান** বলে।

খাঁটি বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য 'ণ' ধ্বনি ব্যবহৃত হয় না। তাই খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ণ' লেখার প্রয়োজন নেই। তবে বাংলা ভাষায় অনেক তৎসম শব্দ আছে যেগুলো অবিকৃত, সেসব শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' থাকলে তা রক্ষা করতে হবে। এজন্যে ণত্ব বিধান জানা আবশ্যক।

মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহারের নিয়ম :

১. ট-বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ) আগে ন হলে এবং যদি যুক্তবর্ণ গঠিত হয় তবে সব সময় তা মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন : কণ্ঠ, লুণ্ঠন, ঘণ্টা, কাণ্ড, কণ্টক, প্রচণ্ড, ভাণ্ডার, দণ্ড, পণ্ড, খণ্ড, গণ্ড, বণ্টন ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ—এ তিনটি বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন : ঋণ, রণ, কর্ণ, স্বর্ণ, বর্ণ, কৃষ্ণ, ভাষণ, শোষণ, ক্ষণ, ক্ষীণ, পূর্ণ, হরণ, হরিণ, ত্রাণ, তৃণ ইত্যাদি।

৩. ঋ, র, ষ— এই বর্ণগুলোর পরে স্বরবর্ণ, য, র, হ এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন : কৃপণ, অর্পণ, হরিণ, শ্রবণ, গ্রহণ, দর্পণ, পাষাণ ইত্যাদি।
উল্লেখ্য যে অন্য বর্ণের ব্যবধান থাকলে দন্ত্য 'ন' হবে। যেমন : রচনা, অর্চনা, দর্শন, কর্তন, প্রার্থনা ইত্যাদি।
ব্যতিক্রম : 'আচার্যানী' শব্দে ন হবে।

৪. প্র, পূর্ব ও অপর ইত্যাদি শব্দের পর 'অহ্ন' থাকলে দন্ত্য 'ন'-এর বদলে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন : প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।

৫. পর, পরা, উত্তর, চান্দ্র, নর-এর পর 'আয়ন' থাকলে মূর্ধন্য 'ণ' হবে। যেমন : পরায়ণ, উত্তরায়ণ, নারায়ণ, চান্দ্রায়ণ ইত্যাদি।

৬. প্র, পরা, পরি, নির— এ কয়েকটি উপসর্গের পরস্থিত কয়েকটি ধাতুর দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হবে। যেমন : প্রণয়, প্রণাম, প্রাণ, প্রাণী, পরিণাম, পরিণতি ইত্যাদি।
ব্যতিক্রম : প্রনষ্ট, পরিনির্মাণ, নির্নিমেষ।

☑ ষত্ববিধান

সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম (সংস্কৃত) শব্দে মূর্ধন্য 'ষ' প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট যে নিয়ম প্রচলিত তাকে **ষত্ব বিধান** বলে।
বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য 'ষ' ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, বিদেশি ও তদ্ভব শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহার পাওয়া যায় না। কিছু তৎসম শব্দে মূর্ধন্য 'ষ'-এর প্রয়োগ আছে। পণ্ডিতগণ তা অবিকৃত রাখতে চান। অতএব ষত্ব বিধান জানতে হবে।

মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহারের নিয়ম :

১. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পর দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ'-তে পরিণত হয়। যেমন : মুমূর্ষু, বিচীর্ষা, বিষণ্ণ, পরিষ্কার, আবিষ্কার, আকর্ষণ, বিষ, সুষমা ইত্যাদি।

২. ঋ কিংবা ঋ-কারের পর সব সময় মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন : ঋষি, কৃষি, বৃষ, কৃষক ইত্যাদি।

৩. অতি, অধি, অনু, অভি, নি, পরি, প্রতি, বি, সু- এ উপসর্গগুলোর পর কতকগুলো ধাতুর দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন : অনুষ্ঠান, অভিষেক, অভিলাষ, বিষাদ, প্রতিষেধ, নিষেধ, পরিষ্কার, সুষমা ইত্যাদি।
ব্যতিক্রম : বিস্ময়, সুস্বপ্ন, অনুসরণ ইত্যাদি।

৪. ট, ঠ–এ দুটি মূর্ধন্য বর্ণের পূর্বে অবস্থান করে যুক্তবর্ণ গঠন করলে তা সর্বদা মূর্ধন্য 'ষ' হবে। যেমন : অনিষ্ট, অদৃষ্ট, অবশিষ্ট, চেষ্টা, নষ্ট, পুষ্টি, প্রচেষ্টা, সৃষ্টি, মিষ্ট, উৎকৃষ্ট, কষ্ট, বিশিষ্ট, যথেষ্ট, বৃষ্টি, রাষ্ট্র, দ্রষ্টা, অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠ, গরিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, অতিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।
দ্রষ্টব্য : ইংরেজি শব্দের ক্ষেত্রে st উচ্চারণে স্ট লিখতে হবে। যেমন : ইস্টার্ণ (Eastern), স্টোর (Store), স্টিল (Steel) ইত্যাদি।

৫. ক, খ, প, ফ –এদের আগে ই ঃ (িঃ) অথবা উঃ (ুঃ) থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ (ঃ) এর পরিবর্তে মূর্ধন্য 'ষ' বসবে। যেমন :
আবিঃ + কার = আবিষ্কার; নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ; দুঃ + কর = দুষ্কর; চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ ইত্যাদি।

৬. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন : ঊষা, ঊষর, অভিলাষ, ঈষৎ, কোষ, পোষণ, ভাষণ, মানুষ, সরিষা, ঔষধ, ঔষধি, ষোড়শ, তোষণ, রোষ, কলুষ, দ্বেষ, ভূষণ, শোষণ, ষড়যন্ত্র, ষটচক্র ইত্যাদি।

৭. আরবি, ফারসি, ইংরেজি (বিশেষ করে st-এর ক্ষেত্রে) ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যেমন : স্টোর, মাস্টার, স্কুল, স্টেশন ইত্যাদি।

৮. খাঁটি বাংলা শব্দে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যেমন : করিস, খেরিস, দেশি, মিশি, মাস ইত্যাদি।

৯. 'সাৎ' প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয় না। যেমন : অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. কোন জাতীয় শব্দে মূর্ধন্য-ষ এর ব্যবহার হয়?
ⓚ লোকজ শব্দে ⓚ দেশি শব্দে
ⓖ বিদেশি শব্দে ⓖ তৎসম শব্দে

২. কোন জাতীয় শব্দে 'ষ'-এর ব্যবহার হয় না?
ⓚ তৎসম ⓚ বিদেশি ⓖ সংস্কৃত ⓖ বৈদিক

৩. ষত্ব বিধানের ব্যতিক্রম কোনটি?
ⓚ ভাষা ⓚ দুষ্কর ⓖ সুষ্ঠ ⓖ অফিস

৪. স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' হয় এমন উদহারণ কোনটি?
ⓚ কৃষক ⓚ বর্ষা ⓖ কাষ্ঠ ⓖ ঔষধ

৫. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল?
ⓚ পুরোনো ⓚ ধরন ⓖ কেরাণি ⓖ রূপায়ণ

৬. নিচের কোন বানানটি ঠিক?
ⓚ অনুসঙ্গ ⓚ আবিস্কার ⓖ বিষন্ন ⓖ স্টেশন

উত্তর
৭৩. ঘ
৭৪. ক
১. ঘ
২. খ
৩. ঘ
৪. ঘ
৫. গ
৬. ঘ

৭. কোন বানানটির ক্ষেত্রে দন্ত্য 'স' হবে?
ক) স্টেশন খ) আবিষ্কার
গ) বিষণ্ণ ঘ) কোনোটিই না

৮. শ, ষ, স এ তিনটির মধ্যে খাঁটি বাংলা শব্দে কোনটির ব্যবহার নেই?
ক) ষ খ) স গ) শ ঘ) সবগুলো

৯. কোন দুটি স্বরবর্ণের পরে মূর্ধন্য 'ষ'-এর প্রয়োগ হয় না?
ক) অ, আ খ) ই, ঈ গ) উ, ঊ ঘ) এ, ঐ

১০. নিচের কোন শব্দে মূর্ধন্য-'ষ' হবে?
ক) মাস্টার খ) হেডমাস্টার
গ) পরিষ্কার ঘ) পুরস্কার

১১. ষ-ত্ব বিধান অনুযায়ী নিচের কোন বানানটি ভুল?
ক) অভিসেক খ) ঊষা গ) মনীষা ঘ) আষাঢ়

১২. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক-এর পর স-এর প্রয়োগ হলে তা কী হয়?
ক) স হয় খ) অবিকৃত থাকে
গ) বিকৃত হয় ঘ) ষ হয়

১৩. 'শোণিত' কোন বিধান?
ক) ষ-ত্ব বিধান খ) ণ-ত্ব বিধান
গ) ভয়া বিধান ঘ) কোনোটি না

১৪. নিচের কোন বানানটি সঠিক?
ক) ধূলিসাৎ খ) ধুলিসাত গ) ধূলিশাৎ ঘ) ধুলিসাৎ

১৫. কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য ষ হয় না?
ক) সাৎ খ) সা গ) ষ্ণেয় ঘ) ষ্ণিক

১৬. ষ-ত্ব বিধান অনুসারে কোন বানানটি সঠিক নয়?
ক) বৃষ্টি খ) রেজিষ্ট্রার গ) তুষ্ট ঘ) উৎকৃষ্ট

১৭. কোন দুটিতে স্বভাবতই ণ ও ষ হয়েছে?
ক) রামায়ণ, উৎকৃষ্ট খ) বর্ণনা, অনুষঙ্গ
গ) কৃপণ, মুমূর্ষু ঘ) গণনা, পাষাণ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্জ

১৮. কোন ধরনের শব্দের বানানে মূর্ধন্য ণ-এর ব্যবহার ঘটে? [N.U. (Hum.) 14-15]
ক) তৎসম খ) তদ্ভব গ) দেশি ঘ) বিদেশি

১৯. 'ণত্ব বিধি' অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ? [N.U. (Hum.) 13-14]
ক) পুরোণো খ) পরগণা গ) ধরণ ঘ) প্রণয়ন

বচন

ব্যাকরণে 'বচন' বলতে সংখ্যার ধারণাকে বোঝায়। বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের এক বা একের অধিক সংখ্যা নির্দেশ করার জন্য শব্দের বর্ণ বা শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে বচন নির্দেশিত হয়ে থাকে। যা কিছু গণনা করা যায় শুধু তারই বচন হয়। কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ আছে অন্য কোনো পদের নেই। বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা।

সংজ্ঞা : যে শব্দ দ্বারা বিশেষ্য ও সর্বনামের সংখ্যা জানা বা বোঝা যায়, তাকে বচন বলে। অর্থাৎ যে শব্দ দিয়ে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের এক বা একাধিক সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে। যেমন : (ক) বিড়ালটি দৌড়ায়, আমি আম খাই; (খ) বিড়ালগুলো দৌড়ায়, আমরা আম খাই।

(ক) এখানে বিড়ালটি ও আমি শব্দ দিয়ে বোঝায়–একটি।

(খ) বিড়ালগুলো ও আমরা শব্দ দিয়ে বোঝায়–একটির বেশি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "যার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাকে বচন বলে। বচন দ্যোতক প্রত্যয় বা শব্দের দ্বারা কোনো বস্তুর একত্ব বোঝা যায়।"

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, "বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন।"

বচনের প্রকারভেদ : সংস্কৃত ব্যাকরণে তিন প্রকারের বচনভেদ থাকলেও বাংলা ব্যাকরণে বচন দুই প্রকার। যথা :

১. একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে। যেমন :
(ক) মেয়েটি নাচতে জানে। (খ) সে ভাত খায়।
এখানে 'মেয়েটি' ও 'সে' দ্বারা একটি মাত্র সংখ্যার ধারণা জন্মায়, তাই এগুলো একবচন।

একবচনের নিয়মাবলি :

* সাধারণ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পর টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু, টুকুন ইত্যাদি ব্যবহার করে একবচন বোঝানো হয়। যেমন : কলসটি, কাগজখানি, বইটা, দুধটুকু, মালাগাছি, খাতাখানা ইত্যাদি।
* শুদ্ধ প্রাতিপদিক ব্যবহার করে একবচন বোঝানো হয়। যেমন। বালক, বালিকা, গরু, ছাগল, বই, মানুষ, নদী, পুত্র ইত্যাদি।
* বিভক্তি যোগ করে একবচন হয়। যেমন। ছাগলে ('এ' বিভক্তি) কিনা খায়, পাগলে ('এ' বিভক্তি) কিনা কয়। তাকে যেতে দাও।
* এক শব্দটি যোগ করে একবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন। এক দেশ, এক জাতি, এক কথা, এক সত্তাহ, এক আত্মা ইত্যাদি।
* পূরণবাচক শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে থাকলে একবচন সূচিত করে। যেমন : পঞ্চম বালক, নবম শ্রেণি, দ্বিতীয় বর্ষ ইত্যাদি।

২. বহুবচন :
যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহুবচন বলে। যেমন।
(ক) ছেলেরা বল খেলে। (খ) আমরা বই পড়ি।
এখানে 'ছেলেরা' ও 'আমরা' শব্দ দ্বারা একের অধিক ধারণা জন্মায় তাই এগুলো বহুবচন।

বহুবচনের নিয়মাবলি : নিচের নিয়মে একবচনকে বহুবচন করা যায়। যেমন :

১. বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে : রা, এরা, দের, দেরকে, দিগকে, দিগের, এদের, এদেরকে প্রভৃতি বিভক্তি এবং গুলি, গুলো প্রভৃতি প্রত্যয় শব্দের শেষে যুক্ত হলে বহুবচন হয়। যেমন।

উত্তর
৭. ক
৮. ক
৯. ক
১০. গ
১১. ক
১২. ঘ
১৩. খ
১৪. ক
১৫. ক
১৬. খ
১৭. ঘ
১৮. ক
১৯. ঘ

সন্ধির নিয়ম ও উদাহরণ

১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনে সৃষ্টি হয় স্বরসন্ধি।

নিয়ম : ১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন :

অ + অ = আ	অ + আ = আ
হিত + অহিত = হিতাহিত	সিংহ + আসন = সিংহাসন
আ + অ = আ	আ + আ = আ
যথা + অর্থ = যথার্থ	কারা + আগার = কারাগার

নিয়ম : ২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। যেমন :

অ + ই = এ	আ + ই = এ
স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা	রাজা + ইন্দ্র = রাজেন্দ্র
অ + ঈ = এ	আ + ঈ = এ
অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা	মহা + ঈশ = মহেশ

নিয়ম : ৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্বের বর্ণে র যুক্ত হয়। যেমন :

অ + উ = ও	আ + উ = ও
সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়	মহা + উৎসব = মহোৎসব
আ + ঊ = ও	অ + ঊ = ও
মহা + ঊর্মি = মহোর্মি	এক + ঊন = একোন

নিয়ম : ৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর' হয়। 'অর'-এর অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র, রেফ (´) হয়ে পরবর্ণের মাথায় বসে যায়। যেমন :

অ + ঋ = অর	আ + ঋ = অর
উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ	মহা + ঋষি = মহর্ষি

কিন্তু 'ঋত' থাকলে 'অর' স্থানে 'আর' হয়। যেমন : ক্ষুধা + ঋত=ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণা + ঋত=তৃষ্ণার্ত।

নিয়ম : ৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন :

অ + এ = ঐ	অ + ঐ = ঐ
জন + এক = জনৈক	মত + ঐক্য = মতৈক্য
আ + এ = ঐ	আ + ঐ = ঐ
তথা + এব = তথৈব	মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

নিয়ম : ৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঔ-কার পূর্ববর্তী বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন :

অ + ও = ঔ	অ + ঔ = ঔ
বন + ওষধি = বনৌষধি	পরম + ঔষধ = পরমৌষধ
আ + ও = ঔ	
মহা + ওষধি = মহৌষধি	মহা + ওজস্বী = মহৌজস্বী

নিয়ম : ৭. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে ই, ঈ স্থানে 'য' হয়। য, য-ফলা হয়ে পূর্ববর্তী বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন :

ই + অ = য (্য)	ই + আ = য (্য)
অতি + অন্ত = অত্যন্ত	প্রতি + আশা = প্রত্যাশা
ই + উ = য (্য)	ই + ঊ = য (্য)
প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার	প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ
ই + এ = য (্য)	প্রতি + এক = প্রত্যেক
ই + ঐ = য (্য)	অতি + ঐশ্বর্য = অত্যৈশ্বর্য
ঈ + অ = য (্য)	নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

নিয়ম : ৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ 'ঈ' হয়। ঈ (ী)-কার পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে যুক্ত হয়। যেমন :

ই + ই = ঈ	ই + ঈ = ঈ
অতি + ইব = অতীব	গিরি + ঈশ= গিরীশ
অতি + ইত = অতীত	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
ঈ + ই = ঈ	ঈ + ঈ = ঈ
শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র	সতী + ঈশ = সতীশ
সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র	শ্রী + ঈশ = শ্রীশ

নিয়ম : ৯. উ-কারের পর উ-কার ভিন্ন অন্য কোনো স্বরবর্ণ থাকলে উ-কার স্থলে 'ব' হয়। 'ব' পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন :

উ + অ = ব	উ + আ = ব
সু + অল্প = স্বল্প	সু + আগত = স্বাগত
উ + ই = ব	অনু + ইত = অন্বিত
উ + ঈ = ব	তনু + ঈ = তন্বী
উ + এ = ব	অনু + এষণ = অন্বেষণ

নিয়ম : ১০. ঈ, ঐ, উ-এর পরে যেকোনো স্বরবর্ণ থাকলে ঈ এবং ঐ-এর স্থলে অয়/আয় এবং উ-এর স্থলে অব/আব হয়। যেমন :

ঈ + অ = অয়	নী + অন = নয়ন
ঐ + অ = আয়	গৈ + অক = গায়ক
ঈ + অ = আয়	নী + অক = নায়ক
উ + অ = অব	ভূ + অন = ভবন
উ + অ = আব	পূ + অক = পাবক
উ + উ = আব	ভূ + উক = ভাবুক

২. ব্যঞ্জনসন্ধি (সংস্কৃত) : ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে ব্যঞ্জনধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে স্বরসন্ধির সন্ধিকে 'ব্যঞ্জনসন্ধি' বলে।

স্বরবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ

নিয়ম : ১. স্বরধ্বনির পর অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন 'ছ' থাকলে 'ছ' স্থলে 'চ্ছ' হয়। যেমন :

অ + ছ = চ্ছ	বর্ণ + ছটা = বর্ণচ্ছটা; মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি
আ + ছ = চ্ছ	আ + ছাদন = আচ্ছাদন; কথা + ছলে = কথাচ্ছলে
ই + ছ = চ্ছ	রবি + ছবি = রবিচ্ছবি; বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
উ + ছ = চ্ছ	তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া

ব্যঞ্জনবর্ণ + স্বরবর্ণ

নিয়ম : ২. বর্গীয় ১ম বর্ণের পরে স্বরবর্ণ থাকলে ১ম বর্ণ স্থলে এ বর্গীয় ৩য় বর্ণ হয়। যেমন :

ক স্থলে গ	দিক + অন্ত = দিগন্ত; বাক + ঈশ = বাগীশ
চ স্থলে জ	নিচ্ + অন্ত = নিজন্ত; অচ + অন্ত = অজন্ত
ট স্থলে ড়	ষট + আনন = ষড়ানন; ষট + আদেশ = ষড়াদেশ
ত স্থলে দ	তৎ + অবধি = তদবধি; জগৎ + ঈশ = জগদীশ
প স্থলে ব	সুপ + অন্ত = সুবন্ত; অপ + ইন্ধন = অবিন্ধন

ব্যঞ্জনবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ

নিয়ম : ৩. বর্গীয় ১ম বর্ণের পরে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ থাকলে প্রথম বর্ণের স্থলে তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন :

ক + জ = ক > গ	বাক্ + জাল = বাগজাল
ক + দ = ক > গ	দিক্ + দর্শন = দিগদর্শন
ক + দ = ক > গ	বাক্ + দত্তা = বাগদত্তা
ত + ব = ত > দ	জীবৎ + দশা = জীবদ্দশা
ক + ধ = ক > গ	বাক্ + ধারা = বাগধারা
ক + ভ = ক > গ	দিক্ + ভ্রান্ত= দিগভ্রান্ত

নিয়ম : ৪. 'ম'-এর পর বর্গীয় বর্ণ থাকলে 'ম' বর্গীয় পঞ্চম বর্ণে পরিণত হয়। 'ম'-এর পর যে বর্গের বর্ণ থাকে 'ম' সে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন :

ম + ধ = ম > ন	বসুম্ + ধরা = বসুন্ধরা
ম + চ = ম > ঞ	বরম্ + চ = বরঞ্চ
ম + চ = ম > চ	সম্ + চার = সঞ্চার

নিয়ম : ৫. ত–দ-এর পর চ কিংবা ছ থাকলে ত-দ স্থানে 'চ' হয়। যেমন :

ত + চ = চ্চ	সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র; সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা
দ + চ = চ্চ	বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা
দ + ছ = চ্ছ	তদ্ + ছিদ্র = তচ্ছিদ্র

নিয়ম : ৬. ত–দ-এর পর জ–ঝ থাকলে ত–দ স্থানে 'জ' হয়। যেমন :

ত + জ = জ + জ্জ	উৎ + জ্বল =উজ্জ্বল; সৎ + জন = সজ্জন
দ + জ = জ + জ	বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল
ত + ঝ = জ + ঝ	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা

নিয়ম : ৭. ড পরে থাকলে পূর্বস্থিত ত ও দ স্থানে ড হয়। যেমন :

ত + দ = ড + ড	উৎ + ডয়ন = উড্ডয়ন

নিয়ম : ৮. ত–দ-এর পর গ–ম থাকলে ত–দ স্থানে দ হয়। যেমন :

ত + গ = দ	উৎ + গত = উদগত উৎ + গম = উদগম উৎ + গ্রীব = উদগ্রীব
দ + গ = দ	তদ্ + গত = তদ্গত

নিয়ম : ৯. ত – ধ-এর বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ থাকলে ত–ধ স্থানে 'ন' হয়। যেমন :

দ + ন = ন + ন	তদ্ + ন = তন্ন তদ + নিবিষ্ট = তন্নিবিষ্ট
ধ + ন = ন + ন	ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি
দ + ম = ন + ম	তদ্ + ময় = তন্ময়

নিয়ম : ১০. শ–ষ-এর পরে ত–থ থাকলে 'ত' স্থানে ট এবং 'থ' স্থানে 'ঠ' হয়। যেমন :

শ + ত = শ > ট	দৃশ্ + তি = দৃষ্টি আদিশ্ + ত = আদিষ্ট
ষ + ত = ত > ট	আকৃষ্ + ত = আকৃষ্ট তুষ্ + ত = তুষ্ট
ষ + থ = থ > ঠ	ষষ্ + থ = ষষ্ঠ পৃষ্ + থা = পৃষ্ঠা

নিয়ম : ১১. অ-আ ছাড়া স্বরবর্ণের পর স্থ থাকলে স্থ স্থানে ষ্ঠ হয়। যেমন :

ই + স্থ = ষ্ঠ	অধি + স্থান = অধিষ্ঠান; প্রতি + স্থান = প্রতিষ্ঠান
উ + স্থ = ষ্ঠ	অনু + স্থান = অনুষ্ঠান
ও + স্থ = ষ্ঠ	গো + স্থ = গোষ্ঠ

নিয়ম : ১২. ত— দ-এর পরে ছ থাকলে ছ-এর স্থানে চ্ছ হয়। যেমন :

ত + ছ = চ্ছ	উৎ + ছল = উচ্ছল	উৎ + ছেদ্ = উচ্ছেদ
দ + ছ = চ্ছ	তদ্ + ছবি = তচ্ছবি	তদ্ + ছায়া = তচ্ছায়া

নিয়ম : ১৩. চ, ছ, জ-এর পরে ন থাকলে ন-এর স্থলে ঞ হয়। যেমন :

জ + ন = (জ + ঞ) = জ্ঞ	যজ্ + ন = যজ্ঞ
চ + ন = (চ + ঞ) = ঞ্চ	যাচ্ + না = যাচঞা
জ + ন = (জ + ঞ) = জ্ঞ	রাজ্ + নী = রাজ্ঞী

নিয়ম : ১৪. ত— দ-এর পর ব/ভ থাকলে ত–দ স্থানে দ হয়। যেমন :

ত + ব = দ + ব	উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন
দ + ব = দ + ব	তদ্ + বিষয়ক = তদ্বিষয়ক
ত + ভ = দ + ভ	তৎ + ভাব = তদ্ভাব
দ + ভ = দ + ভ	তদ্ + ভাব = তদ্ভাব

নিয়ম : ১৫. ত–দ-এর পরে দ–ধ থাকলে ত–দ স্থলে দ হয়। যেমন :

ত + দ = দ + দ	উৎ + দাম =উদ্দাম জীবৎ + দশা = জীবদ্দশা

নিয়ম : ১৬. ম-এর পরে শ, ষ, হ, স থাকলে ম-এর স্থানে ং হয়। যেমন :

ম + শ = ং + শ	সম্ + শয় = সংশয়	সম্ + শ্রয় = সংশ্রয়
ম + স = ং + স	সম্ + সদ = সংসদ	সম্ + সার = সংসার

নিয়ম : ১৭. 'ম'-এর পরে য, র, ব, ল থাকলে 'ম' স্থানে ং হয়। যেমন-

ম + য = ং + য	সম্ + যম = সংযম
ম + র = ং + র	সম্ + রুদ্ধ = সংরুদ্ধ
ম + ব = ং + ব	সম্ + বাদ = সংবাদ
ম + ল = ং + ল	সম্ + লাপ = সংলাপ

নিয়ম : ১৮. ত–দ-এর পরে হ থাকলে ত–দ স্থানে দ এবং হ স্থানে ধ হয়। যেমন :

ত + হ = দ্ধ	উৎ + হত = উদ্ধত
দ + হ = দ্ধ	পদ্ + হতি = পদ্ধতি

নিয়ম : ১৯. ত (ৎ)-এর পর অন্তঃস্থ বর্ণ থাকলে ত স্থানে 'দ' হয়। যেমন :

ত + য = দ্য	উৎ + যত = উদ্যত
ত + র = দ্র	উৎ + রিক্ত = উদ্রিক্ত
ত + ব = দ্ব	উৎ + বায়ু = উদ্বায়ু

নিয়ম : ২০. ত–দ-এর পরে ল থাকলে ত–দ স্থানে ল হয়। যেমন :

ত + ল = ল + ল	বিদ্যুৎ + লতা = বিদ্যুল্লতা
দ + ল = ল + ল	তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত

৩. বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে কোনো স্বরধ্বনি বা বিসর্গ ছাড়া অন্য কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনকে বলা হয় বিসর্গসন্ধি। যেমন : নিঃ + জলা = নির্জলা, অহঃ + নিশ = অহর্নিশ, নমঃ + কার = নমস্কার ইত্যাদি।

নিয়ম : ১. বিসর্গের (ঃ) পরে চ বা জ থাকলে ঐ বিসর্গের স্থানে 'শ' হয়। যেমন :

ঃ+চ=শ+চ	নিঃ + চয় = নিশ্চয়; দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র নিঃ + চুপ = নিশ্চুপ; পুনঃ + চ = পুনশ্চ
ঃ+ছ=শ+ছ	নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র; শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ

নিয়ম : ২. বিসর্গের (ঃ) পরে 'ট' কিংবা 'ঠ' থাকলে ঐ বিসর্গের স্থানে 'ষ' হয়। যেমন :

ঃ+ঠ=ষ+ঠ	নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর; ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার

নিয়ম : ৩. বিসর্গের (ঃ) পরে 'ত' কিংবা 'থ' থাকলে ঐ বিসর্গের স্থানে 'স' হয়। যেমন :

ঃ+ত=স+ত	নিঃ + তার = নিস্তার; বিঃ + তার = বিস্তার
ঃ+থ=স+থ	প্রঃ + থান = প্রস্থান

এ রকম— নিস্তেজ, শিরস্ত্রাণ, অধস্তন, ইতস্তত ইত্যাদি।

নিয়ম : ৪. বিসর্গের (ঃ) পরে ক, খ, প ও ফ থাকলে অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের পরে বিসর্গ স্থলে ষ হয়। যেমন :

ঃ+ক=ষ+ক	আবিঃ + কার = আবিষ্কার
ঃ+প=ষ+প	দুঃ + পাচ্য = দুষ্পাচ্য
ঃ+ফ=ষ+ফ	নিঃ + ফল = নিষ্ফল

এ রকম— নিষ্কৃতি, নিষ্কাম, নিষ্কলঙ্ক, দুষ্কার্য ইত্যাদি।

নিয়ম : ৫. বিসর্গের (ঃ) পরবর্তী ক, খ, প, ফ থাকলে অ-কারের বা আ-কারের পরে বিসর্গ স্থানে স হয়। যেমন :

ঃ+ক=স+ক	নমঃ + কার = নমস্কার; ভাঃ + কর= ভাস্কর

ব্যতিক্রম— শিরঃপীড়া, মনঃকষ্ট, অন্তঃকরণ ইত্যাদি।

নিয়ম : ৬. অ-আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং তারপর স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব, হ থাকলে বিসর্গের স্থানে 'র' হয়। যেমন :

উ+ঃ=উ+র	দুঃ + যোগ = দুর্যোগ; দুঃ + লভ = দুর্লভ
ই+ঃ=ই+র	নিঃ + গত = নির্গত; নিঃ + মল = নির্মল

এরকম— নির্যাতন, মুহুর্মুহু, চতুর্ভুজ, নিরবধি ইত্যাদি।

নিয়ম : ৭. বিসর্গের (ঃ) পরে অ-কার থাকলে উভয় মিলে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। পরবর্তী অ-কার লোপ পায়। যেমন :

ঃ+অ=ও	ততঃ + অধিক =ততোধিক; মনঃ+অভিলাষ= মনোভিলাষ বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক

নিয়ম : ৮. বিসর্গের (ঃ) পরে অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে, অ-কারের পরবর্তী বিসর্গ লোপ পায় এবং লোপের পর তার সন্ধি হয় না। যেমন : অতঃ + এব = অতএব, শিরঃ + উপরি = শিরউপরি, যশঃ + ইচ্ছা = যশইচ্ছা।

নিয়ম : ৯. র-জাত বিসর্গের পরে স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ব ও হ থাকলে তবে ঐ র-জাত বিসর্গের স্থানে 'র' হয়। 'র' পরবর্তী স্বরবর্ণের সাথে যুক্ত হবে কিংবা রেফ হয়ে স্বরবর্ণের মাথায় বসবে। যেমন :

ঃ+ব=র্ব	পুনঃ + বার = পুনর্বার
ঃ+হ=র্হ	অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত
ঃ+অ=র+অ	পুনঃ + অপি = পুনরপি

নিয়ম : ১০. বিসর্গের (ঃ) পরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম (গ, জ, ড, দ, ব, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, ঙ, ঞ, ন, ণ, ম) এবং য, র, ল, ব, হ থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ (ঃ) ও অ-কার মিলে ও-কার হয়। যেমন :

ঃ+ম=ও (ো)	মনঃ + মোহন = মনোমোহন
ঃ+য=ও (ো)	মনঃ + যোগ = মনোযোগ
ঃ+হ=ও (ো)	পুরঃ + হিত = পুরোহিত
ঃ+জ=ও (ো)	সরঃ + জ = সরোজ
ঃ+ধ=ও (ো)	তিরঃ + ধান = তিরোধান
ঃ+ল=ও (ো)	মনঃ + লোভা = মনোলোভা
ঃ+ব=ও (ো)	সরঃ + বর = সরোবর

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. 'বনস্পতি' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ⓚ বনস + পতি ⓚh বনঃ + পতি
ⓖ বন + পতি ⓖh বনো + পতি

২. 'চতুষ্পদ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
ⓚ চতুর + পদ ⓚh চতুষ + পদ
ⓖ চতু + পদ ⓖh চতুঃ + পদ

৩. ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী - নিচের কোন নিয়মে হয়েছে?
ⓚ আ + ঈ = এ ⓚh অ + ঈ = এ
ⓖ আ + ই = এ ⓖh অ + ই = এ

৪. কোনটি ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ?
ⓚ শুভেচ্ছা ⓚh সংবাদ ⓖ প্রত্যেক ⓖh অতীত

৫. রত্ন > রতন হওয়ার সন্ধি সূত্র-
ⓚ স্বরভক্তি ⓚh স্বরসংগতি
ⓖ অভিশ্রুতি ⓖh অপিনিহিতি

৬. 'নীরোগ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ⓚ নীঃ + রোগ ⓚh নিঃ + রোগ
ⓖ নি + রোগ ⓖh নির + রোগ

৭. 'দুর্যোগ'-এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ⓚ দুহঃ + যোগ ⓚh দুঃ + যোগ
ⓖ দুর + যোগ ⓖh দুরঃ + যোগ

৮. নতুন শব্দ গঠন করে-
ⓚ সন্ধি ও সমাস ⓚh সন্ধি ও কারক
ⓖ সমাস ও পদ ⓖh প্রত্যয় ও পুরুষ

৯. কাঁদ + না = কান্না এটি কোন সন্ধি?
ⓚ স্বরসন্ধি ⓚh ব্যঞ্জন সন্ধি
ⓖ খাঁটি বাংলা সন্ধি ⓖh বিসর্গ সন্ধি

১০. উৎ + শ্বাস - এটি কোন সন্ধি?
ⓚ নিপাতনে সিদ্ধ ⓚh স্বরসন্ধি
ⓖ ব্যঞ্জন সন্ধি ⓖh জটিল সন্ধি

১১. 'চলচ্চিত্র' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ⓚ চলৎ + চিত্র ⓚh চল + চিত্র
ⓖ চলচ + চিত্র ⓖh চলিচ + চিত্র

১২. 'প্রত্যাবর্তন' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ-
ⓚ প্রতি + বর্তন ⓚh প্রতি + আবর্তন
ⓖ প্রতি + বর্তন ⓖh প্রতি + আবর্তন

উত্তরপত্র

১. খ
২. ঘ
৩. ক
৪. খ
৫. ক
৬. খ
৭. খ
৮. ক
৯. খ
১০. গ
১১. ক
১২. খ

CamScanner

১৩. সন্ধিতে চ ও জ এর নাসিক্য ধ্বনি কী হয়?
ⓚ অনুস্বার ⓚ দ্বিত্ব
ⓖ মহাপ্রাণ ⓖ তালব্য

Options for 13: (ক) অনুস্বার (খ) দ্বিত্ব (গ) মহাপ্রাণ (ঘ) তালব্য

১৪. 'দ্যুলোক' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) দুঃ + লোক (খ) দুই + লোক
(গ) দ্বি + লোক (ঘ) দিব্ + লোক

১৫. 'ভাস্বর'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
(ক) ভাস্ + সর (খ) ভাস + কর
(গ) ভাস্ + বর (ঘ) ভা + স্বর

১৬. কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ?
(ক) হিমালয় (খ) অহরহ
(গ) সংসার (ঘ) বনস্পতি

১৭. পাশাপাশি দুটি ধ্বনি বা বর্ণের মিলনকে কী বলে?
(ক) উপসর্গ (খ) অনুসর্গ
(গ) সমাস (ঘ) সন্ধি

১৮. 'মনস্তাপ'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ–
(ক) মন + তাপ (খ) মনস + তাপ
(গ) মনো + তাপ (ঘ) মনঃ + তাপ

১৯. 'দর্শক' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ–
(ক) দৃ + অক (খ) দৃশ্ + ষক
(গ) দৃশ্ + অক (ঘ) দৃ + শক্

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্জ

২০. নিচের কোন ব্যঞ্জন সন্ধিটি অশুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 14-15]
(ক) দিক্+দর্শন = দিগ্দর্শন (খ) চিৎ + ময় = চিন্ময়
(গ) সং + গীত = সংগীত (ঘ) শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র

২১. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে? [N.U. (Bus.) 13-14]
(ক) বিমুগ্ধ (খ) বাগেশ্বরী
(গ) আদ্যন্ত (ঘ) সংশেষ

২২. 'বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি'— এটি কোন নিয়মের দৃষ্টান্ত? [N.U. (Bus.) 12-13]
(ক) বিসর্গ সন্ধি (খ) ব্যঞ্জন সন্ধি
(গ) নিপাতনে সিদ্ধ (ঘ) স্বরসন্ধি

২৩. সন্ধিঘটিত কোন শব্দটি শুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 11-12; (Hum.) 11-12]
(ক) অত্যধিক (খ) বৃহদার্থ
(গ) দুরাবস্থা (ঘ) জাত্যভিমান

২৪. সন্ধিবিচ্ছেদে ত্রুটি ঘটেছে কোনটিতে? [N.U. (Bus.) 11-12]
(ক) প্রত্যর্পণ = প্রতি + অর্পণ
(খ) বহিরঙ্গ = বহিস্ + রঙ্গ
(গ) সদর্থ = সৎ + অর্থ
(ঘ) প্রত্যাসন্ন = প্রতি + আসন্ন

২৫. 'তৃষ্ণার্ত' শব্দের যথার্থ সন্ধি বিচ্ছেদ হলো- [N.U. (Bus.) 09-10]
(ক) তৃষ্ণা + আর্ত (খ) তৃষ্ণা + ঋত
(গ) তৃষ্ + না (ঘ) তৃষ্ + না + ঋত

২৬. 'নিরন্ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ – [N.U. (Bus.) 08-09; (Sci) 08-09]
(ক) নি + অন্ন (খ) নির + অন্ন
(গ) নিঃ + অন্ন (ঘ) নির + ন্ন

২৭. 'শীতার্ত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ— [N.U. (Bus.) 07-08; (Hum.) 07-08; (Sci.) 07-08]
(ক) শীত + আর্ত (খ) শীত + ঋত
(গ) শীতা + রত (ঘ) শী + তার্ত

২৮. 'ষষ্ঠ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ — [N.U. (Bus.) 06-07]
(ক) ষট্ + ঠ (খ) ষষ্ + ত
(গ) ষষ্ + থ (ঘ) ষষ্ + ট

২৯. 'কটাক্ষ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ— [N.U. (Bus.) 05-06; (Hum.) 05-06; (Sci.) 05-06]
(ক) কটু + অক্ষ (খ) কটা + অক্ষ
(গ) কটা + ক্ষ (ঘ) কট + অক্ষ

৩০. সন্ধিজাত শব্দ— [N.U. (Bus.) 04-05; (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05]
(ক) ইন্দ্রজিৎ (খ) ইত্যাদি
(গ) ইলিশ (ঘ) ইতিহাস

৩১. 'উচ্ছৃঙ্খল' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ— [N.U. (Bus.) 03-04; (Hum.) 03-04; (Sci.) 03-04]
(ক) উঃ+শৃঙ্খল (খ) উচ্+চৃঙ্খল
(গ) উৎ+চৃঙ্খল (ঘ) উৎ+শৃঙ্খল

৩২. 'পবন' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ— [N.U. (Bus.) 02-03; (Hum.) 02-03; (Sci.) 03-04]
(ক) পো + অন (খ) প + ন
(গ) পো + বন (ঘ) প + অন

৩৩. 'উদ্ধৃত'-এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [N.U. (Bus.) 01-02; (Hum.) 01-02; (Sci.) 01-02]
(ক) উৎ + ধৃত (খ) উদ + হৃত
(গ) উদ + ধৃত (ঘ) উৎ + হৃত

৩৪. ব্যাকরণে নিয়ম-বহির্ভূত প্রচলিত বিষয় বা দৃষ্টান্তকে বলা হয়— [N.U. (Hum.) 14-15]
(ক) ব্যতিক্রম (খ) নিপাতন
(গ) অনিয়ম (ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ

৩৫. 'কৃপণ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ— [N.U. (Hum.) 11-12]
(ক) কৃপ্ + অণ (খ) কৃপ্ + অন
(গ) কৃপ্ + অন (ঘ) কৃপ + অণ

৩৬. 'নিরন্ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [N.U. (Hum.) 08-09]
(ক) নি + অন্ন (খ) নির + অন্ন
(গ) নিঃ + অন্ন (ঘ) নির + ন্ন

৩৭. 'ষষ্ঠ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [N.U. (Hum.) 06-07; (Sci) 06-07]
(ক) ষট্ + ঠ (খ) ষষ্ + ত
(গ) ষষ্ + থ (ঘ) ষষ্ + ট

৩৮. 'অক্ষৌহিণী' শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ— [N.U. (Sci.) 12-13]
(ক) অক্ষ + উহিনী (খ) অক্ষ + ইহিনী
(গ) অক্ষ + হিনী (ঘ) অক্ষ + ঔহিনী

৩৯. 'দুঃ + অবস্থা' এই সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দটি হবে— [N.U. (Sci) 10-11]
(ক) দূরবস্থা (খ) দুরাবস্থা
(গ) দুরবস্থা (ঘ) দুরস্থা

৪০. 'বাগীশ্বরী' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ— [N.U. (Sci) 10-11]
(ক) বাকী + ঈশ্বরী (খ) বাগ + ঈশ্বরী
(গ) বাগ্ + ঈশ্বর (ঘ) বাক্ + ঈশ্বরী

৪১. 'দ্যুলোক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ- [N.U. (Sci) 09-10]
(ক) দুঃ + লোক (খ) দিব + লোক
(গ) দু + লোক (ঘ) দ্বি + লোক

উত্তর: ১৩. ঘ ১৪. ঘ ১৫. গ ১৬. ক ১৭. ঘ ১৮. ঘ ১৯. গ ২০. গ ২১. খ ২২. গ ২৩. ক ২৪. খ ২৫. খ ২৬. গ ২৭. খ ২৮. ঘ ২৯. ঘ ৩০. খ ৩১. ঘ ৩২. ক ৩৩. ক ৩৪. ঘ ৩৫. গ ৩৬. গ ৩৭. গ ৩৮. ক ৩৯. গ ৪০. ঘ ৪১. খ

পদ

পদ : বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত প্রতিটি শব্দকে **পদ** বলে। যেমন : 'ছেলেটি পড়ে।'—এ বাক্যে 'ছেলেটি' এবং 'পড়ে' দুটি পদ।

পদের প্রকারভেদ : প্রচলিত ব্যাকরণে বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো—

(ক) বিশেষ্য পদ, (খ) বিশেষণ পদ, (গ) সর্বনাম পদ, (ঘ) ক্রিয়া পদ ও (ঙ) অব্যয় পদ।

তবে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বইয়ে বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে নিম্নোক্ত আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (ক) বিশেষ্য, (খ) বিশেষণ, (গ) সর্বনাম, (ঘ) ক্রিয়া, (ঙ) ক্রিয়া বিশেষণ, (চ) যোজক, (ছ) অনুসর্গ এবং (জ) আবেগ শব্দ।

বিশেষ্য পদ :

যে পদ দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষ্য পদকে আবার ছ'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১. **নামবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে **নামবাচক** বা **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন: আহমদ, যমুনা, ঢাকা ইত্যাদি।

২. **জাতিবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোনো একজাতীয় মানুষ, প্রাণী বা বস্তুর সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে **জাতিবাচক** বা **শ্রেণিবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন : মানুষ, বই, মুসলমান ইত্যাদি।

৩. **বস্তু বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোনো উপাদানবাচক বস্তুর নাম বোঝায়, তাকে **বস্তুবাচক** বা **দ্রব্যবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন : মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি, সোনা, দুধ ইত্যাদি।

৪. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তাকে **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন : সৈন্যদল, মিছিল, সমাজ, ছাত্রসংঘ, সভা, শ্রেণি, অশ্বদল, জনতা ইত্যাদি।

৫. **গুণবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোনো দোষ, গুণ বা অবস্থার নাম বোঝায়, তাকে **গুণবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন : সাধুতা, সহিষ্ণুতা, দুঃখ, পরশ্রীকাতরতা, স্বাস্থ্য, বিনয়, ক্ষমা ইত্যাদি।

৬. **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বা ক্রিয়ার ভাব বোঝায়, তাকে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বা **ভাববাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন: গমন, পড়া, লেখা, রান্না ইত্যাদি।

বিশেষণ পদ : যে পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে। বিশেষণ পদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১. **নাম বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে **নাম বিশেষণ** বলে। যেমন : **নীল** আকাশে পাখি ওড়ে। আমরা **ষষ্ঠ** শ্রেণিতে পড়ি। **তাজা** সব্জিতে **প্রচুর** ভিটামিন আছে।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ : নাম বিশেষণ দশ প্রকার। যথা :

(ক) **রূপবাচক : নীল** আকাশ, **লাল** বল, **কাল** কলম।

(খ) **গুণবাচক : সৎ** লোক, **বুদ্ধিমান** ছেলে, **সতর্ক** নাবিক।

(গ) **সংখ্যাবাচক : বিশ** টাকা, **হাজার** লোক, **সাত** মাস।

(ঘ) **পরিমাণবাচক : তিনক্রোশ** পথ, **সাত শতাংশ** জমি।

(ঙ) **অবস্থাবাচক : টাটকা** সবজি, **রোগা** মেয়ে, **তাজা** মাছ।

(চ) **ক্রমবাচক : দ্বিতীয়** শ্রেণি, **পঞ্চম** ভাগ, **অষ্টম** সন্তান।

(ছ) **অংশবাচক : অর্ধেক** সম্পত্তি, **চার আনা** দখল।

(জ) **প্রশ্নবাচক : কেমন** আছ? **কত** টাকা দিবে?

(ঝ) **উপাদানবাচক : পলি** মাটি, **মেটে** কলসী।

(ঞ) **নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই** দেশ, **সেই** মেয়ে, **পঁচিশে** বৈশাখ।

২. **ক্রিয়া বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোনো ক্রিয়ার অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে **ক্রিয়া বিশেষণ** বলে। যেমন : সে **আস্তে** কথা বলে। একটু **ধীরে** চল। তিনি দ্রুত **দৌড়াতে** পারেন।

৩. **বিশেষণের বিশেষণ :** যে পদ নাম বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণের অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে **বিশেষণের বিশেষণ** বলে। যেমন : কাকের ডাক খুব কর্কশ। রকেট অতি দ্রুত চলে।

সর্বনাম পদ : বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাদেরকে সর্বনাম পদ বলে। সর্বনামকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১. **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম :** যে সর্বনাম পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, তাকে **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম** বলে। যথা :আমি, তুমি, সে ইত্যাদি।

২. **নির্দেশক সর্বনাম :** যে সর্বনাম পদ দূরের বা নিকটের কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, তাকে **নির্দেশক সর্বনাম** বলে। যথা : উনি, ইনি, তিনি, ইহা, উহা ইত্যাদি।

৩. **অনির্দেশক সর্বনাম :** যে সর্বনাম পদ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে ধারণা জন্মে না, তাকে **অনির্দেশক সর্বনাম** বলে। যথা : কেউ, কেহ, কিছু, কোনো ইত্যাদি।

৪. **প্রশ্নবাচক সর্বনাম :** যে সর্বনাম পদ দ্বারা প্রশ্নসূচক বাক্যের সৃষ্টি হয়, তাকে **প্রশ্নবাচক সর্বনাম** বলে। যথা :কে, কি, কারা, কোন, কীসে ইত্যাদি।

৫. **পরিমাণবাচক সর্বনাম :** যে সর্বনাম পদ দ্বারা কোনো কিছুর পরিমাণ প্রকাশ পায়, তাকে **পরিমাণবাচক সর্বনাম** বলে। যথা : যত, তত, এত, কত ইত্যাদি।

৬. **সাকুল্যবাচক সর্বনাম :** যে সর্বনাম পদ দ্বারা এক সঙ্গে অনেক বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝায়, তাকে **সাকুল্যবাচক সর্বনাম** বলে। যথা : সমস্ত, সকল, সবাই, সব, সমুদয় ইত্যাদি।

৭. **আত্মবাচক সর্বনাম :** কর্তার উদ্দেশ্যকে জোর দিয়ে প্রকাশ করার মানসে যে সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয়, তাকে **আত্মবাচক সর্বনাম** বলে। যথা : স্বয়ং, নিজে, আপনি ইত্যাদি।

৮. **ব্যতিহারিক সর্বনাম :** যে সর্বনাম পদ ব্যক্তি বা বস্তুর পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করে, তাকে **ব্যতিহারিক সর্বনাম** বলে। যথা : আপনা-আপনি, নিজে-নিজে, পরস্পর ইত্যাদি।

ক্রিয়া পদ : বাক্যের অন্তর্গত যে শব্দ কোনো কাজ প্রকাশ করা অর্থাৎ করা, হওয়া, থাকা, যাওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে 'ক্রিয়াপদ' বলে। ভাব প্রকাশের দিক থেকে, বাক্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে এবং গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াকে নানা ভাগে ভাগ করা যায় :

ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা :

১. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : ভালো করে পড়াশুনা করবে।

২. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া ভাব সম্পূণ করতে পারে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : ভালো করে পড়াশোনা করলে ভালো ফল হবে।

CS CamScanner

বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার। যথা:

১. **সকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাকে 'সকর্মক ক্রিয়াপদ' বলে। যেমন: রশীদ কুরআন পড়ছে। দীপা গান গাইছে। সুমন ভাত খাচ্ছে। দীপক স্কুলে যায়।
এখানে 'পড়ছে', 'গাইছে', 'খাচ্ছে', 'যায়' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ এবং 'কুরআন', 'গান', 'ভাত', 'স্কুল' যথাক্রমে ক্রিয়ার কর্ম।

২. **অকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার কর্ম নেই তাকে 'অকর্মক ক্রিয়াপদ' বলে। যেমন: চাঁদ উঠেছে। খোকা হাসছে। রুন্না গাইছে। সাবিনা খেলছে।
এখানে 'উঠেছে', 'হাসছে', 'গাইছে', 'খেলছে' ক্রিয়াপদগুলোর কোনো কর্ম নেই। সুতরাং এ ক্রিয়াপদগুলো অকর্মক ক্রিয়া।

৩. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে 'দ্বিকর্মক ক্রিয়াপদ' বলে। যেমন: বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। এ-বাক্যটিতে 'দিয়েছেন' ক্রিয়ার কর্ম দুটি–'আমাকে' এবং 'কলম'। সুতরাং 'দিয়েছেন' দ্বিকর্মক ক্রিয়া। কিন্তু কোনো বাক্যে যদি ক্রিয়ার দুটি কর্মই বস্তুবাচক কিংবা দুটিই ব্যক্তিবাচক হয়, তাহলে সে ক্রিয়া দ্বিকর্মক ক্রিয়াপদ হবে না। যেমন: আমি খালেক ও মালেককে মেরেছি। আমি দুধ ও ফল খেয়েছি। এ-বাক্য দুটিতে 'মেরেছি' ও 'খেয়েছি' দ্বিকর্মক ক্রিয়াপদ নয়।

গঠন বিবেচনায় ক্রিয়া ছয় প্রকার। যথা:

১. **সরল ক্রিয়া** : একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন: সে পড়ছে। –এখানে পড়ছে সরল ক্রিয়া।

২. **প্রযোজক ক্রিয়া** : কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন। –এখানে 'করাচ্ছেন' প্রযোজক ক্রিয়া।

৩. **নাম ক্রিয়া** : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বনাত্মক শব্দের শেষে –আ বা আনো প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নাম ক্রিয়া বলে। যেমন:
বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে -আনো যুক্ত হয়ে চমকানো: আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়,

৪. **সংযোজন ক্রিয়া** : বিশেষ্য, বিশেষণ, বা ধ্বনাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, সারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন:
করা ক্রিয়া যোগে: গান করা, গরম করা, ব্যাট করা
কাটা ক্রিয়া যোগে: সাঁতার কাটা, বিপদ কাটা
হওয়া ক্রিয়া যোগে: উদয় হওয়া ইত্যাদি।

৫. **যৌগিক ক্রিয়া** : অসমাপিকা, ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: মরে যাওয়া, কমে আসা, বুঝে নেওয়া ইত্যাদি।

৬. **মিশ্র ক্রিয়া** : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, যা, পা, কাট্, গা, ছাড়, ধর্, মার্ প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন: বিশেষ্যের উত্তর (পরে): আমরা তাজমহল **দর্শন** করলাম। বিশেষণের উত্তর (পরে): তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।

অব্যয় পদ : বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দ আছে, যেগুলোর সাথে কোনো অবস্থাতেই লিঙ্গ, বচন, কারক ও বিভক্তি যুক্ত হয় না এবং সর্বত্রই যাদের রূপটি অব্যাহত বা অবিকৃত থাকে সেগুলোকে অব্যয় বলে।

উত্তরপত্র

১.	ঘ
২.	ক
৩.	গ

ব্যাকরণগত ভূমিকা অনুযায়ী অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ : অব্যয়কে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. **পদান্বয়ী অব্যয়** : পদান্বয়ী অব্যয়েরই অন্য নাম অনুসর্গ। কারক-বিভক্তির সহায়করূপে, যেসব বিকারহীন শব্দ কারক-বিভক্তিরই ভূমিকা নেয়, সেগুলোকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে।
যেমন: দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, পাশে, কাছে ইত্যাদি।

২. **সমুচ্চয়ী অব্যয়** : যে অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে সংযোগ, বিয়োগ ও সংকোচনের কাজ করে তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন: ও, এবং, আর, অথবা, কিংবা, নতুবা, নচেৎ, দৈবাৎ ইত্যাদি।
সমুচ্চয়ী অব্যয় তিন ধরনের। যথা: (ক) সংযোজক অব্যয়, (খ) বিয়োজন অব্যয় ও (গ) সংকোচক অব্যয়।

(ক) **সংযোজক অব্যয়** : যে অব্যয় দুটি পদ বা বাক্যকে যুক্ত করে তাকে সংযোজক অব্যয় বলে।
যেমন: রাম আর রহিম একত্রে কলেজে যায়।

(খ) **বিয়োজন অব্যয়** : বাক্য দুটিকে জুড়ে দেয় কিন্তু অর্থে একটি পদের বা বাক্যের বিকল্পে আরেকটি পদ বা বাক্যকে প্রতিষ্ঠা করে তাকে বিয়োজন অব্যয় বলে।
যেমন: হয়, আমি খেলব না, না হয় তুমি খেলবে।

(গ) **সংকোচক অব্যয়** : যে অব্যয়ে দুটো বাক্য যুক্ত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে প্রথম বাক্যের অর্থের আংশিক প্রতিষেধ বা সীমা নির্দেশ করা হয় তাকে সংকোচক অব্যয় বলে।
যেমন: সে যাবে কিন্তু তার ভাই যাবে না।

৩. **অনন্বয়ী অব্যয়** : বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয় আছে যেগুলোর সাথে বাক্যের বা বাক্যস্থিত কোনো পদের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক না থাকে অথচ সেগুলো মনের বিশেষ কোনো আবেগ বা উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করে তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে।
যেমন: 'ওহে সুন্দর, মরি মরি! তোমায় কী দিয়ে বরণ করি!" আয় রে, তবে মাত রে সবে আনন্দে।
ধিক্! মরণ! রাম রাম, রামো ইত্যাদি।

৪. **ধ্বন্যাত্মক অব্যয়** : যে অব্যয় ধ্বনির অনুকরণে গড়ে উঠে তাকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকার অব্যয় বলে।
যেমন: ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বায়ু শনশন করছে।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. **'নিশ্চয়ই পারব।' বাক্যটিতে নিশ্চয়ই' পদটি হলো–**
ⓐ প্রত্যয়ান্ত অব্যয় ⓑ অনুসর্গ অব্যয়
ⓒ সমুচ্চয়ী অব্যয় ⓓ অনন্বয়ী অব্যয়

২. **'গদ্যভাষায় রচিত এ গ্রন্থে' লেখকের আধুনিক মনোভাব, পরিমিতিবোধ, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈল্পিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।' বাক্যটিতে বিশেষণ রয়েছে–**
ⓐ চারটি ⓑ পাঁচটি ⓒ ছয়টি ⓓ সাতটি

৩. **'তাজা মাছ' এ 'তাজা' কোন ধরনের বিশেষণ?**
ⓐ রূপবাচক ⓑ গুণবাচক
ⓒ অবস্থাবাচক ⓓ নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক

CamScanner

৪. কোন বিশেষ্য-বিশেষণ জোড় শুদ্ধ নয়?
ⓚ শৈথিল্য-শিথিল ⓚ সরলতা-সারল্য
ⓖ হৃদয়-হার্দিক ⓖ প্রতীচী-প্রতীচ্য

৫. 'তুমি যে বড় এলে না' এখানে 'বড়'-
ⓚ অব্যয় ⓚ বিশেষণ ⓖ ক্রিয়া ⓖ বিশেষ্য

৬. 'হন্যমান' যে শব্দের বিশেষণ-
ⓚ হরণ ⓚ হনন ⓖ হন্যে ⓖ হতাশা

৭. 'ছেলেটি মাকে চিঠি লিখছে।' এ বাক্যে লিখছে' যে ধরনের ক্রিয়া-
ⓚ অকর্মক ⓚ অসমাপিকা
ⓖ দ্বিকর্মক ⓖ প্রযোজক

৮. 'স্ফীতি' বিশেষ্য পদের বিশেষণ-
ⓚ স্ফুরণ ⓚ স্ফুট ⓖ স্ফীত ⓖ স্ফূর্ত

৯. কোনটি মৌলিক বিশেষণ?
ⓚ গুণী ⓚ ফুটন্ত ⓖ সুপ্ত ⓖ কালো

১০. কোনটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ?
ⓚ ভয়টয় ⓚ টুপটাপ
ⓖ কাছাকাছি ⓖ চোখে চোখে

১১. 'শত ধিক্! জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?' এখানে 'ধিক' হলো :
ⓚ অব্যয় বিশেষণ ⓚ সর্বনাম
ⓖ পদানস্বয়ী অব্যয় ⓖ অনন্বয়ী অব্যয়

১২. 'এক যে ছিল রাজা।' এ বাক্যে 'যে' এর ব্যাকরণিক নাম কী?
ⓚ অনন্বয়ী অব্যয় ⓚ বাক্যালঙ্কার অব্যয়
ⓖ পদান্বয়ী অব্যয় ⓖ ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

১৩. পূর্ববর্তী পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অব্যয়কে বলে-
ⓚ সংযোজক অব্যয় ⓚ নিত্য সমবন্ধীয় অব্যয়
ⓖ সমুচ্চয়ী অব্যয় ⓖ পদান্বয়ী অব্যয়

১৪. যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে তাকে বলে-
ⓚ যৌগিক ক্রিয়া ⓚ দ্বিত্ব ক্রিয়া পদ
ⓖ নিজন্ত ক্রিয়া ⓖ কোনোটিই নয়

১৫. 'শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।' বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি-
ⓚ মিশ্র ক্রিয়া ⓚ যৌগিক ক্রিয়া
ⓖ প্রযোজক ক্রিয়া ⓖ অনুক্ত ক্রিয়া

১৬. 'আমরা বাঁচতে চাই।' বাক্যের ক্রিয়াপদের ব্যবহার কী অর্থে?
ⓚ নিমিত্ত অর্থে ⓚ বিধি অর্থে
ⓖ আবশ্যকতা অর্থে ⓖ ইচ্ছা অর্থে

১৭. চলিত ভাষায় কোন পদের সংকচন হয়?
ⓚ ক্রিয়া ⓚ বিশেষ্য
ⓖ বিশেষণ ⓖ অব্যয়

১৮. 'সে সকাল থেকে যাই যাই করছে।' এ বাক্যে 'যাই যাই' কোন ধরনের পদ?
ⓚ ক্রিয়া ⓚ ক্রিয়া-বিশেষ্য
ⓖ ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ ⓖ ক্রিয়া-বিশেষণ

১৯. 'দরিদ্র' বিশেষণ শব্দটির বিশেষ্য রূপ কী?
ⓚ দারিদ্র ⓚ দারিদ্র্য ⓖ দারিদ্র্যতা ⓖ দারিদ্রতা

২০. 'সব সুন্দর আপনাকে গোপন রাখে, অসুন্দর সে নিজেই এগিয়ে আসে।' এ বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ?
ⓚ বিশেষণ ⓚ সর্বনাম ⓖ বিশেষ্য ⓖ অব্যয়

২১. বিশেষ্য 'শিশু' এর বিশেষণ কোনটি?
ⓚ শৈশব ⓚ কৈশোর ⓖ শিশুকাল ⓖ শিষ্য

২২. 'হোক গে' এ যৌগিক ক্রিয়াপদটি কী নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ⓚ অসমাপিকা + সমাপিকা ⓚ সমাপিকা + অসমাপিকা
ⓖ সমাপিকা + সমাপিকা ⓖ মিশ্র ক্রিয়া

২৩. 'কী বিপদ! ভিখারি যে পিছু ছাড়ে না।' এ বাক্যে 'কী' অব্যয়ের ভাব-
ⓚ বিরক্তি ⓚ রাগ ⓖ হতাশা ⓖ দুঃখ

২৪. বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে বলা হয়-
ⓚ কারক ⓚ পদ ⓖ বর্ণ ⓖ অক্ষর

২৫. 'নিজের ভাল কে না চায়?' বাক্যটিতে 'ভাল' কোন পদ?
ⓚ বিশেষণ ⓚ বিশেষ্য ⓖ অব্যয় ⓖ ক্রিয়া

২৬. 'এই লোকটিকে যেন আগে কোথায় দেখেছি।' এ বাক্যের 'যেন' অব্যয় পদের অর্থ-
ⓚ সন্দেহ ⓚ অবিশ্বাস ⓖ অনুমান ⓖ দ্বিধা

২৭. 'কবেকার কথা' এখানে 'কবেকার' বিশেষণটি-
ⓚ ক্রিয়াজাত ⓚ অব্যয়জাত
ⓖ সর্বনামজাত ⓖ সমাসজাত

২৮. 'যে' কোন শ্রেণির সর্বনাম?
ⓚ সংযোগজ্ঞাপক ⓚ সাকুল্যবাচক
ⓖ আত্মবাচক ⓖ অনিশ্চয়তাসূচক

২৯. নিম্নের কোন শব্দটি বিশেষ্য?
ⓚ আশ্বস্ত ⓚ অধুনা ⓖ আধুনিক ⓖ আরণ্য

৩০. 'ব্যাঘাত' এর বিশেষণ-
ⓚ বিঘ্ন ⓚ ব্যাহত ⓖ বিধেয় ⓖ প্রতিঘাত

৩১. 'তুমি কিন্তু' না বল না।' বাক্যে 'কিন্তু' এর ব্যবহার-
ⓚ নিশ্চয়তাসূচক ⓚ সংশয়সূচক
ⓖ অলঙ্কারবাচক ⓖ পদপূরণবাচক

৩২. 'বাজারে প্রচুর তাজা ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে' এখানে 'তাজা' কোন পদ?
ⓚ গুণবাচক বিশেষণ ⓚ রূপবাচক বিশেষণ
ⓖ অবস্থাবাচক বিশেষণ ⓖ অব্যয়ের বিশেষণ

৩৩. 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' বাক্যে 'যত-তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে?
ⓚ তুলনা ⓚ পরিণাম ⓖ কার্যকারণ ⓖ বৈপরীত্য

৩৪. কোনটি অবস্থা বাচক বিশেষণ?
ⓚ সবুজ মাঠ ⓚ খোঁড়া পা
ⓖ চৌকস লোক ⓖ এই ছেলে

৩৫. 'নদী তীরে বালি চিকচিক করছে।' এ বাক্যে 'চিকচিক'-
ⓚ ক্রিয়া ⓚ ভাব বিশেষণ
ⓖ অনুকার অব্যয় ⓖ দ্বিরুক্ত শব্দ

৩৬. বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ-
ⓚ তিনটি ⓚ চারটি ⓖ পাঁচটি ⓖ ছয়টি

উত্তর

৪. খ | ৫. ক | ৬. খ | ৭. গ | ৮. গ | ৯. ঘ | ১০. খ | ১১. ঘ | ১২. খ | ১৩. খ | ১৪. ঘ | ১৫. খ | ১৬. ঘ | ১৭. ক | ১৮. ঘ | ১৯. খ | ২০. গ | ২১. ক | ২২. ক | ২৩. ক | ২৪. খ | ২৫. খ | ২৬. গ | ২৭. গ | ২৮. ক | ২৯. খ | ৩০. খ | ৩১. ঘ | ৩২. গ | ৩৩. ক | ৩৪. খ | ৩৫. খ | ৩৬. ক

৩৭. 'শিব্ তারে, শত ধিক্, নির্লজ্জ যে জন' এ বাক্যে 'শত' কোন পদ?
ক) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য খ) অব্যয়ের বিশেষণ
গ) বাক্যের বিশেষণ ঘ) বাক্যালংকার অব্যয়

৩৮. 'কেউ কেউ কথাটা জেনে গেছে।' এ বাক্যে 'কেউ কেউ' কোন ধরনের পদ?
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) অব্যয়

৩৯. 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না'। বাক্যে 'না' এর ব্যবহার–
ক) নঞর্থক খ) অস্ত্যর্থক
গ) নিরর্থক ঘ) অলঙ্কারসূচক

৪০. 'চটপট কাজ সেরে নাও'। এখানে 'চটপট' কোন পদ?
ক) ক্রিয়া খ) ক্রিয়া বিশেষণ
গ) অনুকার অব্যয় ঘ) ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ

৪১. 'বাজখাঁই' শব্দটি–
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া

৪২. 'কী নিস্পৃহ' এখানে 'কী' কোন অর্থে ব্যবহৃত?
ক) বিস্ময় খ) বিশেষ্য
গ) ক্রিয়াবিশেষণ ঘ) বিশেষণ

৪৩. নিচের কোনটি বিশেষণ?
ক) গণবিরোধী খ) গণ-অভ্যুত্থান
গ) গণ-আন্দোলন ঘ) শিক্ষার্থিগণ

৪৪. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে?' এখানে 'নি' হচ্ছে–
ক) ক্রিয়া বিশেষণ খ) বিশেষণ
গ) অলঙ্কার ঘ) ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

৪৫. অপরিবর্তনীয় শব্দকে কী বলে?
ক) অনুক্ত ক্রিয়াপদ খ) বিশেষ্য পদ
গ) অব্যয় পদ ঘ) ক্রিয়াপদ

৪৬. 'পৃথিবী' শব্দের বিশেষণ–
ক) জগৎ খ) নিসর্গ গ) পার্থিব ঘ) নিখিল

৪৭. 'ভীষণ' কোন ধরনের পদ?
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ
গ) ক্রিয়া-বিশেষণ ঘ) অনুসর্গ

৪৮. 'এ এক বিরাট সত্য।' এ বাক্যে 'সত্য' কোন পদ?
ক) সর্বনাম খ) বিশেষ্য গ) বিশেষণ ঘ) অব্যয়

৪৯. কোনটি বিশেষণ পদ?
ক) ইন্দ্রজাল খ) শক্তি গ) গর্ব ঘ) সামর্থ্য

৫০. 'রহিম কিংবা করিম এর জন্য দায়ী।' এখানে 'কিংবা' কী ধরনের অব্যয়?
ক) সংযোজক খ) সমুচ্চয়ী গ) বিয়োজক ঘ) সংকোচক

৫১. কোন কোন পদের দ্বারা গুরুচণ্ডালী দোষ নিরূপিত হয়?
ক) বিশেষ্য ও ক্রিয়া খ) ক্রিয়া ও সর্বনাম
গ) অব্যয় ও বিশেষ্য ঘ) সর্বনাম ও বিশেষণ

৫২. 'জনতা' শব্দটি কোন জাতীয় অর্থদ্যোতকতা নির্দেশ করে?
ক) জাতিবাচকতা খ) সমষ্টিবাচকতা
গ) নামবাচকতা ঘ) ভাববাচকতা

৫৩. জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত কোনটি?
ক) নদী খ) পানি গ) মিছিল ঘ) সমাজ

৫৪. বিভক্তিযুক্ত শব্দকে কী বলা হয়?
ক) বাক্য খ) সমাস গ) সন্ধি ঘ) পদ

৫৫. 'তোমার কবি কবি ভাব গেল না।' 'কবি কবি' কোন পদ?
ক) বিশেষণ খ) বিশেষ্য গ) ক্রিয়া ঘ) অব্যয়

৫৬. কোনটি অনুকার অব্যয়?
ক) রুমঝুম খ) ওগো গ) পরন্তু ঘ) সুতরাং

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্স

৫৭. 'দূর' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ— [N.U. (Bus.) 14-15]
ক) দূরবর্তী খ) দূরত্ব
গ) দূরাশ্রয় ঘ) দূরস্থিত

৫৮. 'পার্থিব' বিশেষণের বিশেষ্য রূপ— [N.U. (Bus.) 12-13]
ক) পৃথিবী খ) প্রার্থী গ) পার্থ ঘ) পার্থক্য

৫৯. 'নিপুণ' ও 'দরিদ্র' শব্দের বিশেষ্য রূপ— [N.U. (Bus.) 11-12]
ক) নৈপুণ্য ও দরিদ্রতা খ) নৈপুণ্যতা ও দারিদ্র
গ) নৈপুণ্য ও দারিদ্র্য ঘ) নৈপুণ্যতা ও দারিদ্রতা

৬০. কোন শব্দটি ভিন্ন পদীয়? [N.U. (Bus.) 10-11]
ক) আলাভোলা খ) অসুখবিসুখ
গ) অলিগলি ঘ) আমটাম

৬১. বাক্যের মধ্যে যে শব্দ বা শব্দাংশ অপরিবর্তনীয়, তা হলো— [N.U. (Bus.) 10-11]
ক) অব্যয় খ) অনুকার গ) ঐকিক ঘ) ধ্রুব

৬২. পদ হওয়ার রীতি— [N.U. (Bus.) 05-06; (Hum.) 05-06; (Sci.) 05-06]
ক) শব্দের সঙ্গে উপসর্গের যোগ
খ) শব্দকে বিশেষায়িত রূপদান
গ) শব্দে ব্যঞ্জনার আরোপ
ঘ) বাক্যে শব্দের ব্যবহার

৬৩. "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।" — এখানে 'কিংবা' কোন ধরনের অব্যয়? [N.U. (Bus.) 04-05; (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05]
ক) সংযোজক খ) বিয়োজক
গ) সংকোচক ঘ) অনুকার

৬৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদের উদাহরণ— [N.U. (Bus.) 02-03; (Hum.) 02-03; (Sci.) 03-04]
ক) সকল খ) মেঘ গ) আকাশ ঘ) সভা

৬৫. "তুমি কি খাবে?"–এই বাক্যের 'কি'— [N.U. (Bus.) 02-03; (Hum.) 02-03; (Sci.) 03-04]
ক) সর্বনাম খ) অব্যয়
গ) ক্রিয়া বিশেষণ ঘ) বিশেষণ

৬৬. 'ভ্রান্ত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ— [N.U. (Hum.) 12-13]
ক) ভ্রম খ) ভ্রমা গ) ভ্রমী ঘ) বিভ্রম

৬৭. উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ কোনটি? [N.U. (Hum.) 10-11]
ক) বলেছ, করেছ খ) বলেছি, করেছি
গ) বলেছিস, করেছিস ঘ) বলেছেন, করেছেন

৬৮. নিচের কোনটি সঠিক? [N.U. (Hum.) 10-11]
ক) পূর্ব পদের অর্থ প্রধান : তৎপুরুষ সমাস
খ) পূর্ব পদে অব্যয় ও পরপদে বিশেষ্য : অব্যয়ীভাব সমাস
গ) পোকামাকড় : অলুক বহুব্রীহি সমাস
ঘ) গায়ে-চাদর : দ্বন্দ্ব সমাস

উত্তর: ৩৭. ঘ ৩৮. গ ৩৯. ঘ ৪০. ঘ ৪১. খ ৪২. ঘ ৪৩. ক ৪৪. ক ৪৫. গ ৪৬. গ ৪৭. খ ৪৮. খ ৪৯. গ ৫০. গ ৫১. ঘ ৫২. খ ৫৩. ক ৫৪. ঘ ৫৫. ক ৫৬. ক ৫৭. খ ৫৮. ক ৫৯. গ ৬০. ঘ ৬১. ক ৬২. ঘ ৬৩. খ ৬৪. ঘ ৬৫. খ ৬৬. ক ৬৭. খ ৬৮. খ

৬৯. 'যত চাও তত লও'– বাক্যের একাধিক সর্বনাম পদকে কী বলে? *[N.U. (Hum.) 09-10]*
ক সম্বন্ধ পদ　খ সাপেক্ষ সর্বনাম
গ দ্বিরুক্তি　ঘ ধনাত্মক শব্দ

৭০. 'সে সকাল থেকেই যাই যাই করছে।'– এ বাক্যে 'যাই যাই' কোন ধরনের পদ? *[N.U. (Hum.) 09-10]*
ক ক্রিয়াপদ　খ ক্রিয়াবিশেষ্য
গ ক্রিয়া-অব্যয়　ঘ ক্রিয়াবিশেষণ

৭১. 'বিশ্বস্ত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ– *[N.U. (Sci.) 14-15]*
ক বিশ্বাস্য　খ বিশ্বাস
গ বিশ্বস্ততা　ঘ বিশ্বাসী

৭২. 'দক্ষিণ' শব্দের বিশেষ্য— *[N.U. (Sci.) 12-13]*
ক দক্ষিণতা　খ দক্ষিণা
গ দাক্ষিণ্য　ঘ দক্ষিণত্ব

৭৩. 'শূন্য বাড়ি খাঁ খাঁ করছে।'—এখানে 'খাঁ, খাঁ' কী ধরনের অব্যয়? *[N.U. (Sci.) 12-13]*
ক ধ্বন্যাত্মক অব্যয়　খ সমুচ্চয়ী অব্যয়
গ অনন্বয়ী অব্যয়　ঘ পদান্বয়ী অব্যয়

৭৪. 'অভিপ্রেত' বিশেষণের বিশেষ্য পদ— *[N.U. (Hum.) 10-11]*
ক অভীপ্সা　খ অভীক্ষা
গ অভিপ্রায়　ঘ অভিশ্রুতি

কারক ও বিভক্তি

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের বা বিশেষ্যের যে সম্পর্ক বা অন্বয়, তাকে কারক (Case) বলে।

অন্য কথায়, বাক্যের ক্রিয়াপদের সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। যেমন : ফাহিম স্কুলে যায়। এ বাক্যে 'ফাহিম' কর্তা, 'যায়' ক্রিয়াপদ। 'যায়' ক্রিয়াপদের সাথে 'ফাহিম' বিশেষ্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। এখানে 'যায়' ক্রিয়াপদের সঙ্গে ফাহিমের কর্তা সম্পর্ক। কাজেই 'ফাহিম' কর্তৃকারক।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "ক্রিয়ার সাথে যে পদের কোনোও অন্বয় থাকে, তাকে কারক বলে।"

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে যে নামপদের (বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের) সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, তাকে কারক বলে।"

ড. সুকুমার সেনের মতে, "বাক্যের ক্রিয়ার সাথে যে পদ অন্বিত বা সংশ্লিষ্ট থাকে তাই কারক।"

কারকের প্রকারভেদ : কারক ছয় প্রকার। যথা :

১. কর্তৃকারক : যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। কর্তৃকারকে সাধারণত ১মা বা শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন : **পাখি** ডাকে। **সে** খায়। **রহিম** খেলে।

বাক্যগুলোতে পাখি, সে, রহিম যথাক্রমে ডাকার কাজ, খাওয়ার কাজ, খেলার কাজ সম্পাদন করছে। সুতরাং, পাখি, সে ও রহিম কর্তৃকারক। পাখি, সে ও রহিমের সাথে কোনো বিভক্তি যুক্ত নেই বলে এগুলোকে কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি বলা হয়।

কর্তৃকারকে অন্যান্য বিভক্তি

কর্তৃকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি : **আমাকে** যেতে হবে।
কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি : **আমা দ্বারা** এ কাজ হবে না সাধন।
কর্তৃকারকে পঞ্চমী বিভক্তি : **আমা হতে** এ কাজ আশা করবেন না।
কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি : **তোমার** যাওয়া হবে না।
কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি : **ছাগলে** কিনা খায়, **পাগলে** কিনা কয়।

২. কর্মকারক : যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্মকারক বলে। কর্মকারকে সাধারণত ২য়া বিভক্তি হয়। ক্রিয়াকে কাকে, কি ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে কর্মকারক পাওয়া যায়। যেমন : রহিম **করিমকে** ভালোবাসে।

এখানে রহিম কাকে ভালোবাসে? উত্তর– করিমকে। সুতরাং 'করিম' কর্মকারক এবং তার সাথে দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন 'কে' যুক্ত হয়ে কর্মকারকে ২য়া বিভক্তি হয়েছে।

কর্মকারকে অন্যান্য বিভক্তি :

কর্মকারকে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : সে **বই** পড়ে।
কর্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি : **তোমার** দেখা পাওয়া ভার।
কর্মকারকে সপ্তমী বিভক্তি : জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।

৩. করণ কারক : 'করণ' অর্থ উপকরণ। অর্থাৎ, যা দিয়ে করা হয়। যে বস্তু দ্বারা কর্তা ক্রিয়ার কাজ করে, তাকে করণ কারক বলে। করণ কারকে সাধারণত ৩য়া বিভক্তি হয়। যেমন : সে **কুড়াল দিয়ে** গাছ কাটে। আমরা **কান দিয়ে** শুনি।

এখানে গাছ কাটার কাজটা কুড়াল দিয়ে এবং শোনার কাজ কান দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

করণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

করণ কারকে প্রথমা বিভক্তি : রহিম **তাস** খেলে।
করণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তি : এ **পুত্র হতে** পিতার মুখ রক্ষা হবে না।
করণ কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি : **কাঁচের** জিনিস সহজে ভাঙে।
করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি : লোকটি **কানেও** শোনে না, **চোখেও** দেখে না।

৪. সম্বন্ধ কারক : যে কারকে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়, তাকে সম্বন্ধ কারক বলে। এ কারকে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পরোক্ষ। এই কারকে শব্দের সঙ্গে 'র', 'এবং', 'য়ের', 'কার', 'কের' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : গাছের ফল পেকেছে।
ফুলের সঙ্গে ঘুম আসে না।

৫. অপাদান কারক : যা থেকে কিছু পতিত, বিচ্যুত, উৎপন্ন, গৃহীত, বিরত, ভীত, জাত, বা রক্ষিত হয় তাকে অপাদান কারক বলে। অপাদান কারকে সাধারণত ৫মী বিভক্তি হয়। যেমন : **গাছ থেকে** ফলটি পড়ল।

এখানে ফলটি গাছ থেকে বিচ্যুত হলো। সুতরাং, 'গাছ থেকে' অপাদানে ৫মী।

বিঃ দ্রঃ 'কোথা হতে' দ্বারা ক্রিয়াকে প্রশ্ন করলে অপাদান কারক পাওয়া যায়।

অপাদান কারকে অন্যান্য বিভক্তি

অপাদান কারকে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : গাড়ি **ঢাকা** ছেড়েছে।
অপাদান কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি : **বাবাকে** বড্ড ভয় পাই।
অপাদান কারকে তৃতীয়া বিভক্তি : তার **চোখ দিয়ে** পানি ঝরতে লাগল।
অপাদান কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি : যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।
অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি : কালো **মেঘে** বৃষ্টি হয়।

উত্তরমালা
৬৯. খ
৭০. ঘ
৭১. খ
৭২. গ
৭৩. ক
৭৪. গ

CS CamScanner

৬. অধিকরণ কারক : ক্রিয়ার আধারকে (স্থান) অর্থাৎ, যে পদ ক্রিয়াপদের কার্য সম্পাদনের সময়, স্থান বা কাল নির্দেশ করে, তাকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সাধারণত ৭মী বিভক্তি হয়। যেমন : বনে বাঘ আছে।

এখানে 'বন' একটি স্থান। সুতরাং, 'বন' অধিকরণ কারক এবং 'বন'-এর সাথে ৭মী বিভক্তির 'এ' যুক্ত হয়েছে। তাই 'বনে' অধিকরণে ৭মী বিভক্তি।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

অধিকরণ কারকে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি ঢাকা যাব।

অধিকরণ কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি : ঘরকে যাও।

অধিকরণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি : আমি এ পথ দিয়ে স্কুলে যাই।

অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি : বাড়িতে কেউ নেই।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. 'বাবা বাড়ি নেই'– বাক্যটিতে 'বাড়ি' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তায় শূন্য খ করণে শূন্য
গ অপাদানে শূন্য ঘ অধিকরণে শূন্য

২. '<u>পাপে</u> বিরত থাকো'– কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক অপাদানে ৭মী খ করণ কারকে ৭মী
গ অধিকরণে ৭মী ঘ কর্মকারকে ৭মী

৩. বিভক্তিহীন নামপদকে কী বলে?
ক বিশেষ্য খ সমাস
গ অব্যয় ঘ প্রাতিপদিক

৪. কোনটি সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তির উদাহরণ?
ক ভিক্ষা দাও দেখিলে ভিক্ষুক
খ ভিক্ষা দাও দুয়ারে ভিক্ষুক
গ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও
ঘ কোনোটিই নয়

৫. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
ক কে, রে খ প্রথমা, শূন্য
গ র, এর ঘ এ, তে

৬. 'আমার গানের মালা আমি করব কারে দান।' বাক্যটিতে 'কারে'– শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি?
ক কর্তায় সপ্তমী খ কর্মে সপ্তমী
গ করণে সপ্তমী ঘ অপাদানে সপ্তমী

৭. উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ– এখানে 'উদ্যম বিহনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে ৭মী খ অধিকরণে ৭মী
গ অপাদানে ১ম ঘ কর্মে ৭মী

৮. 'পড়ায় আমার মন বসে না'–এখানে 'পড়ায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্মকারকে ৭মী বিভক্তি
খ অধিকরণ কারকে ৭মী বিভক্তি
গ অপাদান কারকে ৭মী বিভক্তি
ঘ করণ কারকে ৭মী বিভক্তি

৯. গাড়ি 'স্টেশন' ছাড়ল– এখানে 'স্টেশন' কোন কারকের কোন বিভক্তি?
ক কর্মকারকের শূন্য বিভক্তি খ অধিকরণ কারকের শূন্য
গ অপাদান কারকের শূন্য ঘ করণ কারকের শূন্য

১০. দোষী ছাত্রটিকে জরিমানা করা হয়েছে।–এখানে 'ছাত্রটিকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তায় দ্বিতীয় খ করণে দ্বিতীয়
গ অধিকরণে দ্বিতীয় ঘ কর্মকারকে দ্বিতীয়া

১১. কারক নির্ণয় করুন– <u>লোভে</u> পাপ <u>পাপে</u> মৃত্যু।
ক কর্মকারক খ সম্প্রদান কারক
গ অপাদান কারক ঘ অধিকরণ কারক

১২. গাড়ি স্টেশন ছাড়লো' – কোন কারক?
ক অধিকরণ কারক খ করণ কারক
গ অপাদান কারক ঘ কর্ম কারক

১৩. 'পুকুরে মাছ আছে' – এখানে পুকুর কোন কারক?
ক কর্ম কারক খ অপাদান কারক
গ সম্প্রদান কারক ঘ অধিকরণ কারক

১৪. 'ডাক্তার ডাক'– কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি
খ কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি
গ করণকারকে শূন্য বিভক্তি
ঘ কোনোটিই নয়

১৫. কোন অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের পরে যুক্ত হয়ে বিভক্তির কাজ করে?
ক সংযোজক খ সমুচ্চয়ী গ অনুকার ঘ অনুসর্গ

১৬. 'পড়াশোনায় মন দাও' বাক্যে পড়াশোনায় শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তায় ৭মী খ কর্মে ৭মী
গ অপাদানে ৭মী ঘ অধিকরণে ৭মী

১৭. "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"– বাক্যটিতে স্বাধীনতার শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্মে ষষ্ঠী খ নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী
গ করণে ষষ্ঠী ঘ সম্প্রদানে ষষ্ঠী

১৮. 'পুকুরে মাছ আছে'– এখানে পুকুর কোন অধিকরণ কারক?
ক বৈষয়িক অধিকরণ খ ভাবাধিকরণ
গ অভিব্যাপক অধিকরণ ঘ ঐকদেশিক অধিকরণ

১৯. ভাবে সপ্তমীর উদাহরণ কোনটি?
ক আমাদের সেনারা যুদ্ধে অপরাজেয়
খ একদা প্রভাতে ভানুর প্রভাতে ফুটিল কমল কলি
গ চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী বিকশিত হয়
ঘ প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ

২০. 'পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল নামছে'— বাক্যে 'জল' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তৃকারকে ৭মী খ কর্মকারকে শূন্য
গ কর্তৃকারকে শূন্য ঘ করণ কারকে শূন্য

উত্তরপত্র

১. ঘ	১১. গ
২. ক	১২. গ
৩. ঘ	১৩. ঘ
৪. গ	১৪. খ
৫. গ	১৫. ঘ
৬. খ	১৬. ঘ
৭. ঘ	১৭. খ
৮. খ	১৮. ঘ
৯. গ	১৯. গ
১০. ঘ	২০. খ

CamScanner

২১. 'তিলে তৈল হয়'–'তিলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ কর্মকারকে ৭মী ⓚ অপাদান কারকে ৭মী
ⓖ করণ কারকে ৭মী ⓘ অধিকরণ কারকে ৭মী

২২. 'পাপে বিরত থাকো' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি
ⓚ করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি
ⓖ অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি
ⓘ কর্ম কারকে সপ্তমী বিভক্তি

২৩. 'ডাক্তার' ডাক কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি
ⓚ কর্ম কারকে শূন্য বিভক্তি
ⓖ করণকারকে শূন্য বিভক্তি
ⓘ কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি

২৪. 'আকাশে চাঁদ উঠেছে'। এখানে 'আকাশে' কোন প্রকারের অধিকরণ?
ⓚ ভাবাধিকরণ ⓚ ঐকদেশিক অধিকরণ
ⓖ কালাধিকরণ ⓘ বৈষয়িক

২৫. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে'– এখানে 'জনে জনে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ করণে ৭ম ⓚ কর্মে ৭মী
ⓖ অপাদানে ৭মী ⓘ অধিকরণে ৭মী

২৬. ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে। কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ কর্ম কারকে সপ্তমী বিভক্তি
ⓚ আপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি
ⓖ করণ কারকে সপ্তমী বিভিক্তি
ⓘ অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি

২৭. 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?' — বাক্যে 'রাঘবে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ করণে সপ্তমী ⓚ অপাদানে সপ্তমী
ⓖ কর্মে সপ্তমী ⓘ অপাদানে শূন্য

২৮. 'তিলে তেল আছে'– বাক্যে 'তিলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ অধিকরণে সপ্তমী ⓚ অধিকরণে শূন্য
ⓖ অপাদানে সপ্তমী ⓘ অপাদানে শূন্য

২৯. 'গোরুতে দুধ দেয়' বাক্যে 'গোরুতে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ করণে সপ্তমী ⓚ কর্তৃকারকে সপ্তমী
ⓖ অপদানে সপ্তমী ⓘ অধিকরণে সপ্তমী

৩০. 'অহংকার পতনের মূল' বাক্যে 'অহংকার' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ কর্মে শূন্য ⓚ করণে শূন্য
ⓖ অপাদানে শূন্য ⓘ অধিকরণে শূন্য

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্জ

৩১. "মাকে মনে পড়ে" — মাকে কোন কারকে কোন বিভক্তি? [N.U. (Bus.) 09-10]
ⓚ কর্তৃকারক-এ প্রথমা ⓚ কর্মকারক-এ দ্বিতীয়া
ⓖ করণকারক-এ দ্বিতীয়া ⓘ কর্তৃকারক-এ দ্বিতীয়া

৩২. 'সুন্দরবন ঘুরে এলাম'। — বাক্যটির 'সুন্দরবন' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [N.U. (Bus.) 07-08; (Hum.) 07-08; (Sci.) 0
ⓚ কর্মে শূন্য ⓚ করণে শূন্য
ⓖ অপাদানে শূন্য ⓘ অধিকরণে শূন্য

৩৩. "আচরণেই ইতর-ভদ্র বুঝা যায়।"—এই বাক্যে 'আচরণেই' কোন কারক ও বিভক্তি নির্দেশ করে? [N.U. (Bus.) 06-07; (Hum.) 06-07; (Sci.) 07-08]
ⓚ কর্মে সপ্তমী ⓚ করণে সপ্তমী
ⓖ অপাদানে সপ্তমী ⓘ অধিকরণে সপ্তমী

৩৪. "অতি চালাকের গলায় দড়ি।"—গলায় কোন কারক? [N.U. (Bus.) 01-02]
ⓚ কর্তৃকারক ⓚ কর্মকারক
ⓖ করণ কারক ⓘ অধিকরণ কারক

৩৫. 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে' —এখানে 'বিষাদে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [N.U. (Hum.) 14-15]
ⓚ কর্তৃকারকে ৭মী ⓚ কর্মকারকে ৭মী
ⓖ করণকারকে ৭মী ⓘ অপাদান কারকে ৭মী

৩৬. কারক নির্ণয়ে কোনটি ভুল? [N.U. (Hum.) 09-10]
ⓚ বড়ো রাস্তা দিয়ে যাও– কর্মে তৃতীয়া
ⓚ রতনে রতন চিনে– কর্তায় সপ্তমী
ⓖ চির দিন তোমারে চিনি– অধিকরণে শূন্য
ⓘ ভূতকে কিসের ভয়– অপাদানে দ্বিতীয়া

৩৭. "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।"— 'সন্ধ্যারাগে' কোন কারক? [N.U. (Hum.) 02-03; (Sci.) 01-02; (Bus
ⓚ কর্ম ⓚ করণ
ⓖ অধিকরণ ⓘ অপাদান

৩৮. "অতি চালাকের গলায় দড়ি।"– গলায় কোন কারক? [N.U. (Hum.) 01-02; (Sci.) 01-02; (Bus.) 01-02]
ⓚ কর্তৃকারক ⓚ কর্মকারক
ⓖ করণ কারক ⓘ অধিকরণ কারক

উত্তরপত্র

২১. খ	২২. ক
২৩. খ	২৪. খ
২৫. খ	২৬. গ
২৭. খ	২৮. ক
২৯. খ	৩০. খ
৩১. খ	৩২. ঘ
৩৩. ঘ	৩৪. ঘ
৩৫. গ	৩৬. গ
৩৭. গ	৩৮. ঘ

নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ

শব্দের যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা নর, নারী কিংবা নর ও নারী উভয়কেই বোঝায় তাকে ব্যাকরণে নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ বা লিঙ্গ বলে।

নরবাচক ও নারীবাচক শব্দের প্রকারভেদ : নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ চার প্রকার। যথা :

১. **নরবাচক শব্দ :** যে শব্দ দ্বারা নর বা নর জাতি বোঝায় তাকে নরবাচক শব্দ বলে। যেমন : ভাই, বাবা, চাচা, খালু, মামা, দাদা, নানা ইত্যাদি।

২. **নারীবাচক শব্দ :** যে শব্দ দ্বারা নারীবাচক অর্থ প্রকাশ করে বা নারী জাতি বোঝায় তাকে নারীবাচক শব্দ বলে। যেমন : মা, আম্মা, বোন, ভাবি, দিদি, চাচি, খালা, মামি, নানি, জেঠি, বালিকা, বকনা বাছুর ইত্যাদি।

৩. **ক্লীববাচক শব্দ :** যে শব্দ দ্বারা নারী বা নর কিছুই না বুঝিয়ে অপ্রাণিবাচক বা বস্তুবাচক কিছু বোঝায় তাকে ক্লীববাচক শব্দ বলে। যেমন : ঘর, চেয়ার, টেবিল, বই, পানি, দুধ ইত্যাদি।

৪. **উভয়বাচক শব্দ :** যে শব্দ দ্বারা নর বা নারী উভয়কে বা উভয় জাতিকে প্রকাশ করে তাকে উভয়বাচক শব্দ বলে। যেমন : 'মানুষ'। 'জনতা' শব্দ দ্বারা নারী ও নর উভয়কেই বোঝাতে পারে। জনতা নারীলোকও হতে পারেন আবার নরলোকও হতে পারেন। তেমনই- গুরুজন, সন্তান, শিশু, গোরু, হাতি, পাখি ইত্যাদি।

এছাড়াও এদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেগুলো বাক্যে লিঙ্গগত ধারণার নতুন দ্যোতনা ও সুস্পষ্ট অর্থ সৃষ্টি করে। যেমন :

১. **নিত্য নরবাচক শব্দ :** যে শব্দের নারীবাচক হয় না তাকে নিত্য নরবাচক শব্দ বলে। যেমন : বিপত্নীক, কৃতদার, অকৃতদার, ব্রেণ, চুলি ইত্যাদি।

২. **নিত্য নারীবাচক শব্দ :** বাংলা ভাষায় বেশ কিছু শব্দ আছে সেগুলো নিত্য নারীবাচক শব্দ হিসেবে পরিচিত। এদের নরবাচক শব্দ হয় না। যেমন : সধবা, বিধবা, সপত্নী, সতিন, বিমাতা, ললনা, সৎমা, এয়ো, দাই, কুলটা, অসূর্যম্পশ্যা, লক্ষ্মী, ডাইনি, গর্ভিণী, গণিকা, বেশ্যা ইত্যাদি।

বাংলায় নারীবাচক শব্দ গঠনের নিয়ম

১. যেসব নামবাচক শব্দের দ্বারা নারী জাতির নাম বোঝায় তাদের নারীবাচক শব্দ বলে। নরবাচক শব্দের উত্তরে নারীবাচক প্রত্যয় যুক্ত করে নারীবাচক শব্দ গঠন করা যায়। যেমন :

(ক) পতি ও পত্নীবাচক অর্থে : আব্বা-আম্মা, চাচা-চাচি, কাকা-কাকি, জেঠা-জেঠি, দাদা-দাদি নানা-নানি, নন্দাই-ননদিনি, দেওর-জা, ভাই-ভাবি, মামা-মামি ইত্যাদি।

(খ) সাধারণ নর ও মেয়ে বা নারীজাতীয় অর্থে : খোকা-খুকি, পাগল-পাগলি, বামন বামনি, ভেড়া-ভেড়ি, মোরগ-মুরগি, বালক-বালিকা, দেওর-ননদ ইত্যাদি।

২. **বাংলা নারী প্রত্যয় :** নরবাচক শব্দের সঙ্গে, ই, ঈ, নি, নী, আনি, ইনী, উন- প্রত্যয় যোগ করে নারীবাচক শব্দ গঠন করা যায়। যেমন :

(ক) ই-প্রত্যয় : ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, ভাগনে-ভাগনি, পাগল-পাগলি, রজক-রজকি ইত্যাদি।

(খ) ঈ-প্রত্যয় : ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী ইত্যাদি।

(গ) নি-প্রত্যয় : কামার-কামারনি, জেলে-জেলেনি, কুমার-কুমারনি, ধোপা-ধোপানি, মজুর-মজুরনি ইত্যাদি।

[বি.দ্র. : কামার, জেলে, কুমার, ধোপা, মজুর প্রভৃতি নরবাচক শব্দ নারীলিঙ্গে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে আগে 'নী'-প্রত্যয় ব্যবহার করা হতো। কিন্তু আধুনিক প্রমিত বানানের নিয়মানুসারে 'নি'-প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়।]

(ঘ) ইনী প্রত্যয় : নরবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে নারীবাচক শব্দে ইনী হয়। যেমন : অভিসারী-অভিসারিণী, অভিমান-অভিমানিনী, বিজয়-বিজয়িনী ইত্যাদি।

(ঙ) আনি-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরানি, নাপিত-নাপিতানি, মেথর-মেথরানি, চাকর-চাকরানি ইত্যাদি।

[বি.দ্র. : ঠাকুর, নাপিত, মেথর, চাকর- এই নরবাচক শব্দগুলো নারীলিঙ্গবাচকে পূর্বে 'আনী' প্রত্যয় বসলেও আধুনিক প্রমিত বানান অনুসারে 'আনি' প্রত্যয় বসে।]

(চ) ইনি-প্রত্যয় : কাঙাল-কাঙালিনি, গোয়ালা-গোয়ালিনি, বাঘ-বাঘিনি, অভাগা-অভাগিনি, রজক-রজকিনি ইত্যাদি।

অন/উন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরন/ঠাকুরানি।

আইন প্রত্যয় : নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়।যেমন : ঠাকুর-ঠাকুরাইন।

নি-প্রত্যয় : জেলে-জেলেনি, বেদে-বেদেনি, ধোপা-ধোপানি।

বতী প্রত্যয় : গুণবান-গুণবতী, পুণ্যবান-পুণ্যবতী।

মতী প্রত্যয় : বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, শ্রীমান-শ্রীমতী।

৩. কতকগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা ইত্যাদি নরবাচক শব্দ গ[...] করা হয় এবং নারী, মেনি, মাদি, মাদা, বেটি, বকনা, গাই ইত্য[াদি] নারীবাচক শব্দ যোগ করে নারীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন হলো বিড়াল – মেনি বিড়াল, মা হাঁস – মাদি হাঁস, মদ্দা ঘোড়া – মাদি ঘোড়া, নর লোক – মেয়েলোক/নারীলোক, বেটাছেলে – মেয়েছেলে, নর কয়েদি – নারী/মেয়ে কয়েদি, এঁড়ে বাছুর – বক[না] বাছুর, বলদ গোরু – গাই গোরু ইত্যাদি।

৪. কিছু নরবাচক শব্দের আগে নারীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে নারীবা[চক] শব্দ গঠিত হয়। যেমন : কবি – মহিলা কবি, ডাক্তার – মহি[লা] ডাক্তার, সভ্য – মহিলা সভ্য, কর্মী – মহিলা কর্মী, সৈন্য – নারী/মহিলা সৈন্য, পুলিশ – মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

৫. কিছু শব্দের শেষে নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ যোগ করে নরবাচ[ক] ও নারীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন : বোন-পো-বোন[ঝি], ঠাকুর-পো-ঠাকুদা-ঝি, ঠাকুর দাদা-ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, গয়লা-গয়[লা] বউ, জেলে-জেলে-বউ ইত্যাদি।

৬. অনেক সময় আলাদা আলাদা শব্দে নরবাচক ও নারীবাচ[ক] বোঝায়। যেমন : বাবা-মা, ভাই-বোন, কর্তা-গিন্নি, ছেলে-মে[য়ে], সাহেব-বিবি, জামাই-মেয়ে, বর-কনে, দুলহা-দুলাইন/দুলহি[ন], বেয়াই-বেয়াইন, তাওই-মাওই, বাদশা-বেগম, শুক-সারি ইত্যাদি।

সংস্কৃত নারীবাচক শব্দ গঠনের নিয়ম

তৎসম নরবাচক শব্দের পরে আ, ঈ, আনী, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যো[গে] নারীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন :

১. আ-যোগে :

(ক) সাধারণ অর্থে : মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননী[য়]-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপ[ল]-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ[্য]-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শূদ্র-শূদ্রা ইত্যাদি।

২. ঈ-প্রত্যয় যোগে :

(ক) সাধারণ অর্থে : নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, কিশো[র]-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, ষোড়শ-ষোড়শী ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী ইত্যাদি।

৩. ইকা-প্রত্যয় যোগে :

(ক) যেসব শব্দের শেষে 'অক' রয়েছে সেসব শব্দে 'এক' স্থলে 'ইক[া]' হয়। যেমন : বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ইত্যাদি। কিন্তু গণক-গণকী, নর্ত[ক]-নর্তকী, চাতক-চাতকী প্রভৃতি।

(খ) ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' যোগ হয়। যেমন : নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, গীতি-গীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি। (এগুলো নারী প্রত্যয় ন[য়], ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়।)

৪. আনী-যোগ করে :

ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতুল-মাতুলানী, আচার্য-আচার্যানী (কিন্তু আচার্যে[র] কর্মে নিয়োজিত অর্থে আচার্য)। এরূপ- শূদ্র-শূদ্রা (শূদ্র জাতী[য়] নারীলোক), শূদ্রানী (শূদ্রের নারী), ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া/ক্ষত্রিয়ানী ইত্যাদি। আনী-প্রত্যয় যোগে কোনো কোনো সময় অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেম[ন] : অরণ্য-অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম-হিমানী (জমানো বরফ)।

CS CamScanner

৫. ইনী যোগে : মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী ইত্যাদি।

৬. বিশেষ নিয়মে সাধিত নারীবাচক শব্দ :

(ক) যেসব নরবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, নারীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে ত্রী হয়। যেমন : নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

(খ) নরবাচক শব্দের শেষে অত, বান্, মান, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতী, ঈয়সী হয়। যেমন : সৎ-সতী, মহৎ-মহতী, গুণবান-গুণবতী, রূপবান-রূপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরিয়সী।

(গ) কোনো কোনো নরবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে নারীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজা-রানি, যুবক-যুবতি, শ্বশুর-শাশুড়ি, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর-জা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-নারী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী ইত্যাদি।

৭. নারী নির্দেশক শব্দ যোগে : কিছু ক্ষেত্রে নারী-নির্দেশক শব্দ যোগ করে নারীবাচক শব্দ তৈরি করা হয়। যেমন : লোক-স্ত্রীলোক, শ্রমিক-নারী শ্রমিক, ছেলে-ছেলে বউ।

কিছু ক্ষেত্রে নর-নির্দেশক শব্দের বদলে নারী-নির্দেশক শব্দ যোগ করে নারীবাচক শব্দ তৈরি করা হয়। যেমন : মদ্দা বিড়াল-মাদি বিড়াল, ভাইপো-ভাইঝি।

৮. স্বতন্ত্র শব্দে : কিছু নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল থাকে না। যেমন : ভাই-বোন, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, বর-কনে, বাদশা বেগম।

বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাকে নারীবাচক করা হয় না। যেমন : নার্গিস আখতার একজন সহকারী শিক্ষক, নমিতা রায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. বিশেষ্য ও বিশেষণের নারী ও নরভেদের নাম কী?
ⓚ বচন ⓛ নির্দেশক ⓜ বলক ⓝ লিঙ্গ

২. নিচের কোনটি নিত্য নারীবাচক শব্দ?
ⓚ শিক্ষিকা ⓛ জেলেনি ⓜ মেয়ে ⓝ সতীন

৩. নিত্য নারীবাচক শব্দ কোনটি?
ⓚ কনিষ্ঠা ⓛ সেবিকা ⓜ সৎমা ⓝ রজকী

৪. নিচের কোনটি নিত্য নারীবাচক বাংলা শব্দ?
ⓚ বিধবা ⓛ সধবা ⓜ কুলটা ⓝ সপত্নী

৫. নিত্য নারীবাচক শব্দ কোনটি?
ⓚ অর্ধাঙ্গিনী ⓛ যোগিনী ⓜ মালেকা ⓝ হিমানী

৬. নিত্য নারীবাচক তৎসম শব্দ কোনটি?
ⓚ অর্ধাঙ্গিনী ⓛ রজকী ⓜ সৎমা ⓝ জেনানা

৭. নিচের কোনটি নিত্য নরবাচক শব্দ?
ⓚ কৃতদার ⓛ ছেলে ⓜ নেতা ⓝ বাবা

৮. নিচের কোনটি নিত্য নরবাচক শব্দ?
ⓚ শুভ্র ⓛ শুক ⓜ তাঐ ⓝ ঢাকী

৯. নিচের কোন শব্দটি উভলিঙ্গ প্রকাশক?
ⓚ সন্তান ⓛ ভেড়ি ⓜ ছাত্র ⓝ ঘর

১০. 'ক্লীবলিঙ্গ' শব্দ কোনটি?
ⓚ গাড়ি ⓛ মন্ত্রী ⓜ মানুষ ⓝ শিশু

১১. কোন শব্দটি অপত্নীবাচক?
ⓚ মাতা ⓛ দাদি ⓜ চাচি ⓝ শিক্ষিকা

১২. '-অক' প্রত্যয় দিয়ে গঠিত নরবাচক শব্দকে নারীবাচক করার সময়ে '-অক' এর জায়গায় কী হয়?
ⓚ -একা ⓛ -ওকা ⓜ -ইকা ⓝ -আকা

১৩. নিচের কোন নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল নেই?
ⓚ বেগম ⓛ ভাইঝি
ⓜ ছেলে বউ ⓝ গায়িকা

১৪. সাধারণ অর্থে নারীবাচক শব্দ কোনটি?
ⓚ কুমারী ⓛ মানবী ⓜ কোকিলা ⓝ কিশোরী

১৫. 'নাটিকা' কোন অর্থে নারীবাচক শব্দ?
ⓚ সমার্থে ⓛ বৃহদার্থে ⓜ ক্ষুদ্রার্থে ⓝ বিপরীতার্থে

১৬. 'আনী'-প্রত্যয়যোগে গঠিত নারীবাচক শব্দ নয় কোনটি?
ⓚ চাকরানী ⓛ মাতুলানী ⓜ হিমানী ⓝ ধোপানী

১৭. ক্ষুদ্রার্থে নারীবাচক শব্দ কোনটি?
ⓚ কিশোরী ⓛ নবীন ⓜ কুমারী ⓝ পুস্তিকা

১৮. নরবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' থাকলে নারীবাচক শব্দে 'নী' হয় এবং 'ঈ' ই হয়— এর উদাহরণ কোনটি?
ⓚ নাপিতানী ⓛ বাঘিনী
ⓜ ধোপানী ⓝ অভিসারিণী

১৯. বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না? অথবা, বাংলা ব্যাকরণে কোন পদে সংস্কৃত লিঙ্গের নিয়ম অনুসরণ করা হয় না?
ⓚ বিশেষণে ⓛ অব্যয়ে ⓜ সর্বনামে ⓝ বিশেষ্যে

উত্তরপত্র

১.	ঘ
২.	ঘ
৩.	গ
৪.	ক
৫.	ক
৬.	ক
৭.	ক
৮.	ঘ
৯.	ক
১০.	ক
১১.	ঘ
১২.	গ
১৩.	গ
১৪.	ঘ
১৫.	গ
১৬.	ঘ
১৭.	ঘ
১৮.	ঘ
১৯.	ক

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। অর্থাৎ বাক্যে অবস্থিত ক্রিয়াপদ কখন, কীভাবে, কি অবস্থায় শেষ হয় বোঝাতে ক্রিয়ার কাল হয়। যেমন : আমি ভাত খাই। দিপালী স্কুলে গিয়েছিল। উপরের উদাহরণে ১ম বাক্যে 'খাই' ক্রিয়াপদটি বর্তমানে সংঘটিত হয় বোঝাচ্ছে, ২য় বাক্যে 'গিয়েছিল' ক্রিয়াপদটি অতীতে ঘটেছে এবং ৩য় বাক্যে 'যাবে' ক্রিয়াপদটি ভবিষ্যতে হবে বোঝাচ্ছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে, ক্রিয়া বর্তমানে, অতীতে ও ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশ করে।

কালের প্রকারভেদ : ক্রিয়ার কালকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা :

১. বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সংঘটিত হয় বা হচ্ছে এরূপ বোঝালে, তাকে বর্তমান কাল বলে। যেমন : মনিরা ছবি আঁকছে। সূর্য পূর্বদিকে উঠে।

বর্তমান কালকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

(ক) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া সাধারণভাবে বর্তমান কালে সম্পন্ন হয় এবং চিরন্তন সত্য, অভ্যাস প্রভৃতি বোঝায়, তাকে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল বলে। যেমন : জাভেদ গান গায়। পশ্চিম দিকে সূর্য অস্ত যায়।

(খ) ঘটমান বর্তমান কাল : যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমানে চলছে বা ঘটছে বোঝায়, তার কালকে **ঘটমান বর্তমান কাল** বলে। যেমন : তুই অংক কষছে। তুমি চিঠি লিখছে।

(গ) পুরাঘটিত বর্তমান কাল : যে কাজ এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনও বর্তমান আছে এরূপ বোঝায়, তাকে **পুরাঘটিত বর্তমান কাল** বলে। যেমন : আব্বা নামায পড়েছেন। মিতু স্কুলে গিয়েছে।

(ঘ) বর্তমান অনুজ্ঞা : যে ক্রিয়া দ্বারা বর্তমান কালের কোনো আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, প্রার্থনা, অনুমতি বোঝায়, তার কালকে **বর্তমান অনুজ্ঞা** বলে। যেমন : তুমি দীর্ঘজীবী হও। খোদা তোমার মঙ্গল করুক।

২. অতীত কাল : যে কাজ আগেই শেষ হয়ে গেছে এবং তার ফল এখন আর নেই, তাকে **অতীত কাল** বলে। যেমন : আমি গত মাসে ঢাকা গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু সুমন বরিশাল থাকত।

অতীত কালকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) সাধারণ বা নিত্য অতীত কাল : কোনো কাজ কোনো অনির্দিষ্ট অতীত কালে সাধারণভাবে শেষ হয়েছিল বোঝালে, তার কালকে **সাধারণ অতীত বা নিত্য অতীত কাল** বলে। যেমন : মেয়েটি ঘুমাল। তিনি ভাত খেলেন।

(খ) ঘটমান অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীত কালে কিছু সময় ধরে চলছিল বোঝালে, তার কালকে **ঘটমান অতীত কাল** বলে। যেমন : ছেলেরা খেলছিল। আমরা গান গাচ্ছিলাম।

(গ) পুরাঘটিত অতীত কাল : কোনো কাজ অতীতে নিষ্পন্ন হয়েছিল এবং তার ফল এখন আর বিদ্যমান নেই, এরূপ বোঝালে সেই ক্রিয়ার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল** বলে। যেমন : তিনি এসেছিলেন। গতকাল বৃষ্টি হয়েছিল।

(ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত কাল : যে ক্রিয়ার কাজটি অতীত কালে সবসময় সংঘটিত হতো বা হওয়ার অভ্যাস ছিল, তার কালকে **নিত্যবৃত্ত অতীত কাল** বলে। যেমন : লোকটি নামায পড়ত। সে পুকুরে সাঁতার কাটত।

৩. ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়ার কাজ পরে সংঘটিত হবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে বা হয়ে থাকবে, তার কালকে **ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যেমন : আমি আগামী দিন বাড়ি যাব। সুমন ভাত খাবে।

ভবিষ্যৎ কালকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

(ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়ার কাজ সাধারণভাবে ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে বোঝায়, তার কালকে **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যেমন : আমি লিখব। সোহাগ গান করবে।

(খ) ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল : কোনো কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে বা হতে থাকবে এরূপ বোঝালে, তাকে **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যেমন : রীনা নাচতে থাকবে। ইকবাল লিখতে থাকবে।

(গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল : ভবিষ্যতে যে কাজ শেষ হবে আগেই তার আভাস দেওয়া হলে বা ভবিষ্যতে কোনো কাজ শেষ হয়ে থাকবে এরূপ বোঝালে, তার কালকে **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যেমন : মিতু কাজটি করে থাকবে। ইরফান হয়তো একথা বলে থাকবে।

(ঘ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, নিষেধ প্রভৃতি বোঝালে, তার কালকে **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা** বলে। যেমন : সদা সত্য কথা বলবে। প্রত্যহ সকালে ভ্রমণ করবে।

উপসর্গ

যেসব অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ কখনো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, অন্য শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন অথবা কোনো পরিবর্তন সাধন করে, তাদেরকে **উপসর্গ** বলে। যেমন : পরা + জয় = পরাজয়।

এখানে 'জয়' একটি শব্দ, তার সাথে 'পরা' (শব্দাংশ) যুক্ত হয়ে 'জয়' শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করেছে। অথচ 'পরা' (শব্দাংশ) স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, "সংস্কৃতে কতকগুলি অব্যয় আছে যেগুলি ধাতুর পূর্বে যুক্ত হইয়া ধাতুর অর্থে পরিবর্তন ঘটায়, ধাতুর নূতন অর্থের সৃষ্টি করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত এইরূপ অব্যয়কে বলা হইয়াছে উপসর্গ।"

ড. রামেশ্বর-এর মতে, "শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ হয় তাকে বলে উপসর্গ।"

উপসর্গের কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। অর্থাৎ উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনে সাহায্য করে।

উপসর্গের প্রকারভেদ : উপসর্গ তিন প্রকার। যথা :

(ক) বাংলা উপসর্গ : আর্যগণ আসার পূর্বে এদেশে বসবাসকারী (দ্রাবিড়, কোল, ভীম ইত্যাদি) লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করতো, তাদের ভাষা থেকে আগত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে বাংলা উপসর্গ বলে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এ ধরনের উপসর্গের সংখ্যা মোট একুশটি। যেমন : অ, আ, অঘা, অজ্, অনা, আন্, আড়, আব, ইতি, উন, কু, কদ, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

(খ) তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ : সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে **তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ** বলে। সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি। যেমন : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

(গ) বিদেশি উপসর্গ : যুগে যুগে বহু বিদেশি বাণিজ্য করতে, শাসন করতে, দেশ জয় করতে ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এদেশে এসেছে। সেই সঙ্গে তাদের ভাষাও প্রচলিত হয়েছে এদেশে। তাদের মধ্যে তাদের ভাষার অনেক শব্দই বেমালুম মিশে গেছে বাংলা ভাষার সাথে, তাদের মধ্যে কোনোটা হুবহু, আবার কোনোটা বিকৃত হয়ে। অনেক সময় দুটি বিদেশি উপসর্গ মিলে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছে। যেমন : 'বেমালুম'।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
ⓚ প্রতিপক্ষ ⓛ প্রতিদ্বন্দ্বী ⓜ প্রতিবিম্ব ⓝ প্রতিবাদ

২. 'বেগতিক' শব্দে ব্যবহৃত 'বে' কোন ধরনের উপসর্গ?
ⓚ বাংলা ⓛ সংস্কৃত ⓜ আরবি ⓝ ফারসি

৩. 'খাসমহল' শব্দের 'খাস' উপসর্গটি কোন ভাষা হতে আগত?
ⓚ ফারসি ⓛ আরবি ⓜ উর্দু ⓝ হিন্দি

৪. কোন শব্দে 'উপ' উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
ⓚ উপকণ্ঠ ⓛ উপনদী ⓜ উপভাষা ⓝ উপধর্ম

উত্তর: ১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. ক

CamScanner

৫. কোনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ নয়?
ⓚ হররোজ ⓚ হরতাল
ⓖ হরহামেশা ⓖ হরদম

৬. উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি?
ⓚ পঙ্কজ ⓚ জ্বালাতন ⓖ কদবেল ⓖ মাচান

৭. নিচের কোনটি বিদেশি উপসর্গ নয়?
ⓚ বাজে ⓚ কদ্ ⓖ বর ⓖ খাস্

৮. উপসর্গ শব্দের কোথায় যুক্ত হয়?
ⓚ প্রারম্ভে ⓚ অন্তে ⓖ অভ্যন্তরে ⓖ পার্শ্বে

৯. কোন শব্দটি সংস্কৃত উপসর্গ যোগে গঠিত?
ⓚ পাঁতিহাস ⓚ প্রভাত ⓖ রামদা ⓖ নিখোঁজ

১০. কোনটি বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ?
ⓚ অনাসৃষ্টি ⓚ বদমেজাজ
ⓖ অনুন্নত ⓖ প্রহার

১১. বাংলা উপসর্গ কোনটি?
ⓚ প্র ⓚ কদ্ ⓖ অপ ⓖ নিম

১২. 'অপ' উপসর্গঘটিত কোন শব্দের অর্থ ইতিবাচক?
ⓚ অপমান ⓚ অপসারণ ⓖ অপযশ ⓖ অপরূপ

১৩. কোনটি তৎসম উপসর্গ নয়?
ⓚ প্রতি ⓚ অতি ⓖ প্র ⓖ অন্য

১৪. নিচের কোনটিতে 'উপ' উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
ⓚ উপপদী ⓚ উপকূল ⓖ উপভাষা ⓖ উপবিধি

১৫. 'আনকোরা' শব্দে কোন উপসর্গ যুক্ত হয়েছে?
ⓚ বাংলা ⓚ ফারসি ⓖ ইংরেজি ⓖ আরবি

১৬. 'নিলাজ' এর 'ন' উপসর্গটি –
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ বাংলা ⓖ সংস্কৃত

১৭. 'আগমন' শব্দটির 'আ' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ⓚ পর্যন্ত ⓚ ঈষৎ ⓖ সদৃশ ⓖ বিপরীত

১৮. একাধিক উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি?
ⓚ অনতিবৃহৎ ⓚ প্রবিষ্ট
ⓖ অবলোকন ⓖ অগণতান্ত্রিক

১৯. 'প্রসন্ন' শব্দ কীভাবে গঠিত?
ⓚ উপসর্গ সহযোগে ⓚ অনুসর্গ সহযোগে
ⓖ সন্ধির দ্বারা ⓖ সমাসের সাহায্যে

২০. 'প্রলয়' শব্দের 'প্র' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত?
ⓚ বিপরীত ⓚ গতি ⓖ আধিক্য ⓖ প্রকৃষ্ট

২১. কোন শব্দটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে?
ⓚ আনকোরা ⓚ প্রকাশ ⓖ পরাজয় ⓖ অপমান

২২. 'নিমরাজি' শব্দের 'নিম' উপসর্গ কী অর্থ নির্দেশ করে?
ⓚ না ⓚ পুরো ⓖ কম ⓖ যথেষ্ট

২৩. উপসর্গযুক্ত শব্দ–
ⓚ কুজন ⓚ কুসুম ⓖ কুলীন ⓖ কুশল

২৪. কোনটি উপসর্গযুক্ত শব্দ নয়?
ⓚ নির্মাণ ⓚ নির্মূল ⓖ নিলাম ⓖ নিতল

২৫. সংস্কৃত উপসর্গের উদাহরণ–
ⓚ নিখোঁজ ⓚ নিগ্রহ ⓖ নিখুঁত ⓖ নিলাজ

২৬. কোন শব্দটি উপসর্গ সহযোগে গঠিত নয়–
ⓚ প্রত্যক্ষ ⓚ প্রতিরক্ষা
ⓖ প্রতিরোধ ⓖ প্রতিযোগী

২৭. বিনির্মাণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?
ⓚ বিশেষভাবে ⓚ নেতিবাচক
ⓖ সংকোচন ⓖ সারণ

২৮. 'দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক।' বাক্যটিতে উপসর্গ আছে।
ⓚ তিনটি ⓚ চারটি ⓖ পাঁচটি ⓖ ছয়টি

২৯. 'কদবেল' শব্দে 'কদ' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে–
ⓚ ক্ষুদ্র অর্থে ⓚ অন্যরকম অর্থে
ⓖ নিন্দিত অর্থে ⓖ অভাব অর্থে

৩০. 'অনতিবৃহৎ নিরপরাধ হরিণ সংহারে নিবৃত্ত হোন।' বাক্যটিতে উপসর্গ রয়েছে–
ⓚ চারটি ⓚ পাঁচটি ⓖ ছয়টি ⓖ সাতটি

৩১. 'কমবক্ত' শব্দটি গঠিত হয়েছে–
ⓚ সন্ধিযোগে ⓚ সমাসযোগে
ⓖ উপসর্গযোগে ⓖ প্রত্যয়যোগে

৩২. 'উৎ' উপসর্গটি কোন শব্দে ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?
ⓚ উৎপন্ন ⓚ উৎকোচ ⓖ উৎকট ⓖ উৎপাত

৩৩. কোন শব্দে বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে?
ⓚ আবেগ ⓚ আকাশ ⓖ আঢাকা ⓖ আকর্ণ

৩৪. 'পরাভব' শব্দে 'পরা' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ⓚ নিকৃষ্ট ⓚ অধীন ⓖ বিপরীত ⓖ আতিশয্য

৩৫. নিচের কোনটিতে বিশেষ অর্থে 'প্র' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়?
ⓚ প্রযত্ন ⓚ প্রশাসন ⓖ প্রমাণ ⓖ প্রদান

৩৬. বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ নয় কোনটি?
ⓚ নিমতিতা ⓚ আনচান ⓖ হররোজ ⓖ গরহাজির

৩৭. কোন শব্দটি বিদেশি উপসর্গযোগো গঠিত?
ⓚ অনুজ ⓚ দরদালান ⓖ বিলাসিতা ⓖ দুষ্কার্য

৩৮. 'প্রতিকৃতি' শব্দটির উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত?
ⓚ সাদৃশ্য ⓚ বিপরীত ⓖ ভিন্ন ⓖ সম্মুখ

৩৯. 'উপকূলের উনত্রিশ জন জেলে অতিশয় অত্যাচারিত হয়ে সম্রাটের কাছে প্রতিকার চাইলেন।' এ বাক্যে উপসর্গ রয়েছে কয়টি?
ⓚ ছয়টি ⓚ পাঁচটি ⓖ নয়টি ⓖ তিনটি

৪০. 'উৎকর্ষ' শব্দটি গঠিত হয়েছে–
ⓚ প্রত্যয় দ্বারা ⓚ উপসর্গ দ্বারা
ⓖ প্রত্যয় ও উপসর্গ দ্বারা ⓖ সমাস দ্বারা

৪১. উপসর্গঘটিত শব্দ–
ⓚ বিহার ⓚ বিলাত ⓖ বিমার ⓖ বিষাক্ত

৪২. বিদেশি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ–
ⓚ সুলভ ⓚ বিভুঁই ⓖ নিরেট ⓖ বনাম

৪৩. 'অনতিবৃহৎ শব্দটি কয়টি উপসর্গযোগে গঠিত হয়েছে?
ⓚ একটি ⓚ দুইটি ⓖ তিনটি ⓖ চারটি

উত্তরপত্র

৫.	খ
৬.	গ
৭.	খ
৮.	ক
৯.	খ
১০.	ক
১১.	খ
১২.	ঘ
১৩.	ঘ
১৪.	খ
১৫.	ক
১৬.	গ
১৭.	ঘ
১৮.	ক
১৯.	ক
২০.	গ
২১.	ক
২২.	গ
২৩.	গ
২৪.	গ
২৫.	খ
২৬.	ক
২৭.	ক
২৮.	খ
২৯.	গ
৩০.	গ
৩১.	গ
৩২.	ক
৩৩.	গ
৩৪.	গ
৩৫.	ক
৩৬.	খ
৩৭.	খ
৩৮.	ক
৩৯.	ক
৪০.	গ
৪১.	ক
৪২.	ঘ
৪৩.	খ

৪৪. 'উপসর্গ' কোন জাতীয় শব্দাংশ?
ⓚ বিশেষ্য ⓚ সর্বনাম ⓖ বিশেষণ ⓖ অব্যয়

৪৫. উপসর্গঘটিত শব্দ–
ⓚ ফাঁকিবাজ ⓚ উদ্বৃত্ত ⓖ নৈশ ⓖ গোয়ালা

৪৬. 'প্রতিসংহার' শব্দটিতে উপসর্গ রয়েছে–
ⓚ একটি ⓚ দুইটি ⓖ তিনটি ⓖ চারটি

৪৭. কোনটি আরবি উপসর্গ?
ⓚ ফি ⓚ বদ ⓖ খাস ⓖ প্রতি

৪৮. বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ–
ⓚ গরহাজির ⓚ প্রতিবাদ ⓖ অধিকার ⓖ সুপ্রভাত।

৪৯. কোনটি ইংরেজি উপসর্গ?
ⓚ ফুল ⓚ নিম ⓖ আম ⓖ গর.

৫০. 'বিজ্ঞান' শব্দের 'বি' উপসর্গ কোন শ্রেণির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ গতি ⓚ সাধারণ ⓖ বিশেষ ⓖ অতীব

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্স

৫১. 'প্রতি' উপসর্গ 'সদৃশ' অর্থ প্রকাশ করছে কোনটিতে?
ⓚ প্রতিদান ⓚ প্রতিবেশী
ⓖ প্রতিরূপ ⓖ প্রতিদ্বন্দ্বী

৫২. নিচের কোন 'উপ' উপসর্গ 'ক্ষুদ্র' অর্থ প্রকাশ করছে? *[N.U. (Bus.) 13-14]*
ⓚ উপকূল ⓚ উপকথা
ⓖ উপবন ⓖ উপগ্রহ

৫৩. নিচের শব্দগুলোর কোনটিতে 'উপ' উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? *[N.U. (Bus.) 11-12]*
ⓚ উপনদী ⓚ উপকূল
ⓖ উপভাষা ⓖ উপবিধি

৫৪. 'অঘারাম' শব্দে কোন উৎসের উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? *[N.U. (Bus.) 10-11]*
ⓚ সংস্কৃত ⓚ বাংলা
ⓖ ফারসি ⓖ হিন্দি

৫৫. 'অনাসৃষ্টি' শব্দে 'অনা' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[N.U. (Bus.) 10-11]*
ⓚ নেতি অর্থে ⓚ অদ্ভুত অর্থে
ⓖ কর্ম অর্থে ⓖ বৃথা অর্থে

৫৬. ব্যাপ্তি অর্থে 'পরি' উপসর্গের প্রয়োগ – *[N.U. (Bus.) 08-09; (Hum.) 08-09; (Sci.) 08-09]*
ⓚ পরিপূর্ণ ⓚ পরিপাটি
ⓖ পরিশোধ ⓖ পরিসর

৫৭. উপসর্গযুক্ত শব্দ– *[N.U. (Bus.) 07-08; (Hum.) 07-08]*
ⓚ অহেতুক ⓚ অহোরাত
ⓖ অহমিকা ⓖ অহঙ্কার

৫৮. 'সাতিশয়' শব্দটি কয়টি উপসর্গযোগে গঠিত? *[N.U. (Bus.) 06-07; (Hum.) 06-07; (Sci.) 06-07]*
ⓚ ১টি ⓚ ২টি
ⓖ ৩টি ⓖ ১টিও নয়

উত্তরমালা: ৪৪. ঘ ৪৫. খ ৪৬. খ ৪৭. গ ৪৮. ক ৪৯. ক ৫০. গ ৫১. গ ৫২. ঘ ৫৩. ঘ ৫৪. খ ৫৫. ঘ ৫৬. ঘ ৫৭. ক ৫৮. খ ৫৯. ঘ ৬০. ক ৬১. গ ৬২. ঘ ৬৩. ক ৬৪. ঘ ৬৫. ক ৬৬. খ ৬৭. গ ৬৮. গ ৬৯. খ

৫৯. উপসর্গ ঘটিত শব্দ– *[N.U. (Bus.) 04-05; (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05]*
ⓚ আঙুল ⓚ আগুন
ⓖ আকাঠ ⓖ আজন্ম

৬০. 'পাতিলেবু' শব্দটি গঠিত– *[N.U. (Bus.) 03-04, (Hum.) 03-04; (Sci.) 03-04]*
ⓚ উপসর্গযোগে ⓚ সন্ধিযোগে
ⓖ সমাসযোগে ⓖ প্রত্যয়যোগে

৬১. উপসর্গ সাধিত শব্দ নয়– *[N.U. (Bus.) 02-03; (Hum.) 02-03; (Sci.) 02-03]*
ⓚ নির্ণয় ⓚ পরাজয়
ⓖ সমগ্র ⓖ নিভৃত

৬২. 'গরমিল' শব্দটি কোন ধরনের উপসর্গযোগে গঠিত? *[N.U. (Hum.) 14-15]*
ⓚ বাংলা. ⓚ ফারসি
ⓖ ফরাসি ⓖ সংস্কৃত

৬৩. কোনটিতে 'নেই' অর্থে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? *[N.U. (Hum.) 13-14]*
ⓚ বেআক্কেল ⓚ খোশমেজাজ
ⓖ বেজায়গা ⓖ গরঠিকানা

৬৪. নিচের কোন শব্দে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? *[N.U. (Hum.) 11-12]*
ⓚ বেমালুম ⓚ বেশরম
ⓖ বেধড়ক ⓖ বেহাত

৬৫. কোন শব্দটি উপসর্গসহযোগে গঠিত নয়? *[N.U. (Hum.) 10-11]*
ⓚ ব্যাপ্ত ⓚ বিতর্ক ⓖ বিনয় ⓖ বিকল

৬৬. কোনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ? *[N.U. (Hum.) 09-10]*
ⓚ অনামিকা ⓚ আকাল ⓖ অশেষ ⓖ প্রফুল্ল

৬৭. কোনাটি বাংলা উপসর্গ নয়? *[N.U. (Sci.) 12-13]*
ⓚ কু ⓚ সু
ⓖ হর ⓖ অনা

৬৮. 'হরহামেশা' শব্দে কোন্ ভাষার উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? *[N.U. (Sci.) 10-11]*
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি
ⓖ হিন্দি ⓖ বাংলা

৬৯. 'প্রতি' কীরূপ উপসর্গ? *[N.U. (Sci.) 09-10]*
ⓚ বাংলা উপসর্গ ⓚ সংস্কৃত উপসর্গ
ⓖ বিদেশী উপসর্গ ⓖ উপসর্গ নয়

প্রত্যয় ও বিন্যাস

☑ প্রকৃতি

যে ধাতু বা নাম শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে প্রকৃতি বলে।

প্রকৃতির প্রকারভেদ : প্রকৃতি দুই ধরনের। যথা :

১. **নাম প্রকৃতি :** শব্দের মূল বা মৌলিক শব্দকে নাম-প্রকৃতি বলে। যেমন : মাথা, ফুল, চাঁদ ইত্যাদি।

২. **ক্রিয়া প্রকৃতি :** ক্রিয়ার মূল বা ধাতুকে ক্রিয়া-প্রকৃতি বলে। যেমন : যা, চল্, কর্ ইত্যাদি।

প্রত্যয়

ধাতু অথবা নামবাচক শব্দের পরে যে শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন : ঢাকা + আই = ঢাকাই; চল্ + অন্ত = চলন্ত

ওপরের উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, 'ঢাকা' এবং 'চল' শব্দের শেষে 'আই' এবং 'অন্ত' যোগ হয়ে দুটি নতুন শব্দ 'ঢাকাই' এবং 'চলন্ত' হয়েছে। এখানে 'আই' ও 'অন্ত' প্রত্যয়।

প্রত্যয়ের প্রকারভেদ : প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা :

১. কৃৎ প্রত্যয় : ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে **কৃৎ প্রত্যয়** বলে। যেমন : নাচ্ + অন = নাচন; পড় + উয়া = পড়ুয়া

কৃৎ প্রত্যয় আবার দুই রকম। যথা :

(ক) বাংলা কৃৎ প্রত্যয় : বাংলার নিজস্ব অনেক ধাতু আছে যেগুলো প্রাকৃত ভাষা থেকে এসেছে। এসব ধাতুর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা থেকে আগত কিছু প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। এসব প্রত্যয়কে **বাংলা কৃৎ প্রত্যয়** বলে। যেমন–

অ : √ধর্ + অ = ধর; √মার্ + অ = মার
√পড়্ + অ = পড়; √হার্ + অ = হার

আ : √পড়্ + আ = পড়া; √মার্ + আ = মারা
√বস্ + আ = বসা; √চিন্ + আ = চেনা

ই : √ঝুল্ + ই = ঝুলি; √হাস্ + ই = হাসি
√ভাজ্ + ই = ভাজি; √ডুব্ + ই = ডুবি

উ : √ডাক্ + উ = ডাকু; √ঝাড়্+ উ = ঝাড়ু

অন : √কাঁদ্ + অন = কাঁদন; √নাচ্ + অন = নাচন
√ঝুল্ + অন = ঝুলন; √বাঁধ্ + অন = বাঁধন

অনি : √চাহ্ + অনি = চাহনি; √খাট্ + অনি = খাটনি

অক : √ঝল্ + অক = ঝলক; √মুড়্ + অক = মোড়ক

আই : √ঢাল্ + আই = ঢালাই; √চড়্ + আই = চড়াই

আও : √চড়্ + আও = চড়াও; √পাকড়্ + আও = পাকড়াও

আন : √চাল্ + আন = চালান; √হাত্ + আন = হাতান

আনি : √শুন্ + আনি = শুনানি; √জান্ + আনি = জানানি

আল : √মাত্ + আল = মাতাল; √মিশ্ + আল = মিশাল

আরি : √পূজা + আরি = পূজারি; √ধুন্ + আরি = ধুনারি

উক : √লাজ্ + উক = লাজুক; √চুম্ + উক = চুমুক

উয়া : √পড়ু + উয়া = পড়ুয়া; √উড়্ + উয়া = উড়ুয়া

উনে : √কাঁদ্ + উনে = কাঁদুনে; √নাচ্ + উনে = নাচুনে

উনি : √চাল্ + উনি = চালুনি; √রাঁধ্ + উনি = রাঁধুনি

কি : √মুচ্ + কি = মুচকি; √ফুট্ + কি = ফুটকি

তা : √জন্ + তা = জনতা; √পড়্ + তা = পড়তা

তি : √ঘাট্ + তি = ঘাটতি; √বাড়্ + তি = বাড়তি

না : √বাট্ + না = বাটনা; √দুল্ + না = দোলনা

(খ) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় : ধাতুর সঙ্গে যেসব সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের **সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়** বলে।

নিচে সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের পরিবর্তিত রূপগুলোর সাহায্যে শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া দেখানো হলো :

তৃ (তৃচ্) : √দা + তৃ = দাতা; √পা + তৃ = পাতা
√দৃশ্ + তৃ = দ্রষ্টা; √হন্ + তৃ = হন্তা

ত (ক্ত) : √জ্ঞা + ত (ক্ত) = জ্ঞাত; √খ্যা + ত (ক্ত) = খ্যাত
√কৃ + ত = কৃত; √ভী + ত = ভীত
√দৃশ্ + ত = দৃষ্ট; √ক্লিশ্ + ত = ক্লিষ্ট
√ক্ষুধ্ + ত = ক্ষুধিত; √দহ্ + ত = দগ্ধ

তি (ক্তি) : √গম্ + তি = গতি; √মন্ + তি = মতি
√রম্ + তি = রতি; √শ্রম্ + তি = শ্রান্তি
√বচ্ + তি = উক্তি; √বৃধ্ + তি = বৃদ্ধি
√শক্ + তি = শক্তি; √যুজ্ + তি = যুক্তি

তব্য : √কৃ + তব্য = কর্তব্য; √দা + তব্য = দাতব্য
√মন্ + তব্য = মন্তব্য; √বচ্ + তব্য = বক্তব্য
√গম্ + তব্য = গন্তব্য; √পঠ্ + তব্য = পঠিতব্য

অন : √শ্রু + অন = শ্রবণ; √গ্রহ্ + অন = গ্রহণ
√দৃশ্ + অন = দর্শন; √গম্ + অন = গমন
√মদ্ + অন = মদন; √সাধি + অন = সাধন

অনীয় : √কৃ + অনীয় = করণীয়; √পা + অনীয় = পানীয়
√দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়; √শ্রু + অনীয় = শ্রবণীয়
√রম্ + অনীয় = রমণীয়; √স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়

অক (নক) : √নৈ + অক = নায়ক; √গৈ + অক = গায়ক
√লিখ্ + অক = লেখক; √পঠ্ + অক = পাঠক
√শাস্ + অক = শাসক; √কৃ + অক = কারক
√কৃষ্ + অক = কৃষক; √হন্ + অক = ঘাতক

ইন (নিন) : √শ্রম + ইন = শ্রমী; √রাগ + ইন = রাগী
√স্থান + ইন = স্থায়ী; √পা + ইন = পায়ী
√যুজ্ + ইন = যোগী; √ত্যাজ্ + ইন = ত্যাগী
√গম + ইন = গামী; √ভুজ্ + ইন = ভোগী

অৎ : √চল + অৎ = চলৎ; √ধাব্ + অৎ = ধাবত
√অস + অৎ = অসৎ; √মহ্ + অৎ = মহৎ

ইষ্ণু : √সহ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু; √বৃধ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু
√ক্ষি + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু; √চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু

য : √গম্ + য = গম্য; √গণ্ + য = গণ্য
√ত্যাজ্ + য = ত্যাজ্য; √লভ্ + য = লভ্য

মান : √চল্ + মান = চলমান; √বিদ্ + মান = বিদ্যমান
√মুহ্ + মান = মুহ্যমান

অনট (অন) : √নী + অনট = নী + অন>নে + অন (গুণসূত্র) = নয়ন
√ শ্রু + অনট= শ্রু + অন (গুণ + সন্ধি) = শ্রবণ
√ দৃশ্ + অনট = দৃশ্ + অন = দর্শন
√ ভুজ্ + অনট = ভুজ + অন = ভোজন

অল (অ): √ জি + অল = জয়; √ভী + অল = ভয়
√ ক্ষি + অল = ক্ষয়; √লী + অল = লয়
কিন্তু, √হন + অল = বধ

২. তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দের শেষে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে **তদ্ধিত প্রত্যয়** বলে। যেমন : ভিখ্ + আরি = ভিখারি; জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে

বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার। যথা :

(ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় : সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয়ের বাইরে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নিজস্ব তদ্ধিত প্রত্যয়গুলোকে **বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়** বলে।

নিচে নতুন শব্দ গঠনে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখানো হলো :

CamScanner

আ : হাত + আ = হাতা পাত + আ = পাতা
পা + আ = পা চোর + আ = চোরা
অট : মলা + অট = মলাট ভরা + অট = ভরাট
অন : ফল + অন = ফলন দাঁত + অন = দাঁতন
অর : গজ + অর = গজর ঘ্যান + অর = ঘ্যানর
অল : বাদ + অল = বাদল হাত + অল = হাতল
আই : মিঠা + আই = মিঠাই ঢাকা + আই = ঢাকাই
আচ : কানা + আচ = কানাচ ছোঁয়া + আচ = ছোঁয়াচ
আর : সোনা + আর = সোনার তামা + আর = তামার
আমি : ছেলে + আমি = ছেলেমি ঘর + আমি = ঘরামি
আরী : ভিখ + আরী = ভিখারী পূজা + আরী = পূজারী
আল : রস + আল = রসাল ধার + আল = ধারাল
আলি : মিতা + আলি = মিতালি ঘটক + আলি = ঘটকালি
ই : আমীর + ই = আমীরি দালাল + ই = দালালি
ঈ : রেশম + ঈ = রেশমী হিসাব + ঈ = হিসাবী
উ : ঢাল + উ = ঢালু কল + উ = কলু
উড়ে, উড়িয়া : হাট + উড়ে = হাটুরে সাপ + উড়ে = সাপুড়ে
ওয়া : ঘর + ওয়া = ঘরোয়া লাগ + ওয়া = লাগোয়া
ওয়ালা : বাড়ি+ওয়ালা= বাড়িওয়ালা.
পিছু : মাথা + পিছু = মাথাপিছু লোক+পিছু = লোকপিছু
পনা : বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা
ভর : রাত + ভর = রাতভর দিন + ভর = দিনভর
ইয়া>এ : সেকাল + এ = সেকেলে একাল + এ = একেলে
ভাদর + ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে
মাটি + ইয়া = মাটিয়া > মেটে
জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে
উয়া>ও : জ্বর + উয়া = জ্বরুয়া > জ্বরো
টাক + উয়া = টাকুয়া > টেকো
ধান + উয়া = ধানুয়া > ধেনো
উক : লাজ + উক = লাজুক মিশ + উক = মিশুক
উড় : লেজ + উড় = লেজুড়
লা : মেঘ + লা = মেঘলা এক + লা = একলা

(খ) **সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় :** সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে তদ্ধিত প্রত্যয় নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

নিচে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখানো হলো :

অ (ষ্ণ) : মনু + অ = মানব বিষ্ণু + অ = বৈষ্ণব শিশু + অ = শৈশব গুরু + অ = গৌরব
য (ষ্ণ্য) : প্রাচী + য = প্রাচ্য মনু + য = মনুষ্য স্বতন্ত্র + য = স্বাতন্ত্র্য পথ + এয় = পাথেয়
এয় (ষ্ণেয়) : ভগিনী + এয় = ভাগিনেয় বিমাতা+এয় = বৈমাত্রেয়
ইক (ষ্ণিক) : লোক + ইক = লৌকিক শরীর + ইক = শরীরিক
ইত : কুসুম + ইত = কুসুমিত তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত
ইষ্ঠ : গুরু + ইষ্ঠ= গরিষ্ঠ লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ
ই (ষ্ণি) : অর্জুন + ই = অর্জুনি দশরথ + ই = দশরথি
আয়ণ (ষ্ণায়ণ) : নর + আয়ণ + নারায়ণ রাম + আয়ণ = রামায়ণ
ঈয় (নীয়) : বঙ্গ + ঈয় = বঙ্গীয় জল + ঈয় = জলীয়

উত্তরপত্র
১. ঘ
২. গ
৩. গ
৪. ক

ঈন (নিন) : গ্রাম + ঈন = গ্রামীণ কুল + ঈন = কুলীন
ঈ (ইন) : মান + ঈ = মানী জ্ঞান + ঈ = জ্ঞানী
ত্ব, তা : দাস + ত্ব = দাসত্ব মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব
ইমা (ইমন) : মহৎ + ইমা = মহিমা নীল + ইমা = নীলিমা
মতুপ, বতুপ : জ্ঞান + বতুপ = জ্ঞানবান বীর্য + বতুপ = বীর্যবান
র : মুখ + র = মুখর মধু + র = মধুর
ল : শীত + ল = শীতল শ্যাম + ল = শ্যামল
শ : লোম + শ = লোমশ রোম + শ = রোমশ
ইল : ফেন + ইল = ফেনিল জটা + ইল = জটিল
বিন্ (বী) : মেধা + বিন্ = মেধাবী মায়া + বিন্ = মায়াবী
তর : মধুর + তর = মধুরতর প্রিয় + তর = প্রিয়তর
তম : মধুর + তম = মধুরতম প্রিয় + তম = প্রিয়তম

(গ) **বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় :** শব্দের সঙ্গে যে-সব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে **বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়** বলে।

নিচে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখানো হলো :

ওয়ান > আন (হিন্দী) : গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান
দার + ওয়ান = দারোয়ান
আনা > আনি (হিন্দী) : বাবু + আনা (আনি) = বাবুয়ানা
বিবি + আনা = বিবিয়ানা
গর > কর (ফরাসী) : বাজিকর, কারিগর, সওদাগর।
দার, দারি (ফরাসী) : তাবেদার, দাবিদার, অংশীদার, দেনাদার, দোকানদারি, চৌকিদারি।
বাজ (ফরাসী) : ধড়িবাজ, ধোকাবাজ, গলাবাজ।
বন্দী (ফরাসী) : জবানবন্দি, নজরবন্দি, সারিবন্দি।
খানা : জেলখানা; ডাক্তারখানা, গোসলখানা।
সই : টেকসই, যুতসই, মানানসই, চলনসই।
পনা (হিন্দি) : ছেলে + পনা = ছেলেপনা
গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা
সা > সে (হিন্দি) : পানি + সা = পানসা > পানসে
কাল + সা = কালসা > কালসে

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. 'কর্তব্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ⓚ কব + তব্য ⓛ কব্ + তব্য
ⓜ কর্তা + অব্য ⓝ কৃ + তব্য

২. 'মানব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ⓚ মুন + ষ্ণ ⓛ মনু + অব
ⓜ মনু + ষ্ণ ⓝ মা + নব

৩. নিচের কোনটি প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ?
ⓚ বাদী ⓛ সভানেত্রী
ⓜ জেলেনী ⓝ পেত্নী

৪. কোনটি 'উপপদ তৎপুরুষের' উদাহরণ?
ⓚ ছেলেধরা ⓛ প্রতিবাদ
ⓜ বিলাতফেরত ⓝ উপগ্রহ

৫. 'দর্শনীয়' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়-
(ক) √দর্শন + ইয় (খ) √দৃশ্ + অনীয়
(গ) √দৃশ্য + নীয় (ঘ) √দর্শন + ঈয়

৬. 'দীপ্যমান' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় সঠিক কোনটি?
(ক) √দীপ্য + মান (খ) √দিপ্য + মানচ
(গ) √দীপ + শানচ্ (ঘ) √দিপ + শানচ

৭. 'নয়ন' শব্দটির সঠিক প্রত্যয় নির্ণয়-
(ক) নী + অন (খ) নে + অন
(গ) নৌ + অন (ঘ) নয় + ন

৮. 'পাঠক' শব্দের যথার্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √পাঠ্ + অক (খ) √পঠ্ + অক
(গ) √পঠ্ + ঠক (ঘ) √পঠ্ + টক

৯. প্রত্যয় কয় প্রকার-
(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার

১০. কোনটি কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ?
(ক) ঢাকা + ই (খ) মিশ্ + উক
(গ) চোর + আ (ঘ) সোনা + আলি

১১. নিচের কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ?
(ক) হাত + ল = হাতল (খ) চল্ + অন্ত = চলন্ত
(গ) রাধ্ + না = রান্না (ঘ) কোনোটিই নয়

১২. 'মুক্তি'-এর সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √মুচ্ + ক্তি (খ) √মুহ্ + ক্তি
(গ) √মুক্ + ক্তি (ঘ) √মৃচ্ + ক্তি

১৩. ক্রিয়া বা ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলে-
(ক) ধাতু প্রত্যয় (খ) শব্দ প্রত্যয়
(গ) কৃৎ প্রত্যয় (ঘ) তদ্ধিত প্রত্যয়

১৪. 'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) শ্রবণ + অ (খ) √শ্রী + অন
(গ) √শ্রু + অন (ঘ) √শ্রব + অন

১৫. কোনটি 'নিপাতনে সিদ্ধ' প্রত্যয় যুক্ত শব্দ?
(ক) শৈব (খ) সৌর
(গ) দৈব (ঘ) চৈত্র

১৬. 'বক্তব্য' এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √বক্ + তব্য (খ) √বক্ত + অব্য
(গ) √বক্ত + ব্য (ঘ) √বচ্ + তব্য

১৭. নিচের কোনটি 'সৃষ্টি' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয়?
(ক) সৃষ্ + টি (খ) সৃশ্ + তি
(গ) সৃজ্ + তি (ঘ) শ্রী + ষ্টি

১৮. 'মানব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) মনু + ষ্ণ (খ) মনু + অব
(গ) মা + নব (ঘ) মান + অব

১৯. 'মহিমা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) মহি + মা (খ) মহৎ + ইমন
(গ) মহা + ইমা (ঘ) মহিম + আ

২০. 'শৈশব'-এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) শিশু + ষ্ণ (খ) শিশু + ষ্ণ্য
(গ) শিশু + শব (ঘ) শৈ + শব

২১. কোন প্রত্যয় যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?
(ক) সাৎ (খ) সা (গ) ষ্ণেয় (ঘ) ষ্ণিক

২২. 'মুক্ত' শব্দের সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √মু + ক্ত (খ) √মহ্ + ক্ত
(গ) √মুচ্ + ক্ত (ঘ) √মৃচ্ + ক্ত

২৩. উক্তি এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √উক্ + তি (খ) √উচ্ + ক্তি
(গ) √বচ্ + ক্তি (ঘ) √বচ্ + তি

২৪. কোনটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ?
(ক) মানব (খ) পানীয় (গ) জয় (ঘ) স্মরণীয়

২৫. 'মাতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √ মা + তৃচ/তা (খ) √ মাতৃ + আ
(গ) √ মাত্ + আ (ঘ) √ মাতা + অ

২৬. 'বর্ধমান' শব্দের সঠিক প্রকৃতি- প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √বর্ধ + মান (খ) √বৃদ্ধি + মান
(গ) √বৃধ্ + মান (ঘ) √বর্ধন + মান

২৭. 'দাতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √দা + তৃচ (খ) √দা + আ
(গ) √দা + তা (ঘ) √দাত + আ

২৮. 'মুক্ত' শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
(ক) √মু + ক্ত (খ) √মুক + ত
(গ) √মুহ + ক্ত (ঘ) √মুচ + ক্ত

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্জ

২৯. 'ইষ্টি' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [N.U. (Bus.) 10-11]
(ক) ইষ + ক্তি (খ) ইষ + তি
(গ) যজ্ + তি (ঘ) ইষ + টি

৩০. প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ — [N.U. (Bus.) 08-09; (Hum.) 08-09; (Sci.) 08-09]
(ক) একুশে (খ) কমজোর
(গ) দুর্যোগ (ঘ) একাদশ

৩১. 'মৌল' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়— [N.U. (Bus.) 07-08; (Hum.) 07-08; (Sci.) 07-08]
(ক) মোল + অ (খ) মূল + অ
(গ) মূলা + আ (ঘ) মূল + আ

৩২. প্রত্যয়জাত শব্দ— [N.U. (Bus.) 06-07; (Sci) 06-07]
(ক) তেপায়া (খ) লালচে
(গ) অপয়া (ঘ) অতীত

৩৩. 'হৈম' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়— [N.U. (Bus.) 05-06; (Hum.) 05-06; (Sci.) 05-06]
(ক) হেম + অ (খ) হেমা + অ
(গ) হৈ + ম (ঘ) হেম + আ

উত্তরপত্র

৫. খ | ৬. গ | ৭. ক | ৮. খ | ৯. খ | ১০. খ | ১১. ক | ১২. ক | ১৩. গ | ১৪. গ | ১৫. খ | ১৬. ঘ | ১৭. গ | ১৮. ক | ১৯. খ | ২০. ক | ২১. ক | ২২. গ | ২৩. গ | ২৪. ক | ২৫. ক | ২৬. গ | ২৭. ক | ২৮. ঘ | ২৯. গ | ৩০. ক | ৩১. খ | ৩২. গ | ৩৩. ক

৩৪. 'সত্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় = [N.U. (Bus.) 04-05; (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05]
ⓚ সতি + অ ⓛ সতি + য
ⓜ সৎ + অ ⓝ সৎ + য

৩৫. প্রত্যয় ঘটিত শব্দ— [N.U. (Bus.) 03-04; (Hum.) 03-04; (Sci.) 03-04; 06-07]
ⓚ দুরন্ত ⓛ বসন্ত ⓜ ডুবন্ত ⓝ অনন্ত

৩৬. কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিভক্ত বা বিশেষণ করা যায় না, তাকে বলে—[N.U. (Hum.)]
ⓚ প্রত্যয় ⓛ প্রকৃতি
ⓜ কারক ⓝ সমাস

৩৭. নিচের কোনটি বিদেশি শব্দ প্রত্যয়? [N.U. (Hum.) 12-13]
ⓚ দানি ⓛ টা ⓜ খান ⓝ ইয়া

৩৮. নিচের কোনটিতে বিদেশি শব্দ প্রত্যয় আছে? [N.U. (Hum.) 11-12]
ⓚ দরদালান ⓛ দক্ষিণায়ন
ⓜ ফুলদানি ⓝ ফি-বছর

৩৯. প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ— [N.U. (Hum.) 10-11]
ⓚ সুজন ⓛ অফুরন্ত ⓜ পরাজিত ⓝ গমন

৪০. 'কাব্য' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় হবে— [N.U. (Hum.) 09-10]
ⓚ কবিতা + ষ্ণ ⓛ কবি + অ
ⓜ কবি + য ⓝ কবি + ষ্ণ

৪১. নিচের কোন 'ই' প্রত্যয়টি উৎস স্থান প্রকাশ করছে? [N.U. (Sci.) 13-1
ⓚ বেনারসি ⓛ দোকানি
ⓜ ডাক্তারি ⓝ ঝুলি

৪২. 'পানীয়' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় হবে— [N.U. (Sci.) 10-11]
ⓚ পা + অনীয় ⓛ পান + ঈয়
ⓜ পানি + ঈয় ⓝ পা + নীয়

৪৩. কোনটি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ? [N.U. (Sci.) 09-10]
ⓚ অনায়াসে ⓛ সামান্য
ⓜ স্বীকার ⓝ সৌন্দর্য

উত্তর: ৩৪. ঘ ৩৫. গ ৩৬. খ ৩৭. ক ৩৮. গ ৩৯. ঘ ৪০. গ ৪১. ক ৪২. খ ৪৩. ঘ

সমাস

'সমাস' (সম্ - √অস্ + অ) শব্দের অর্থ মিলন, সংক্ষেপণ, একাধিক পদের একপদীকরণ। সুতরাং **পরস্পর অর্থ-সঙ্গতিপূর্ণ দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।** যেমন : রাজার পুত্র = রাজপুত্র; নীল যে আকাশ = নীলাকাশ

এখানে প্রথম উদাহরণে 'রাজা' ও 'পুত্রের' মধ্যে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে 'নীল' ও 'আকাশের' মধ্যে একটি অর্থ সম্পর্ক রয়েছে। ভাষাবিদগণ বিভিন্নভাবে সমাসের নিম্নরূপ সংজ্ঞার্থ করেছেন। যেমন :

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "পরস্পর অর্থ-সঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদকে লইয়া একটি পদ করার নাম সমাস।"

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, "পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের মধ্যস্থিত বিভক্তি লোপ করিয়া একপদ করাকে সমাস বলে।"

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী গোপাল হালদার বলেছেন, "পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট একার্থবাচক একাধিক পদের একপদী ভাবকে বলে সমাস।"

সমাসের প্রকারভেদ : সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা :

১. দ্বন্দ্ব সমাস : যে সমাসে দুই বা ততোধিক পদ মিলে একপদে পরিণত হয় এবং উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য ঘটে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : হাট ও বাজার = হাট-বাজার; জমা ও খরচ = জমা-খরচ

দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকারভেদ : দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন :

(ক) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বোঝায়, তাকে **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : ভাই ও বোন = ভাইবোন; মাছ ও ভাত = মাছ-ভাত; দিন ও রাত = দিন-রাত

(খ) বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব : উভয় পদের মধ্যে বিরোধ বা শত্রু সম্পর্ক বোঝালে, তাকে **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : অহি ও নকুল = অহি-নকুল; জমা ও খরচ = জমা-খরচ

(গ) সমার্থক দ্বন্দ্ব : একই ধরনের অর্থ বোঝালে, তাকে **সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : কাগজ ও পত্র = কাগজ-পত্র; ঘর ও বাড়ি = ঘর-বাড়ি

(ঘ) অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাসবাক্যের বিভক্তি চিহ্ন সমস্ত পদে লোপ পায় না, তাকে **অলুক দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে-ঝিয়ে; দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে

(ঙ) বহুপদী দ্বন্দ্ব : অনেক পদ মিলে যে সমাস হয়, তাকে **বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : ইট, কাঠ ও পাথর = ইট-কাঠ-পাথর; রূপ, রস ও গন্ধ = রূপ-রস-গন্ধ

(চ) একশেষ দ্বন্দ্ব : মূলপদের সঙ্গে বিকৃত পদের মিলন হলে, তাকে **একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : সে ও তুমি = তোমরা; সে, তুমি ও আমি = আমরা

(ছ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব : পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ বিপরীতমুখী হলে, তাকে **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : লেন ও দেন = লেন-দেন ; জমা ও খরচ = জমা-খরচ

(জ) সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব : উভয় পদেই সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হলে, তাকে **সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন : নয় ও ছয় = নয়-ছয়; সাত ও সতের = সাত-সতের

(ঝ) ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব : সহচর, অনুচর, প্রতিচর, বিকার ও অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয়, তাকে ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়। যেমন :

(১) সহচর শব্দের সঙ্গে সমাস :
জন ও মানব = জন-মানব; ঘর ও বাড়ি = ঘর-বাড়ি

(২) অনুচর শব্দের সঙ্গে সমাস :
চাল ও চুলা = চাল-চুলা; দোকান ও পাঠ = দোকানপাঠ

(৩) প্রতিচর শব্দের সঙ্গে সমাস :
দিন ও রাত = দিন-রাত; শীত ও গ্রীষ্ম = শীত-গ্রীষ্ম

(৪) বিকার শব্দের সঙ্গে সমাস :
অদল ও বদল = অদল-বদল; আঁকা ও বাঁকা=আঁকা-বাঁকা

(৫) অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে সমাস :
বাসন ও কোসন=বাসন-কোসন; বকা ও ঝকা = বকা-ঝকা

২. দ্বিগু সমাস : সমাহার (সমষ্টি) বা মিলনার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। এখানে অবশ্যই পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। এ সমাসের ব্যাসবাক্যের শেষে সমাহার কথাটি থাকে। যেমন :

শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী; তিন মাথার সমাহার = তেমাথা
পাঁচ সেরের সমাহার = পশুরী; সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ
তদ্রূপ- চৌরাস্তা, পঞ্চনদ, চতুরঙ্গ, তেতলা, ত্রিনয়ন, ত্রিভুজ, ত্রিরত্ন, দশচক্র, দুকূল, দোতলা, শতাব্দী, নবরত্ন ইত্যাদি।

লক্ষণীয় : পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলে, ওই শব্দ দিয়ে যদি সমাহার বা সমষ্টি না বোঝায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য না পায়, তবে তা দ্বিগু সমাস নয়। অর্থের দিক থেকে দ্বিগু সমাসে পরপদের অর্থই প্রধান।

৩. কর্মধারয় সমাস : যে সমাসে পূর্বপদে বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষ্য থাকে এবং বিশেষ্যের অর্থের প্রাধান্য ঘটে, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : নীল যে আকাশ = নীলাকাশ; চন্দ্রের ন্যায় মুখ = চন্দ্রমুখ; রক্ত যে কমল = রক্তকমল

কর্মধারয় সমাসের শ্রেণিবিভাগ : কর্মধারয় সমাস প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

(ক) **সাধারণ কর্মধারয় :** বিশেষ্যে-বিশেষ্যে বা বিশেষণে-বিশেষ্যে বা বিশেষণে-বিশেষণে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে **সাধারণ কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন : যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি; যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব; নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম

(খ) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ লোপ পেয়ে সমস্ত পদ গঠিত হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন; ঘি মাখা ভাত = ঘি-ভাত

(গ) **উপমামূলক কর্মধারয় :** যে কর্মধারয় সমাসে দুটো অসম জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বা উপমার সাহায্যে সাদৃশ্য বা তুলনা করা হয়, তাকে **উপমামূলক কর্মধারয় সমাস** বলে।

উপমার চারটি অংশ থাকে। যথা :

১. **উপমান–** যার সাথে তুলনা করা হয়, তাকে **উপমান** বলে।
২. **উপমেয়–** যাকে তুলনা করা হয়, তাকে **উপমেয়** বলে।
৩. **সাধারণ ধর্ম–** দুটি অসম বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাকে **সাধারণ ধর্ম** বলে।
৪. **তুলনামূলক শব্দ–** তুলনাকে স্পষ্ট করার জন্যে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাকে **তুলনামূলক শব্দ** বলে। এগুলো হলো– ন্যায়, মতো, মতন, সাদৃশ্য ইত্যাদি।

উপমান, উপমেয় এবং সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে উপমামূলক কর্মধারয় সমাস তিন প্রকার। যথা :

১. **উপমান কর্মধারয় সমাস :** সাধারণ কর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপমান কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন : চন্দ্রের ন্যায় মুখ = চন্দ্রমুখ; বজ্রের ন্যায় কঠিন = বজ্রকঠিন
২. **উপমিত কর্মধারয় সমাস :** কোনো সাধারণ ধর্মের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপমিত কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন : পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ; মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র
৩. **রূপক কর্মধারয় সমাস :** যে কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয় পদের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয়, তাকে **রূপক কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন : মন রূপ মাঝি = মনমাঝি; বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু; প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি

৪. তৎপুরুষ সমাস : যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির চিহ্ন লোপ পায় এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য ঘটে তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : বিলাত হতে ফেরত = বিলাতফেরত; রাজার পুত্র = রাজপুত্র

তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদ :

তৎপুরুষ সমাস দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী– মূলত এই ছয় প্রকার। এছাড়াও নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস রয়েছে।

(ক) **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) লোপ পায়, তাকে **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন; দেশকে ত্যাগ = দেশত্যাগ

(খ) **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : ঢেঁকি দ্বারা ছাটা = ঢেঁকিছাটা; মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা

(গ) **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দান অর্থে 'কে' এবং নিমিত্তার্থে 'জন্যে', 'তরে', 'লাগিয়া' লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি; মরার জন্যে কান্না = মরাকান্না

(ঘ) **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : বিলাত হতে ফেরত = বিলাতফেরত; স্বর্গ থেকে চ্যুত = স্বর্গচ্যুত

(ঙ) **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : পথের রাজা = রাজপথ; বিশ্বের নবি = বিশ্বনবি

(চ) **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা; দানে বীর = দানবীর

অন্যান্য তৎপুরুষ সমাস :

(ক) **নঞ তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) যোগে গঠিত হয়, তাকে **নঞ তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : ন উচিৎ = অনুচিত; নাই সীমা = অসীম; ন বিশ্বাস = অবিশ্বাস

(খ) **উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপপদ তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : আকাশে চড়ে যে = খেচর জলে চরে যে = জলচর; পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ

(গ) **অলুক তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি চিহ্ন লোপ পায় না, তাকে **অলুক তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : তেল দিয়ে ভাজা = তেলে-ভাজা; ঘি দিয়ে ভাজা = ঘিয়ে-ভাজা

৫. অব্যয়ীভাব সমাস : যে সমাসের পূর্বপদটি অব্যয় এবং এর অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন :

ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ; শহরের সদৃশ = উপশহর

অব্যয়ীভাব সমাসে সাধারণ অব্যয় পদটি সামীপ্য, বীপসা (পুনঃ পুনঃ অর্থে), সদৃশ, পর্যন্ত, অভাব, পশ্চাৎ, ঈষৎ, ক্ষুদ্রতা, যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন :

সামীপ্য (উপ) : কূলের সমীপে = উপকূল; অক্ষির সমীপে = সমক্ষ
বীপসা (অনু, প্রতি) : রোজ রোজ = হররোজ; ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ
সদৃশ (উপ) : ভাষার সদৃশ = উপভাষা; কথার সদৃশ = উপকথা
পর্যন্ত (আ) : কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ; জীবন পর্যন্ত = আজীবন
অভাব (নিঃ = নির) : ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ; উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ

পশ্চাৎ (অনু) : তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ; গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন
ঈষৎ (আ) : ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম; ঈষৎ নত = আনত
ক্ষুদ্রতা (উপ) : ক্ষুদ্র যে গ্রহ = উপগ্রহ; ক্ষুদ্র যে বিভাগ = উপবিভাগ
অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল; শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল
অনতিক্রম্যতা (যথা) : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি; সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য
বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ; বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল
পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম) : সমগ্র পূর্ণ = পরিপূর্ণ / সম্পূর্ণ
দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ; পিতার পিতামহ = প্রপিতামহ
প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব
প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর।

৬. **বহুব্রীহি সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনোটির অর্থই প্রধানরূপে না বুঝিয়ে অন্য কোনো তৃতীয় একটি অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : দশ আনন যার = দশানন (রাবণ); চশমা নাকে যার = চশমা-নাকে

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ : বহুব্রীহি সমাস বিভিন্ন প্রকার। যেমন :

(ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসের পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য হয়, তাকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** সমাস বলে। যেমন : কঙ্কাল সার যার = কঙ্কালসার; মন্দ ভাগ্য যার = মন্দভাগা

(খ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস : বিশেষ্য ও বিশেষ্য পদের মিলনে যে সমাস হয়, তাকে **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি** সমাস বলে। যেমন : আশীতে বিষ যার = আশীবিষ; খড়ম পায়ে যার = খড়মপেয়ে

(গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস : একই পদের পুনরুক্তির মাধ্যমে পরস্পর সাপেক্ষ ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে যে সমাস হয়, তাকে **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস** বলে। যেমন : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি; কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি

(ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : যে সমাসের ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যামূলক মধ্যপদ লুপ্ত হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** সমাস বলে। যেমন : বিড়ালের মতো চোখ যার = বিড়ালচোখো; মৃগের মতো নয়ন যার = মৃগনয়না

(ঙ) অলুক বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে **অলুক বহুব্রীহি সমাস** বলে। যেমন : গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ; মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি

(চ) নঞর্থক বহুব্রীহি : পূর্বপদে নঞর্থক অব্যয় ও পরপদের বিশেষ্য মিলে যে সমাস হয়, তাকে **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস** বলে। যেমন : ন (নেই) তার যাতে = বেতার; ন (নেই) বোধ যার = নির্বোধ

(ছ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি** সমাস বলে। যেমন : দুই দিকে মন যার = দোমনা; সোনার মতো মুখ যার = সোনামুখো

(জ) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি : বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ হলে, তাকে **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি** সমাস বলে। যেমন : তিন পায়া যার = তেপায়া; দশ হাত দৈর্ঘ্য যার = দশহাতি

(ঝ) নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি : দু দিকে অপ যার = দ্বীপ; অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ

(ঞ) সহার্থক বহুব্রীহি : পূর্বপদে সহ অর্থে 'স' উপসর্গ এবং পরপদে বিশেষ্য যোগে যে সমাস হয়, তাকে **সহার্থক বহুব্রীহি** সমাস বলে। যেমন : ফল সহ বর্তমান যে = সফল; সহ আকৃতি যার = সআকৃতি

অন্যান্য সমাস

নিত্য সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর দ্বারা ব্যাসবাক্য হয় না, ব্যাসবাক্য গঠনের জন্যে অন্য পদের প্রয়োজন হয়, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন : অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর; অন্য দেশ = দেশান্তর

প্রাদি সমাস : প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সাথে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দের সমাস হলে, তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন : প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি = প্রগতি; প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. 'নয়নকমল' এর যথার্থ ব্যাসবাক্য হলো –
ক) নয়নের ন্যায় কমল খ) নয়ন কমলের ন্যায়
গ) নয়নে কমল ঘ) নয়ন ও কমল

২. 'সংবাদপত্র' কোন সমাস?
ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) দ্বন্দ্ব সমাস
গ) অব্যয়ীভাব সমাস ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৩. 'বিপদাপন্ন' শব্দের ব্যাসবাক্য–
ক) 'বিপদে আপন্ন' খ) বিপদকে আপন্ন
গ) বিপদকে আপন করে যে ঘ) বিপদ রূপ আপন্ন

৪. 'গার্হস্থ্য' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক) গৃহে থাকেন যিনি খ) গৃহে স্থিত যে
গ) গৃহে স্থিতি যার ঘ) গৃহে আশ্রিত যে

৫. 'হলুদবাটা' সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যাসবাক্য–
ক) হলুদের বাটা খ) হলুদকে বাটা
গ) 'বাটা যে হলুদ ঘ) বাটা হয়েছে যে হলুদ

৬. 'বাগবিতণ্ডা কোন সমাস সাধিত শব্দ?
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ
গ) বহুব্রীহি ঘ) অব্যয়ীভাব

৭. 'ছাই দিয়ে চাপা' এর সমাস হলো–
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ
গ) বহুব্রীহি ঘ) অব্যয়ীভাব

৮. কোনটি তৎপুরুষ সমাস?
ক) জনমানব খ) মহাকাব্য
গ) শতাব্দী ঘ) মন্ত্রমুগ্ধ

৯. দ্বন্দ্ব সমাসবদ্ধ পদ–
ক) দম্পতি খ) মধুমাখা
গ) রাজপথ ঘ) পলান

১০. 'প্রাণভয়' এর ব্যাসবাক্য হবে-
ক) প্রাণের ভয় খ) প্রাণ যাওয়ার ভয়
গ) প্রাণ হতে ভয় ঘ) প্রাণ ও ভয়

১১. 'ধামাধরা' শব্দটি কোন সমাস?
ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি খ) উপপদ তৎপুরুষ
গ) বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

উত্তর : ১. খ ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. খ ৭. খ ৮. খ ৯. ক ১০. খ ১১. খ

১২. 'মানবন্ধনয়' কোন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদ?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ
(গ) বহুব্রীহি (ঘ) অলুক দ্বন্দ্ব

১৩. 'হা-ভাত' এর ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) হা ও ভাত (খ) ভাতের অভাব
(গ) হাতে ভাত (ঘ) যেই হা সেই ভাত

১৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উদাহরণ–
(ক) গাড়িবারান্দা (খ) পাঁচহাতি
(গ) দশবছুরে (ঘ) কাঞ্চনপ্রভা

১৫. 'হা- ঘরে' কোন সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) তৎপুরুষ
(গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব

১৬. 'মহানদী' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
(ক) মহান যে নদী (খ) মহা যে নদী
(গ) মহৎ যে নদী (ঘ) মহীয়সী যে নদী

১৭. বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ-
(ক) দাবানল (খ) দিগ্‌ভ্রান্ত (গ) দামোদর (ঘ) দায়বদ্ধ

১৮. 'তুষারধবল' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) সাধারণ কর্মধারয় (খ) উপমান কর্মধারয়
(গ) উপমিত কর্মধারয় (ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

১৯. 'কাঁচকলা' কোন সমাসভুক্ত?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয়
(গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি

২০. 'গৃহান্তর' কোন সমাস?
(ক) নিত্য সমাস (খ) দ্বন্দ্ব সমাস
(গ) বহুব্রীহি সমাস (ঘ) প্রাদি সমাস

২১. 'কালস্রোত' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) উপমান কর্মধারয় (খ) উপমিত কর্মধারয়
(গ) রূপক কর্মধারয় (ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

২২. 'নাত-জামাই' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য–
(ক) নাতনির জামাই (খ) নাতির জামাই
(গ) যে নাতি সে-ই জামাই (ঘ) নাতি রূপ জামাই

২৩. 'দলছুট' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) কর্মধারয় (খ) অপাদান তৎপুরুষ
(গ) করণ তৎপুরুষ (ঘ) সম্বন্ধ তৎপুরুষ

২৪. 'তপোবন' কোন সমাস?
(ক) রূপক কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি
(গ) দ্বিগু (ঘ) চতুর্থী তৎপুরুষ

২৫. 'পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষ সিংহ' এটি কোন সমাস–
(ক) উপমান কর্মধারয় (খ) উপমিত কর্মধারয়
(গ) রূপক কর্মধারয় (ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

২৬. 'তৃষ্ণার্ত' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ (গ) দ্বিগু (ঘ) বহুব্রীহি

২৭. 'শিশিরসিক্ত' কোন সমাস?
(ক) তৎপুরুষ (খ) দ্বন্দ্ব (গ) বহুব্রীহি (ঘ) দ্বিগু

২৮. 'বেতার' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) দ্বিগু
(গ) নঞ বহুব্রীহি (ঘ) নঞ তৎপুরুষ

২৯. 'জোরবাত' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) তৎপুরুষ
(গ) কর্মধারয় (ঘ) অব্যয়ীভাব

৩০. 'গোলাপফুল' সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য–
(ক) গোলাপ নামের ফুল (খ) গোলাপের ফুল
(গ) গোলাপি ফুল (ঘ) গোলাপি রঙের ফুল

৩১. 'বাণিজ্যবিদ্যা' শব্দটি কোন সমাস সাধিত?
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ
(গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব

৩২. 'গণতন্ত্র' শব্দের ব্যাসবাক্য–
(ক) গণ ও তন্ত্র (খ) গণ রূপ তন্ত্র
(গ) গণ হইতে তন্ত্র (ঘ) গণের তন্ত্র

৩৩. 'শান্তশিষ্ট' এটি কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) অলুক দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয়
(গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি (ঘ) দ্বিগু

৩৪. সমাসবদ্ধ পদ কোনটি?
(ক) আকাশ (খ) ছাড়পত্র
(গ) মৃত্তিকা (ঘ) সাগর

৩৫. কোনটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ :
(ক) গুরুভক্তি (খ) ভ্রমলব্ধ
(গ) বস্তাপঁচা (ঘ) পদচ্যুত

৩৬. 'বেওয়ারিশ' কোন সমাসের উদাহরণ?
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ
(গ) বহুব্রীহি (ঘ) দ্বিগু

৩৭. 'আটপৌরে' কোন ধরনের সমাস?
(ক) বহুব্রীহি (খ) অব্যয়ীভাব
(গ) তৎপুরুষ (ঘ) কর্মধারয়

৩৮. 'পাণ্ডুলিপি' কোন ধরনের সমাস?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) নিত্য (গ) কর্মধারয় (ঘ) অব্যয়ীভাব

৩৯. 'দীর্ঘসূত্র' কোন ধরনের সমাস?
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) তৎপুরুষ (গ) কর্মধারয় (ঘ) বহুব্রীহি

৪০. 'দেবদারু' কোন ধরনের সমাস?
(ক) বহুব্রীহি (খ) তৎপুরুষ (গ) কর্মধারয় (ঘ) অব্যয়ীভাব

৪১. 'রূপসাগর' কোন ধরনের সমাস?
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) তৎপুরুষ (ঘ) নিত্য

৪২. 'ফুলকুমারী' কোন ধরনের সমাস?
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি

৪৩. 'মানবহৃদয়' কোন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদ?
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) তৎপুরুষ
(গ) অলুক দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি

৪৪. 'কর্ণকুহর' কোন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদ?
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি

৪৫. 'প্রতিবাদ' শব্দটি কোন সমাসযোগে নিষ্পন্ন?
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) দ্বিগু

উত্তর

১২. খ
১৩. খ
১৪. ক
১৫. ঘ
১৬. খ
১৭. গ
১৮. খ
১৯. খ
২০. ক
২১. গ
২২. ক
২৩. খ
২৪. ঘ
২৫. খ
২৬. খ
২৭. ক
২৮. গ
২৯. খ
৩০. ক
৩১. খ
৩২. ঘ
৩৩. খ
৩৪. খ
৩৫. ক
৩৬. গ
৩৭. ক
৩৮. গ
৩৯. গ
৪০. গ
৪১. ক
৪২. খ
৪৩. গ
৪৪. ক
৪৫. ক

৪৬. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাস সাধিত?
ⓚ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ⓛ পঞ্চমী তৎপুরুষ
ⓜ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ⓝ উপপদ তৎপুরুষ

৪৭. কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ⓚ ডাকঘর ⓛ অধর্ম ⓜ অপার্থিব ⓝ করপল্লব

৪৮. কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ⓚ চোখের বালি ⓛ গজপ্রেমিক
ⓜ বনফুল ⓝ কাঁচামিঠা

৪৯. কোনটি রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ⓚ কাজলকালো ⓛ বিদ্যাধন
ⓜ পদ্মাসন ⓝ রক্তলাল

৫০. 'সর্বচোরা' কোন সমাসের উদাহরণ?
ⓚ কর্মধারয় ⓛ উপপদ তৎপুরুষ
ⓜ প্রাদি ⓝ নিত্য

৫১. নিচের কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ⓚ বজ্রাহত ⓛ সলজ্জ ⓜ অন্যমনা ⓝ মহাকীর্তি

৫২. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস নয়?
ⓚ সত্যবাদী ⓛ পকেটমার
ⓜ কলের গান ⓝ ছারপোকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্জ

৫৩. 'ন্যায়সংগত' কোন সমাসের উদাহরণ? [N.U. (Bus.) 14-15]
ⓚ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ⓛ তৃতীয়া তৎপুরুষ
ⓜ কর্মধারয় ⓝ অব্যয়ীভাব

৫৪. 'মেঘাচ্ছন্ন' সমাসবদ্ধ পদটি কোন সমাস? [N.U. (Bus.) 12-13]
ⓚ নঞ তৎপুরুষ ⓛ উপপদ তৎপুরুষ
ⓜ তৃতীয়া তৎপুরুষ ⓝ সপ্তমী তৎপুরুষ

৫৫. 'মোহনিদ্রা' কোন সমাসের উদাহরণ? [N.U. (Bus.) 10-11]
ⓚ কর্মধারয় ⓛ নঞ তৎপুরুষ
ⓜ অব্যয়ীভাব ⓝ দ্বন্দ্ব

৫৬. দ্বিগু সমাসে কোন পদের প্রাধান্য থাকে? [N.U. (Bus.) 09-10]
ⓚ পূর্বপদ ⓛ পরপদ
ⓜ উভয় পদ ⓝ অন্যপদ

৫৭. অব্যয়ীভাব সমাসবদ্ধ শব্দ – [N.U. (Bus.) 08-09; (Sci) 08-09]
ⓚ অকালমৃত্যু ⓛ অপয়া
ⓜ আয়কর ⓝ আমূল

৫৮. 'যথাসাধ্য' সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যাসবাক্য—[N.U. (Bus.) 07-08; (Hum.) 07-08; (Sci.) 07-08]
ⓚ যথা যে সাধ্য ⓛ যথার্থ সাধ্য
ⓜ সাধ্যকে অতিক্রম না করে ⓝ যথা সাধ্য যার

৫৯. 'প্রতিকূল' কোন সমাস? [N.U. (Bus.) 06-07; (Hum.) 06-07; (Sci.) 06-07]
ⓚ অব্যয়ীভাব সমাস ⓛ প্রাদি সমাস
ⓜ নিত্য সমাস ⓝ বহুব্রীহি সমাস

৬০. তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ— [N.U. (Bus.) 05-06; (Hum.) 05-06; (Sci.) 05-06]
ⓚ প্রভাত ⓛ দ্বিপ্রহর
ⓜ খাসখবর ⓝ সাহিত্য বিশারদ

৪৬. ক	৫৮. গ
৪৭. ক	৫৯. ক
৪৮. খ	৬০. ঘ
৪৯. খ	৬১. খ
৫০. খ	৬২. ঘ
৫১. ক	৬৩. গ
৫২. গ	৬৪. ঘ
৫৩. ঘ	৬৫. গ
৫৪. গ	৬৬. ঘ
৫৫. ক	৬৭. খ
৫৬. খ	৬৮. ঘ
৫৭. ঘ	৬৯. গ

৬১. 'উড়োজাহাজ' কোন সমাস? [N.U. (Bus.) 03-04; (Hum.) 03-04]
ⓚ বহুব্রীহি ⓛ কর্মধারয়
ⓜ দ্বন্দ্ব ⓝ তৎপুরুষ

৬২. 'অল্পপ্রাণ' কোন সমাস? [N.U. (Bus.) 02-03; (Hum.) 02-03]
ⓚ তৎপুরুষ ⓛ কর্মধারয়
ⓜ অব্যয়ীভাব ⓝ বহুব্রীহি

৬৩. 'ঘরে-বাইরে' কোন সমাস? [N.U. (Bus.) 01-02; (Hum.) 01-02; (Sci.) 01-02]
ⓚ অলুক তৎপুরুষ ⓛ অলুক বহুব্রীহি
ⓜ অলুক দ্বন্দ্ব ⓝ অব্যয়ীভাব

৬৪. 'পুণ্যভূমি' সমাসবদ্ধ শব্দটি কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [N.U. (Hum.) 14-15]
ⓚ তৎপুরুষ ⓛ কর্মধারয়
ⓜ বহুব্রীহি ⓝ অব্যয়ীভাব

৬৫. 'নিষ্কলঙ্ক' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [N.U. (Sci.) 12-13]
ⓚ অলুক তৎপুরুষ ⓛ উপমিত কর্মধারয়
ⓜ নঞর্থক বহুব্রীহি ⓝ অব্যয়ীভাব

৬৬. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গ এসেছে যে-ভাষা থেকে— [N.U. (Sci.) 11-12]
ⓚ হিন্দি ⓛ ফারসি
ⓜ উর্দু ⓝ আরবি

৬৭. 'লাঠালাঠি' কোন সমাস? [N.U. (Sci.) 10-11]
ⓚ প্রাদি ⓛ ব্যতিহার বহুব্রীহি
ⓜ তৎপুরুষ ⓝ কর্মধারয়

৬৮. 'ধর্মঘট' কোন সমাসের উদাহরণ? [N.U. (Sci.) 09-10]
ⓚ ব্যতিহার বহুব্রীহি ⓛ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ⓜ উপপদ তৎপুরুষ ⓝ অলুক দ্বন্দ্ব

৬৯. 'অনাশ্রিত' শব্দটি কোন সমাস? [N.U. (Sci.) 09-10]
ⓚ বহুব্রীহি ⓛ অব্যয়ীভাব
ⓜ নঞ তৎপুরুষ ⓝ ষষ্ঠী তৎপুরুষ

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্যে এবং সম্বন্ধ পরিষ্কার করার জন্যে বাক্যের মধ্যে ও শেষে কতকগুলো চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলোকে 'যতি' বা 'বিরাম চিহ্ন' বা 'ছেদ চিহ্ন' বলে।

নিচে বিরাম চিহ্নের কাজগুলো উল্লেখ করা হলো–

(ক) বিরাম চিহ্ন বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশ করে।

(খ) বক্তব্য উপস্থাপনে কণ্ঠস্বর কেমন হবে তা নির্দেশ করে।

(গ) বাক্যে ব্যবহৃত ২টি পদের মধ্যে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে।

(ঘ) বাক্যে ব্যবহৃত ২টি পদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

(ঙ) জটিল (মিশ্র) বা যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত দুই বা ততোধিক খণ্ডবাক্যের মধ্যকার সম্পর্ক সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

সুতরাং এ আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পদবিন্যাসের অসঙ্গতিতে অর্থবিভ্রাট ঘটলে তা থেকে ভাষাকে রক্ষা করার জন্য বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাছাড়া বিরতি চিহ্ন ব্যবহার করে ভাষাকে সুন্দর, সাবলীল, লালিত্যপূর্ণ ও ছন্দময় করে তোলা যায়। এক কথায় বলা যায়, বিরতি ভাষার প্রাণ, বাক্যের গতি নির্ধারক।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি, ছেদ বা বিরাম চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতিকাল দেখানো হলো–

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতিকালের পরিমাণ	ব্যবহারের স্থান
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।	শব্দ ও বাক্যাংশের শেষে
সেমিকোলন	;	১ (এক) বলার দ্বিগুণ সময় বিরতির দরকার।	একাধিক বাক্যে সংযোজক অব্যয় না থাকলে
দাঁড়ি	।	১ (এক) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন।	বাক্যের শেষে
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	১ (এক) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন।	বাক্যের শেষে
বিস্ময় চিহ্ন	!	১ (এক) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন।	বাক্যের শেষে
কোলন চিহ্ন	:	১ (এক) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন।	শব্দ ও বাক্যে; উদাহরণ নির্দেশে
কোলন ড্যাশ চিহ্ন	:–	১ (এক) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন।	শব্দ ও বাক্য প্রভৃতির শেষে
ড্যাশ চিহ্ন	—	১ (এক) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন।	বাক্যের মাঝে
হাইফেন চিহ্ন	-	থামার দরকার নেই।	শব্দের অন্বয় ঘটাতে
ইলেক বা লোপ বা ঊর্ধ্বকমা	(')	থামার দরকার নেই।	শব্দের মাঝে বা শেষে
উদ্ধৃতি চিহ্ন	" "	১ (এক) উচ্চারণে যে সময় লাগে।	বাক্যের প্রথমে ও শেষে
ব্র্যাকেট (বন্ধনী) চিহ্ন	() { } [ ]	থামার দরকার নেই।	
ধাতু নির্দেশক চিহ্ন	√	থামার দরকার নেই।	
পরবর্তী রূপসূচক চিহ্ন	-<	থামার দরকার নেই।	
পূর্ববর্তী রূপসূচক চিহ্ন	->	থামার দরকার নেই।	

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নে প্রচলন করেন–
ক প্রমথ চৌধুরী খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২. বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদচিহ্ন মোট কয়টি?
ক ৯টি খ ১০টি গ ১১টি ঘ ১২টি
নোট : নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্য বই অনুযায়ী ১২টি; কিন্তু অন্যান্য ব্যাকরণ বইয়ে ১১টি পাওয়া যায়।

৩. বিরাম চিহ্নের অপর নাম কী?
ক ছেদ চিহ্ন খ স্থির চিহ্ন
গ বিশ্রাম চিহ্ন ঘ বিভাজন চিহ্ন

৪. বাক্যে সম্বোধন পদ থাকলে তার পরে যে চিহ্ন বসে–
ক দাঁড়ি খ সেমিকোলন
গ কমা ঘ কোলন

৫. বাড়ি বা রাস্তার নামের পরে কোন যতিচিহ্ন বসে?
ক দাঁড়ি খ কোলন গ কমা ঘ ড্যাশ

৬. নিচের কোনটিতে বিরাম চিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি?
ক ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১
খ ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
গ ২৬ মার্চ, ১৯৭১
ঘ পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশত সাত

৭. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখতে সেগুলোর মাঝখানে কোন চিহ্ন বসে?
ক হাইফেন খ সেমিকোলন
গ ড্যাশ ঘ কমা

৮. দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ থাকলে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
ক সেমিকোলন খ কোলন
গ হাইফেন ঘ কমা

৯. বাক্যে সেমিকোলন (;) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?
ক ১ বলতে যে সময় খ এক সেকেন্ড
গ ১ বলার দ্বিগুণ সময় ঘ থামার প্রয়োজন নেই

১০. বাক্যে কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে কী বসে/ যেখানে কমা অপেক্ষা অধিক বিরাম আবশ্যক সেখানে কোন চিহ্ন ব্যবহার হয়?
ক কোলন খ ড্যাশ
গ সেমিকোলন ঘ দাঁড়ি

১১. কোন যতিচিহ্ন বাক্যের মধ্যকার বিরতি-কাল নির্দেশ করে?
ক হাইফেন খ লোপ
গ সেমিকোলন ঘ বন্ধনী

১২. কোনটি প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন?
ক দাঁড়ি খ কমা গ কোলন ঘ ড্যাশ

১৩. 'কী বললে, আমি পাগল– শূন্যস্থানে বসবে–
ক ড্যাশ খ বিস্ময় চিহ্ন
গ দাঁড়ি ঘ প্রশ্নবোধক চিহ্ন

১৪. বাক্যে দাঁড়ি (।) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়–
ক এক (১) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন
খ এক (১) বলতে যে সময় লাগে
গ এক (১) বলার দ্বিগুণ সময়
ঘ দুই (২) সেকেন্ড

১৫. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে কোন চিহ্ন বসে?
ক বিস্ময় খ দাঁড়ি গ কমা ঘ হাইফেন

উত্তরমালা
১. খ
২. ঘ
৩. ক
৪. খ
৫. গ
৬. খ
৭. খ
৮. ক
৯. গ
১০. গ
১১. গ
১২. ক
১৩. ঘ
১৪. ক
১৫. ক

১৬. বাক্যে বিস্ময়সূচক (!) চিহ্ন থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?
ⓚ দুই সেকেন্ড ⓚ এক সেকেন্ড
(গ) তিন সেকেন্ড (ঘ) চার সেকেন্ড

(ক) দুই সেকেন্ড (খ) এক সেকেন্ড (গ) তিন সেকেন্ড (ঘ) চার সেকেন্ড

১৭. একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
(ক) ড্যাশ (খ) হাইফেন
(গ) কোলন (ঘ) উদ্ধরণ চিহ্ন

১৮. কোনটি কোলন?
(ক) ; (খ) ঃ (গ) : (ঘ) =

১৯. কোনটি প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন নয়?
(ক) দাঁড়ি (খ) প্রশ্নচিহ্ন (গ) কোলন (ঘ) বিস্ময় চিহ্ন

২০. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বুঝাতে বসে–
(ক) হাইফেন (খ) ড্যাশ (গ) সেমিকোলন (ঘ) কমা

২১. সমাসবদ্ধ পদগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য কোন চিহ্ন বসে?
(ক) ড্যাশ (খ) হাইফেন
(গ) কোলন (ঘ) সেমিকোলন

২২. ইলেক বা লোপ চিহ্ন এর ক্ষেত্রে বিরতিকালের পরিমাণ কোনটি হবে?
(ক) এক বলার দ্বিগুণ সময় (খ) এক উচ্চারণে যে সময় লাগে
(গ) থামার প্রয়োজন নেই (ঘ) এক সেকেন্ড

২৩. 'উদ্ধৃতি চিহ্ন' কোথায় বসে?
(ক) বাক্যের শেষে (খ) শ্লেষাত্মক বাক্যের মাঝে
(গ) সংলাপে (ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্যে

২৪. 'উদ্ধৃতি চিহ্ন' কত প্রকার?
(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার
(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২৫. চারটি বিরাম চিহ্নের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ কোনটি?
(ক) ড্যাশ (খ) হাইফেন
(গ) সেমিকোলন (ঘ) দাঁড়ি

২৬. বাক্যে কোন বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে থামার প্রয়োজন নেই?
(ক) কমা (খ) কোলন
(গ) কোলন ড্যাশ (ঘ) হাইফেন

২৭. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) বসাতে হবে–
(ক) কমা (খ) কোলন
(গ) কোলন ড্যাশ (ঘ) হাইফেন

২৮. প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন কোনটি?
(ক) কোলন (খ) সেমিকোলন
(গ) ড্যাশ (ঘ) প্রশ্নচিহ্ন

২৯. সমজাতীয় একাধিক পদ পর পর থাকলে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
(ক) কোলন (খ) সেমিকোলন
(গ) কমা (ঘ) বিন্দু

৩০. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন বিরাম চিহ্ন বসে?
(ক) কোলন (খ) উদ্ধরণ চিহ্ন
(গ) হাইফেন (ঘ) সেমিকোলন

৩১. কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে কোন বিরামচিহ্ন বসে?
(ক) দাঁড়ি (।) (খ) কোলন (:)
(গ) সেমিকোলন (;) (ঘ) ড্যাশ (–)

৩২. সম্বোধন পদে কোন বিরতিচিহ্ন বসে?
(ক) কমা (খ) ড্যাশ
(গ) সেমিকোলন (ঘ) হাইফেন

৩৩. বন্ধনী চিহ্ন সাহিত্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
(ক) ধাতু বোঝাতে (খ) অর্থমূলক
(গ) ব্যাখ্যামূলক (ঘ) উপসর্গ বোঝাতে

৩৪. বাক্যে কোন যতি চিহ্নটি থাকলে থামার প্রয়োজন নেই?
(ক) কোলন (খ) সেমিকোলন
(গ) হাইফেন (ঘ) ড্যাশ

৩৫. উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ কোন বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
(ক) কোলন ড্যাশ (খ) ড্যাশ
(গ) কোলন (ঘ) সেমিকোলন

৩৬. কমা (Comma) এর বাংলা কী?
(ক) পূর্ণচ্ছেদ (খ) পূর্ণযতিচ্ছেদ
(গ) পাদচ্ছেদ (ঘ) অর্ধচ্ছেদ

৩৭. বাক্যে বিস্ময়সূচক (!) চিহ্ন থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?
(ক) দুই সেকেন্ড (খ) এক সেকেন্ড
(গ) তিন সেকেন্ড (ঘ) চার সেকেন্ড

৩৮. বাক্যে দাঁড়ি (।) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?
(ক) এক (১) সেকেন্ড বিরতির প্রয়োজন
(খ) এক (১) বলতে যে সময় লাগে
(গ) এক (১) বলার দ্বিগুণ সময়
(ঘ) ২ (দুই) সেকেন্ড

৩৯. উদ্ধৃতি চিহ্ন কোথায় বসে?
(ক) বাক্যের শেষে (খ) শ্লেষাত্মক বাক্যের মাঝে
(গ) সংলাপে (ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্যে

৪০. বাক্যে সেমিকোলন (;) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?
(ক) ১ বলতে যে সময় লাগে (খ) ১ বলার দ্বিগুণ সময়
(গ) ১ সেকেন্ড (ঘ) ২ সেকেন্ড

৪১. কোনটি প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন?
(ক) দাঁড়ি (খ) কমা (গ) কোলন (ঘ) ড্যাশ

৪২. কোনটি প্রান্তিক বিরাম চিহ্ন নয়?
(ক) দাঁড়ি (খ) প্রশ্ন চিহ্ন (গ) কোলন (ঘ) বিস্ময় চিহ্ন

৪৩. নিচের কোন বিরাম চিহ্নকে পদ সংযোগ চিহ্ন বলে?
(ক) ড্যাস (খ) হাইফেন
(গ) কোলন (ঘ) সেমিকোলন

৪৪. বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয় না–
(ক) বাক্যের অর্থ সহজভাবে বোঝাতে
(খ) শ্বাস বিরতির জায়গা দেখাতে
(গ) বাক্যকে অলংকৃত করতে
(ঘ) বক্তার মেজাজকে স্পষ্ট করতে

৪৫. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখতে সেগুলোর মাঝখানে কোন চিহ্ন বসে?
(ক) হাইফেন (খ) সেমিকোলন
(গ) ড্যাশ (ঘ) কমা

উত্তরমালা

১৬. খ	১৭. গ
১৮. গ	১৯. গ
২০. খ	২১. খ
২২. গ	২৩. গ
২৪. ক	২৫. ঘ
২৬. ক	২৭. ক
২৮. ঘ	২৯. গ
৩০. খ	৩১. গ
৩২. ক	৩৩. গ
৩৪. গ	৩৫. ক
৩৬. গ	৩৭. খ
৩৮. ক	৩৯. গ
৪০. খ	৪১. ক
৪২. গ	৪৩. খ
৪৪. ঘ	৪৫. খ

৪৬. দু'টি পদের সংযোগস্থলে কি বসে?
ⓚ ড্যাশ ⓚ হাইফেন
ⓖ কোলন ⓖ কোলন ড্যাশ

৪৭. লেখার সময় বিশ্রামের জন্য আমরা যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলোকে কী বলে?
ⓚ বিশ্রাম চিহ্ন ⓚ বিরাম চিহ্ন
ⓖ বিভাজন চিহ্ন ⓖ সাংকৃতিক চিহ্ন

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্স

৪৮. 'বিরাম চিহ্ন' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [N.U. (Sci.) 14-15]
ⓚ ধ্বনিতত্ত্বে ⓚ শব্দতত্ত্বে
ⓖ রূপতত্ত্বে ⓖ বাক্যতত্ত্বে

৪৯. দুই বা ততোধিক পদের সংযোগ বুঝাতে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন– [N.U. (Hum.) 06-07]
ⓚ সেমিকোলন ⓚ কোলন
ⓖ ড্যাশ ⓖ হাইফেন

৫০. উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত যে বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়– [N.U. (Sci.) 08-09]
ⓚ কোলন ড্যাশ ⓚ কোলন
ⓖ সেমিকোলন ⓖ ড্যাশ

পারিভাষিক শব্দ

মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম-উত্তর সরকার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের নির্দেশ প্রদান করেন। সে নির্দেশ মোতাবেক সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ অদ্যাবধি আমাদের ভাষায় বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসব শব্দ সাধারণত অফিস-আদালতে অধিক ব্যবহৃত হয়। যেসব শব্দ অন্য ভাষা থেকে ভাবগত অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলায় রূপান্তরিত করা হয় সেগুলোকে **পরিভাষা** বা **পারিভাষিক শব্দ** বলে।

পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সাধারণত পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন :

১. মূল ভাষায় প্রতিশব্দ না থাকলে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন : শনিবার **ব্যাংক** বন্ধ থাকবে।
২. মূল ভাষায় প্রতিশব্দ আছে তবে সেই শব্দ টেকসই না হলে, পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন : সারা সন্ধ্যা **টেলিভিশন** দেখলে, পড়বে কখন?
৩. মূল ভাষায় প্রতিশব্দ যদি প্রচলিত না থাকে তবে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা যায়। যেমন : **স্কুল** খোলা ছিল কিন্তু ছাত্ররা আসে নি।
৪. মূল ভাষায় প্রতিশব্দ যদি সার্বজনীন ও সহজবোধ্য না হয়, তবে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা যায়। যেমন : **ইঞ্জিনিয়ার** সাহেব এসেছিলেন।
৫. অফিস-আদালতে ব্যবহৃত শব্দ সাধারণত পারিভাষিক শব্দ হয়ে থাকে। যেমন : এখনো **বিল** ওঠানো হয়নি।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ?
ⓚ ডাব ⓚ সচিব ⓖ কুচ্ছিত ⓖ বালতি

২. কোনটি পারিভাষিক শব্দ?
ⓚ কলেজ ⓚ নথি ⓖ রেডিও ⓖ অক্সিজেন

৩. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ?
ⓚ মসজিদ ⓚ কাগজ-পত্র
ⓖ দর-দালান ⓖ সমীকরণ

৪. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ?
ⓚ টপর ⓚ গাছ
ⓖ মন্ত্রিপরিষদ ⓖ বালতি

৫. 'Ratio' শব্দটির পারিভাষিক রূপ কোনটি?
ⓚ নিত্যক্রম ⓚ ভগ্নাংশ ⓖ অনুপাত ⓖ সারি

৬. 'Book Post'-এর পারিভাষিক রূপ কোনটি?
ⓚ ডাকঘর ⓚ খোলা ডাক
ⓖ উপবিধি ⓖ লেখস্বত্ব

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্স

৭. 'Aeronautics'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [N.U. (Bus.) 14-15]
ⓚ বিমান চালনো বিদ্যা ⓚ বিমান ঘাঁটি
ⓖ আকাশবাণী ⓖ মহাযান ঘাঁটি

৮. 'Borrower' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [N.U. (Bus.) 13-14]
ⓚ সংকীর্ণ ⓚ দালাল ⓖ তীরন্দাজ ⓖ ঋণ গ্রহীতা

৯. 'Vocation'-এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ– [N.U. (Bus.) 12-13]
ⓚ উচ্চকণ্ঠ ⓚ স্বরায়ণ ⓖ বৃত্তি ⓖ ছুটি

১০. Domain-এর বাংলা পরিভাষা– [N.U. (Bus.) 10-11]
ⓚ ধ্বংসপ্রাপ্ত ⓚ গম্বুজ ⓖ অম্বর ⓖ রাজ্য

১১. 'Housing'-এর পরিভাষা— [N.U. (Bus.) 07-08]
ⓚ আবাস ⓚ আবাসন ⓖ বাস ⓖ নিবাস

১২. 'Quack'-এর পরিভাষা— [N.U. (Bus.) 05-06; (Hum.) 05-06; (Sci.) 05-06]
ⓚ ভূমিকম্প ⓚ দ্রুতগামী ⓖ হাতুড়ে ⓖ ভূমিধস

১৩. Aboriginal-এর পরিভাষা কোনটি? [N.U. (Bus.) 01-02; (Hum.) 01-02; (Sci.) 01-02]
ⓚ কৃত্রিম ⓚ অমৌলিক ⓖ আদিবাসী ⓖ আদি মানব

১৪. 'Tolerable' শব্দের অর্থ— [N.U. (Hum.) 14-15]
ⓚ টলটলায়মান ⓚ সহনীয়
ⓖ তালযুক্ত ⓖ ভঙ্গুর

১৫. 'Paragraph' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [N.U. (Hum.) 13-14]
ⓚ স্তবক ⓚ পঙ্ক্তি
ⓖ অনুচ্ছেদ ⓖ রচনা-সংকেত

১৬. 'Coating'-এর বাংলা পরিভাষা — [N.U. (Hum.) 12-13]
ⓚ কেতাদুরস্ত ⓚ চিহ্নায়ন
ⓖ আবরণ ⓖ মামলাবাজি

উত্তরপত্র

৪৬. খ
৪৭. খ
৪৮. ঘ
৪৯. ঘ
৫০. ক
১. খ
২. খ
৩. ঘ
৪. গ
৫. গ
৬. খ
৭. ক
৮. ঘ
৯. গ
১০. ঘ
১১. খ
১২. গ
১৩. গ
১৪. খ
১৫. গ
১৬. গ

১৭. 'Colleague'-এর বঙ্গার্থ— [N.U. (Hum.) 11-12]
(ক) মহাবিদ্যালয় (খ) সহকর্মী
(গ) আন্ত্রিক পীড়া (ঘ) জোট

১৮. Anonymity-এর বাংলা পরিভাষা— [N.U. (Hum.) 10-11]
(ক) শত্রুতা (খ) বিদ্বেষ
(গ) অপ্রকাশিতনামা ব্যক্তি (ঘ) ক্রোধান্বিত

১৯. 'Treasurer'-এর পরিভাষা— [N.U. (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05; (Bus.) 04-05]
(ক) অর্থভাণ্ডার (খ) অর্থমন্ত্রী (গ) কোষাগার (ঘ) কোষাধ্যক্ষ

২০. Executive-এর পরিভাষা— [N.U. (Hum.) 02-03; (Sci.) 03-04; (Bus.) 02-03]
(ক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (খ) নির্বাহী
(গ) সহযোগী (ঘ) ব্যবস্থাপক

২১. Blocade-এর পরিভাষা— [N.U. (Hum.) 06-07; (Bus.) 06-07]
(ক) অবলোপ (খ) প্রতিরোধ (গ) প্রতিবন্ধক (ঘ) অবরোধ

২২. Civil Society-এর পরিভাষা— [N.U. (Hum.) 03-04; (Bus.) 03-04]
(ক) সভ্য সমাজ (খ) সুশীল সমাজ
(গ) বেসামরিক সমাজ (ঘ) মানব সমাজ

২৩. 'Astronomy'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [N.U. (Sci.) 13-14]
(ক) জ্যোতিঃশাস্ত্র (খ) জ্যোতির্বিদ্যা
(গ) জ্যোতিষী (ঘ) জ্যোতির্মণ্ডল

২৪. 'Forgery' শব্দের বাংলা পরিভাষা— [N.U. (Sci.) 10-11]
(ক) জালিয়াতি (খ) মিথ্যাচার
(গ) ভুলে যাওয়া (ঘ) শক্তি প্রয়োগ

২৫. 'Housing'-এর পরিভাষা— [N.U. (Sci.) 07-08]
(ক) আবাস (খ) আবাসন (গ) বাস (ঘ) নিবাস

২৬. 'Constipation'-এর বাংলা প্রতিশব্দ— [N.U. (Sci.) 11-12]
(ক) কোষ্ঠকাঠিন্য (খ) সংবিধান
(গ) নির্বাচনী এলাকা (ঘ) সুকঠিন

২৭. 'Bugger'-এর বাংলা প্রতিশব্দ — [N.U. (Bus.) 11-12]
(ক) ভিক্ষুক (খ) ছারপোকা (গ) বিকলাঙ্গ (ঘ) জঘন্য ব্যক্তি

উত্তরমালা

১৭. খ | ১৮. গ | ১৯. ঘ | ২০. খ | ২১. ঘ | ২২. খ | ২৩. ক | ২৪. ক | ২৫. খ | ২৬. ক | ২৭. গ | ১. ক | ২. খ | ৩. ক | ৪. ক | ৫. খ | ৬. গ | ৭. ঘ | ৮. ঘ | ৯. গ | ১০. খ | ১১. ক | ১২. ক | ১৩. ক | ১৪. ক | ১৫. ক | ১৬. ক | ১৭. গ | ১৮. গ | ১৯. ঘ | ২০. ঘ

সমার্থক শব্দ

যে শব্দ অন্য কোনো শব্দের একই অর্থ কিংবা প্রায় সমান অর্থ প্রকাশ করে, তাকে প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ বলে। সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে প্রতিশব্দ অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রতিশব্দের প্রয়োজন হয় খুব বেশি। প্রতিশব্দ ব্যবহারে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়। কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ মিলাবার সময় প্রতিশব্দের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া বক্তৃতা দেওয়ার সময়, কথাবার্তা বলার সময় প্রতিশব্দ প্রয়োজন।

প্রতিশব্দের প্রয়োজনীয়তা : প্রতিশব্দের সম্যক জ্ঞান থাকলে রচনাকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জলরূপে গড়ে তোলা যায়। আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা প্রদান ও কবিতার ছন্দ মিলাবার ক্ষেত্রে প্রতিশব্দের জ্ঞান বিশেষ কাজে লাগে। শব্দ ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে চাইলে প্রতিশব্দ জানা থাকা আবশ্যক। এককথায়, প্রতিশব্দের জ্ঞান মনের ভাব ও অভিপ্রায়কে সার্থকরূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। কাজেই রচনার সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যে প্রতিশব্দ আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. 'পাবক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) অগ্নি (খ) নয়ন (গ) পুত্র (ঘ) অধিপতি

২. 'অলীক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
(ক) মিথ্যা (খ) সত্য (গ) সচল (ঘ) হিংসা

৩. 'জায়া' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) অর্ধাঙ্গিনী (খ) কন্যা (গ) নন্দিনী (ঘ) ভাগনী

৪. 'পানি' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?
(ক) বারিধি (খ) নলিনী (গ) অপ (ঘ) পয়ঃ

৫. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়?
(ক) পাবক (খ) পবন (গ) বহ্নি (ঘ) অনল

৬. শীকর শব্দের অর্থ–
(ক) গাছের মূল (খ) মেনে নেওয়া
(গ) জলকণা (ঘ) রাজস্ব

৭. প্রসূন এর প্রতিশব্দ হলো–
(ক) ভ্রমর (খ) পত্র (গ) ফল (ঘ) পুষ্প

৮. 'অগ্নি' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
(ক) হুতাশন (খ) কৃশানু (গ) বায়ুসখা (ঘ) দ্যুতি

৯. চন্দ্রের প্রতিশব্দ নয়–
(ক) সোম (খ) হিমাংশু (গ) সবিতা (ঘ) দ্বিজরাজ

১০. 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' এখানে 'নীড়' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) নান্দনিক (খ) আশ্রয়
(গ) রহস্যময় (ঘ) পাখির বাসা

১১. 'পতাকা'–এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) কেতন (খ) মার্গ (গ) নলিন (ঘ) ভাজন

১২. 'নদী'–এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) সরিৎ (খ) নগ (গ) গিরি (ঘ) বিহগ

১৩. 'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) অন্তরীক্ষ (খ) বিভু (গ) প্রভাকর (ঘ) সুধাকর

১৪. 'জলাশয়' শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে–
(ক) সরোবর (খ) জলধর (গ) অম্বু (ঘ) সলিল

১৫. কোন শব্দটি ঘোড়ার সমার্থক?
(ক) তুরঙ্গ (খ) ভুজঙ্গ (গ) কুরঙ্গ (ঘ) বিহঙ্গ

১৬. 'দ্যুলোক' শব্দের অর্থ–
(ক) আকাশ (খ) বাতাস (গ) পৃথিবী (ঘ) পাতাল

১৭. 'হাতি' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?
(ক) কুরঙ্গ (খ) ভুজঙ্গ (গ) করী (ঘ) কেশরী

১৮. কোন শব্দযুগল সমার্থক নয়?
(ক) অটবি, বিটপী, (খ) হেম, সুবর্ণ
(গ) তটিনী, ঝর্ণা (ঘ) ধরা, মেদিনী

১৯. কোনটি 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ নয়?
(ক) তপন (খ) প্রভাকর (গ) অর্ক (ঘ) অর্ণব

২০. 'শর্বরী' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) দিবস (খ) সকাল (গ) সন্ধ্যা (ঘ) রাত্রি

CamScanner

২১. 'অংশু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক কুটুম খ দীপ্তি গ দৃষ্টি ঘ উজ্জ্বল

২২. 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক নয়–
ক পৃথ্বী খ মেদিনী গ প্রাণদ ঘ ধরিত্রী

২৩. 'হাতি' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?
ক কুঞ্জর খ বারন গ হস্তী ঘ উরগ

২৪. 'কোরক' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক কৃতকর্ম খ কুঁড়ি গ কড়ি ঘ কুহক

২৫. 'মেঘ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক বারীদ খ পাথার গ অটবি ঘ সলিল

২৬. 'সোম' শব্দের অর্থ কী?
ক কান্তি খ বিধু গ শৈল ঘ মিত্র

২৭. 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক রদনী খ নদীকান্ত গ কলত্র ঘ আপ্লব

২৮. 'অম্বু' শব্দের অর্থ কী?
ক আগুন খ নদী গ সূর্য ঘ জল

২৯. 'পর্বত' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?
ক অচল খ ভূধর গ অদ্রি ঘ উপল

৩০. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক সুধাংশু খ বিধু গ পন্নগ ঘ আদিত্য

৩১. পৃথিবীর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক অচল খ অদ্রি গ কনক ঘ অবনী

৩২. 'কৌমুদী' শব্দের প্রতিশব্দ হলো–
ক চাঁদ খ জ্যোৎস্না গ পদ্মফুল ঘ মুকুল

৩৩. 'শীকর' শব্দের অর্থ–
ক গাছের মূল খ মেনে নেওয়া
গ জলকণা ঘ রাজত্ব

৩৪. 'প্রথিত' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক প্রথা অনুসারে খ যা প্রার্থনা
গ বিখ্যাত ঘ যা পুঁতে রাখা হচ্ছে

৩৫. 'পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক অচল খ অদ্রি গ ভূধর ঘ অবনী

৩৬. "উষ্ণীষ"–এর শব্দার্থ–
ক অত্যন্ত উষ্ণ খ কুসুম কুসুম উষ্ণ
গ পাগড়ি ঘ শীতের আমেজ

৩৭. 'আমন্ত্রণ' শব্দের সমার্থক শব্দ নিচের কোনটি নয়?
ক আহ্বান খ নিমন্ত্রণ গ প্রত্যাবান ঘ আবাহন

৩৮. 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক সুধাংশু খ শশাঙ্ক গ বিধু ঘ আদিত্য

৩৯. 'জায়া' শব্দের সমার্থক শব্দ–
ক অর্ধাঙ্গী খ কন্যা গ নন্দিনী ঘ ভগিনী

৪০. 'আগুন'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক সুবর্ণ খ অনল গ মার্তণ্ড ঘ কর

৪১. 'পঙ্কজ'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক শৈল খ উৎপল গ সুবর্ণ ঘ কুসুম

৪২. অর্ণব-এর প্রতিশব্দ–
ক ঝড় খ সূর্য গ বায়ু ঘ সমুদ্র

৪৩. 'পাখি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
ক বিহগ খ গরুড় গ পন্নগ ঘ বিহঙ্গ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্স

৪৪. নিচের কোনটি 'পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ? [N.U. (Bus.) 14-15]
ক নবনী খ অবনি গ লাবণী ঘ ভবানী

৪৫. নিচের কোনটি 'ময়ূখ' শব্দের সমার্থক শব্দ? [N.U. (Bus.) 12-13]
ক অংশু খ অগিল গ ত্রিদিব ঘ কল্লোল

৪৬. নিচের কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [N.U. (Bus.) 12-13]
ক ঋণ খ ধার গ হাওলাত ঘ রেহান

৪৭. ভিন্নার্থক নয় : [N.U. (Bus.) 11-12]
ক বিজন, বীজন খ সীবন, সেবন
গ জলদ, বারিদ ঘ সলিল, সলীল

৪৮. 'মোহনিদ্রা' কোন সমাসের উদাহরণ? [N.U. (Bus.) 10-11]
ক কর্মধারয় খ নঞ তৎপুরুষ
গ অব্যয়ীভাব ঘ দ্বন্দ্ব

৪৯. 'মেঘ'-এর সমার্থক শব্দ– [N.U. (Bus.) 10-11]
ক দেয়া খ মার্তণ্ড
গ জীমূতমন্দ্র ঘ অম্বর

৫০. 'সূর্য'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [N.U. (Bus.) 09-10]
ক মরু খ বিভাবসু গ উরগ ঘ ক্ষিতি

৫১. 'শ্রীফল' কোন ফলের সমার্থক? [N.U. (Bus.) 09-10]
ক হরীতকী খ আমলকী গ বিল্ব ঘ বহেড়া

৫২. 'ইচ্ছা'র সমার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 08-09; (Hum.) 08-09; (Sci.) 08-09]
ক মতলব খ অভিসন্ধি গ এষণা ঘ লক্ষ্য

৫৩. 'সৌদামিনী' শব্দের প্রতিশব্দ— [N.U. (Bus.) 07-08; (Hum.) 07-08; (Sci.) 07-08]
ক সূর্য খ মেঘ গ চন্দ্র ঘ বিদ্যুৎ

৫৪. 'পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 06-07; (Hum.) 06-07]
ক তটিনী খ স্থির গ অখিল ঘ অতিকায়

৫৫. 'কপোল'-এর সমার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 05-06; (Hum.) 05-06; (Sci.) 05-06]
ক কপাল খ গাল গ ভালো ঘ ভ্রূ

৫৬. 'রাত্রী'র সমার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 04-05; (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05]
ক তমসা খ ছায়ালোক গ নিশাকর ঘ বিভাবরী

৫৭. 'বিদ্যুৎ'-এর সমার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 03-04; (Hum.) 03-04; (Sci.) 03-04]
ক যামিনী খ দামিনী গ কামিনী ঘ কাদম্বিনী

৫৮. 'অগ্নি' শব্দের সমার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 02-03; (Hum.) 02-03; (Sci.) 03-04]
ক পাবক খ প্রভাব গ কিরণ ঘ ভানু

৫৯. 'পরভৃত' শব্দটির অর্থ— [N.U. (Bus.) 02-03; (Hum.) 02-03; (Sci.) 03-04]
ক পরের ভৃত্য খ কোকিল
গ পরগাছা ঘ কাক

উত্তর
২১. গ
২২. গ
২৩. ঘ
২৪. খ
২৫. ক
২৬. খ
২৭. খ
২৮. ঘ
২৯. ঘ
৩০. ঘ
৩১. ঘ
৩২. খ
৩৩. গ
৩৪. গ
৩৫. ঘ
৩৬. গ
৩৭. গ
৩৮. ঘ
৩৯. ক
৪০. খ
৪১. খ
৪২. ঘ
৪৩. গ
৪৪. খ
৪৫. ক
৪৬. ঘ
৪৭. গ
৪৮. ক
৪৯. ক
৫০. খ
৫১. ঘ
৫২. গ
৫৩. ঘ
৫৪. খ
৫৫. খ
৫৬. ঘ
৫৭. খ
৫৮. ক
৫৯. খ

৬০. 'সন্ধ্যা'র সমার্থক শব্দ কোনটি? [N.U. (Bus.) 01-02, (Hum.) 01-02, (Sci.) 01-02]
ক প্রাহ্ণ খ অপরাহ্ন গ সায়াহ্ন ঘ তামসী

৬১. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [N.U. (Hum.) 11-12]
ক মাতঙ্গ খ তুরগ গ কুঞ্জর ঘ করী

৬২. সমার্থক শব্দজোড় : [N.U. (Hum.) 11-12]
ক আহব, যুদ্ধ খ আহুত, আহূত
গ শমন, সমন ঘ শূন্য, শূন্য

৬৩. 'অবধূত'-এর সমার্থক শব্দ— [N.U. (Hum.) 10-11]
ক যোগী খ ধৌত করা গ সন্ন্যাসী ঘ উন্মত্ত

৬৪. 'কৌমুদী' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [N.U. (Sci.) 14-15]
ক শাপলা খ জোছনা গ পর্বত ঘ সরোবর

৬৫. 'আকাশ' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [N.U. (Sci.) 14-15]
ক নভ খ অচল গ অন্তরীক্ষ ঘ ব্যোম

৬৬. 'পাখি' শব্দের সমার্থক নয়— [N.U. (Sci.) 13-14]
ক পতঙ্গ খ বিহগ গ খগ ঘ খেচর

৬৭. 'দ্বিপ'-এর সমার্থক শব্দ নয়— [N.U. (Sci.) 11-12]
ক বারণ খ হস্তী গ দ্বীপ ঘ ঐরাবত

৬৮. 'পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ— [N.U. (Sci.) 06-07]
ক তটিনী খ স্থির গ অখিল ঘ অতিকায়

বিপরীত শব্দ

যেসব শব্দ অন্য কোনো শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

বিপরীত অর্থ প্রকাশের নিয়ম : বিপরীত অর্থ প্রকাশের কয়েকটি নিয়ম আছে। যেমন :

(১) সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশের মাধ্যমে।
(২) শব্দের পূর্বে নঞ (ন বা অ), অপ, দুর, নির, ইত্যাদি উপসর্গ ব্যবহারের মাধ্যমে।
(৩) শব্দের শেষে শূন্য, বিহীন, ছাড়া, হীন, হারা ইত্যাদি ব্যবহার করে।

বিপরীত শব্দ গঠনের লক্ষণীয় বিষয়সমূহ : বিপরীত শব্দ গঠনের বেলায় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

১. শব্দের গঠনগত ও শ্রেণিগত সমতা খেয়াল রাখা।
২. সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দের বিপরীতে একই শ্রেণির শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
৩. তদ্ভব শব্দের বিপরীতে তদ্ভব শব্দ, দেশি শব্দের বিপরীতে দেশি শব্দ ও বিদেশি শব্দের বিপরীতে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
৪. কোনোক্রমেই এক শ্রেণির শব্দের বিপরীতে অন্য শ্রেণির শব্দ ব্যবহার করা চলবে না।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. 'আবির্ভাব'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক অভাব খ স্বভাব গ অনুভাব ঘ তিরোভাব

২. 'প্রসারণ' এর বিপরীত শব্দ–
ক সম্প্রসারণ খ বিবর্ধন গ আকুঞ্চন ঘ আকর্ষণ

৩. মনীষা শব্দের বিপরীত শব্দ–
ক নির্বোধ খ প্রজ্ঞা গ স্থিরতা ঘ মনস্বিতা

৪. 'অলীক'–এর বিপরীত শব্দ–
ক বাস্তব খ কল্পনা গ উন্নতি ঘ আয়ত্ত

৫. 'অনুমোদিত' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক অননুমেয় খ অনাবশ্যক
গ অননুমোদিত ঘ মতানৈক্য

৬. কোন শব্দটি 'সিক্ত'র বিপরীত?
ক অর্জন খ বর্জন গ শুষ্ক ঘ তীব্র

৭. অনুরাগ শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক বিরক্ত খ উপহাস গ বিরাগ ঘ প্রতিবাদ

৮. 'শোক' শব্দের বিপরীত–
ক দুঃখ খ হর্ষ গ অনুতপ্ত ঘ ব্যথা

৯. 'উগ্র' এর বিপরীত শব্দ–
ক অনুগ্র খ সৌম্য গ ধীর ঘ স্থির

১০. 'ঋজু' শব্দের বিপরীত–
ক সোজা খ বাঁকা গ কঠিন ঘ তরল

১১. 'ঔদ্ধত্য' শব্দের বিপরীত শব্দ কী?
ক সরল খ মহানুভব গ বিনয় ঘ জ্ঞানী

১২. 'খিড়কি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক সরুপথ খ চিলেকোঠা গ গুপ্তপথ ঘ সিংহদ্বার

১৩. বিপরীতার্থে 'পরা' উপসর্গ যুক্ত শব্দ কোনটি?
ক পরাকাষ্ঠা খ পরাক্রান্ত গ পরায়ণ ঘ পরাভব

১৪. 'খাতক'-এর বিপরীত শব্দ–
ক অনিষ্টি খ লায়েক গ লোকসান ঘ মহাজন

১৫. 'সংশয়'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক নির্ভয় খ প্রত্যয় গ বিস্ময় ঘ দ্বিধা

১৬. 'অন্তরঙ্গ'-এর বিপরীত শব্দ কী?
ক শত্রুতা খ সম্পর্কহীন গ বহিরঙ্গ ঘ বৈরীভাব

১৭. দুহিতা-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক পুত্র খ কন্যা গ স্ত্রী ঘ স্বামী

১৮. 'রাত্রি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
ক শর্বরী খ ত্রিযামা গ ক্ষণদা ঘ ভানু

১৯. 'দহরম মহরম' এর বিপরীত বাগধারা কোনটি?
ক জিলাপির প্যাঁচ খ অহিনকুল
গ দুধের মাছি ঘ বসন্তের কোকিল

২০. সৌম্য শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক শান্ত খ সুন্দর গ উগ্র ঘ কৃষ্ণ

২১. 'মরদ'-এর বিপরীত লিঙ্গ কোনটি?
ক মর্দ খ জেনানা গ জেনানী ঘ মরদী

২২. ক্ষীয়মাণ-এর বিপরীত শব্দ কী?
ক বৃহৎ খ বর্ধিষ্ণু গ বর্ধমান ঘ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

২৩. 'বিধি' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক বিরোধ খ অবিধি গ নিষেধ ঘ নিষিদ্ধ

২৪. ইতর-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ⓚ ভদ্র ⓛ মিথ্যা ⓖ উত্তম ⓗ অভ্র

২৫. অর্বাচীন শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ⓚ প্রাচীন ⓛ নবীন ⓖ নির্বাচিত ⓗ অনির্বাচিত

২৬. 'পাশ্চাত্য' শব্দের বিপরীত শব্দ–
ⓚ প্রতীচ্য ⓛ প্রাচ্য ⓖ পশ্চিমা ⓗ পূর্ব-পশ্চিম

২৭. 'ভূত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কী?
ⓚ প্রেত ⓛ বর্তমান ⓖ ভবিষ্যৎ ⓗ অতীত

২৮. 'অনাবিল' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ⓚ অননাবিল ⓛ আবিল ⓖ আবিলতা ⓗ অনাগত

২৯. 'আকুঞ্চন' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ⓚ শান্ত ⓛ আকাঙ্ক্ষা ⓖ প্রসারণ ⓗ কুঞ্চিত

৩০. 'নৈসর্গিক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ⓚ নকল ⓛ ঐহিক ⓖ কৃত্রিম ⓗ তামসিক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর বিচার্য

৩১. 'সংহত' শব্দের বিপরীত শব্দ– [N.U. (Bns.) 13-14]
ⓚ অসংগত ⓛ বিযুক্ত ⓖ বিভক্ত ⓗ বিশিষ্ট

৩২. 'অগ্রিম'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [N.U. (Bus.) 10-11]
ⓚ অনগ্রিম ⓛ পশ্চাৎ ⓖ ঋণ ⓗ বকেয়া

৩৩. 'ব্যয়' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ — [N.U. (Bus.) 08-09; (Hum.) 08-09; (Sci.) 08-09]
ⓚ অপব্যয় ⓛ অপচয় ⓖ সঞ্চয় ⓗ সঞ্জয়

৩৪. 'তস্কর' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 06-07; (Hum.) 06-07; (Sci.) 06-07]
ⓚ যাদু ⓛ সাধু ⓖ কিঙ্কর ⓗ দুষ্কর

৩৫. 'ঔটসাঁট'-এর বিপরীতার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 05-06; (Hum.) 05-06; (Sci.) 05-06]
ⓚ দৃঢ় ⓛ টানটান ⓖ ঢলঢলে ⓗ ঠুনকো

৩৬. 'গতি'র বিপরীতার্থক শব্দ— [N.U. (Bus.) 04-05; (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05]
ⓚ স্থিতি ⓛ স্থির ⓖ স্থায়ী ⓗ স্থান

৩৭. 'স্বতন্ত্র' শব্দের বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ— [N.U. (Bus.) 03-04; (Hum.) 03-04]
ⓚ সাধারণ ⓛ অসাধারণ ⓖ বিশিষ্ট ⓗ বিচিত্র

৩৮. 'গৌরব'-এর বিপরীত শব্দ— [N.U. (Bus.) 02-03; (Hum.) 02-03; (Sci.) 03-04]
ⓚ লাঘব ⓛ কলঙ্ক ⓖ নিন্দা ⓗ অপরাধ

৩৯. 'প্রকৃতি' শব্দটির বিপরীত শব্দ— [N.U. (Bus.) 01-02]
ⓚ প্রত্যয় ⓛ বিকৃতি ⓖ নিষ্কৃতি ⓗ স্বীকৃতি

৪০. 'বিষণ্ণ' শব্দের বিপরীত শব্দ— [N.U. (Hum.) 14-15]
ⓚ অসন্ন ⓛ আচ্ছন্ন ⓖ নিমগ্ন ⓗ প্রসন্ন

৪১. 'প্রাচ্য'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [N.U. (Hum.) 09-10]
ⓚ দুষ্প্রাচ্য ⓛ প্রতীচ্য ⓖ অপ্রাচ্য ⓗ প্রাচী

৪২. 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [N.U. (Sci.) 14-15]
ⓚ বিস্ময় ⓛ নির্ভয় ⓖ দ্বিধা ⓗ প্রত্যয়

৪৩. 'মূর্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [N.U. (Sci.) 11-12]
ⓚ আমূর্ত ⓛ বিমূর্ত ⓖ প্রমূর্ত ⓗ স্বতঃস্ফূর্ত

৪৪. 'খিড়কি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ— [N.U. (Sci.) 10-11]
ⓚ গুপ্তপথ ⓛ চিলেকোঠা
ⓖ সিংহদ্বার ⓗ বাতায়ন

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

যেকোনো ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উপাদান হচ্ছে ধ্বনি। ধ্বনি দৃশ্যগ্রাহ্য নয়, শ্রুতিগ্রাহ্য। সেই ধ্বনিকে আরো স্পষ্ট করে রূপ দেওয়ার জন্য বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু বর্ণ ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে, সেহেতু ধ্বনির সাথে বর্ণের মিল থাকার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। পৃথিবীর সব ভাষায়ই ধ্বনির সাথে বর্ণের সমতা নেই। ঠিক একইভাবেই শব্দের বানান ও উচ্চারণের প্রভেদ রয়েছে অধিকাংশ ভাষায়। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও ডাচ ভাষায় রয়েছে। ইংরেজিতে a দিয়ে কখনো বোঝানো হয় অ (not), আ (dove), উ (move) ইত্যাদি ধ্বনিকে। ফরাসি ভাষায় e o ইত্যাদি স্বরবর্ণগুলো বিভিন্ন প্রতিবেশে বিভিন্ন ধ্বনির দ্যোতক।

ড. শিশির কুমার দাশ বাংলা ভাষায় উচ্চারণের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। যথা– ১. অশিক্ষিত মানুষের মুখের কথা, ২. শিক্ষিত মানুষের কথ্যভাষা ও ৩. আনুষ্ঠানিক ভাষা।

অনতিশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষের কথ্য ভাষায় নানারকমের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য রয়েছে। আবার আনুষ্ঠানিক ভাষার উচ্চারণে বানানের প্রভাব প্রকট। সে উচ্চারণ একটু পরিশীলিত বটে। বেতার, টেলিভিশন, অভিনয় ইত্যাদিতে এই আনুষ্ঠানিক উচ্চারণের প্রয়োগ হয়।

এই দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে সকল অঞ্চলের শিক্ষিত বাঙালির কথ্য ভাষার উচ্চারণ যা সকলেই গ্রহণ করেছে। এই উচ্চারণই বাংলা প্রমিত বা মান্য উচ্চারণ।

বাংলা ভাষার উচ্চারণ-সূত্রসমূহ

স্বরবর্ণের উচ্চারণ : বাংলা লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত 'অ'-এর উচ্চারিত রূপ দুটো। একটি 'অ' (অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি) অন্যটি 'ও' (বা ও-কারের মতো)। যেমন, অত (অতো), শত (শতো), কত (কতো), মত (মতো), শব্দ (শব্‌দো), বর্তমান (বর্‌তোমান্) ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি শব্দের আদ্য-'অ'-এর উচ্চারণ অবিকৃত 'অ' (অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি)। কিন্তু ধরুন (ধোরুন্), অরুণ (ওরুন্), বরুণ (বোরুন্), তরুণ (তোরুন্), কিংবা অতি (ওতি), যদি (জোদি), পতি (পোতি), সতী (শোতি), নদী (নোদি), অদ্য (ওদ্‌দো), গদ্য (গোদ্‌দো), পক্ষ (পোক্‌খো), বক্ষ (বোক্‌খো) ইত্যাদি শব্দে আদ্য-'অ'-এর উচ্চারণ 'অ' থাকে না, হয়ে যায় 'ও' (অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই 'ও'-কে একটি স্বতন্ত্র ফোনিম (phoneme) বা মূলধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলা ভাষায় শব্দের আদি-মধ্য এবং অন্তে ব্যবহৃত এই 'অ' নানাবিধ কারণে প্রমিত বা মানসম্মত উচ্চারণের সৌকর্য-বিধান-হেতু কখনো পূর্ণ 'ও'-কার, অর্ধ-'ও'-কার কিংবা 'ও'-কার স্পর্শযুক্ত (আলতোভাবে) উচ্চারিত হয়। সর্বত্র হয় না, হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ কারণে। শব্দের আদ্য-মধ্য এবং অন্ত্য-'অ'-এর 'ও'-কার রূপে (বা ও-কারের মতো) উচ্চারিত হওয়ার কতিপয় সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে।

ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ : বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে সমস্যা নানাবিধ। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে, উচ্চারিত ধ্বনি একটি কিন্তু লেখার বর্ণ প্রতীক একাধিক। যেমন : ঙ, ং, জ, য, ত, ৎ, ন, ণ, এবং শ, ষ, তো আছেই। এরপরে আছে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বিচিত্র উচ্চারণ-সমস্যা। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে যেসব ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে এবং লিখিত প্রতীকে পার্থক্যহেতু সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেসব বর্ণ নিয়েই আলোচনা করা হয়।

উত্তর

২৪. ঘ
২৫. ক
২৬. খ
২৭. গ
২৮. খ
২৯. গ
৩০. গ
৩১. গ
৩২. ঘ
৩৩. গ
৩৪. খ
৩৫. গ
৩৬. ক
৩৭. ক
৩৮. খ
৩৯. খ
৪০. ঘ
৪১. খ
৪২. ঘ
৪৩. খ
৪৪. গ

CamScanner

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. কোনটিতে ব-ফলার উচ্চারণ বহাল রয়েছে?
ⓚ বিধ্বস্ত ⓚ উদ্বেগ ⓖ স্বত্ব ⓖ অন্ব

২. 'তমিস্রা' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ-
ⓚ তমিস্ত্রা ⓚ মিস্রা ⓖ তোমিস্রা ⓖ তোমিস্স্রা

৩. বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে জিহ্বার উচ্চতা অনুসারে প্রথম বাংলা স্বরধ্বনি কোনটি?
ক অ খ আ গ ই ঘ ও

৪. কোন শব্দে 'এ' ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ হয়েছে?
ক তেলাপোকা খ দেহ
গ হেথা ঘ শেষ

৫. 'সুন্দর' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি?
ক শুন্দোর খ শুন্দর্ গ সুন্দর্ ঘ শোনদর্

৬. 'বাহ্য' শব্দের উচ্চারণ কোনটি?
ক বাজ্জো খ বাজ্ঝো গ বাজ্ঝ ঘ বাইঝ্ঝো

৭. 'অধ্যাপক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
ক অদ্ধাপক খ অদ্ধাপোক
গ ওদধাপোক্ ঘ ওধ্ধাপোক্

৮. কোনটি শুদ্ধ উচ্চারণ নয়?
ক তীব্র-তিব্ব্রো খ শূন্য- শুন্ন
গ দুঃসাহস- দুশ্শাহোশ্ ঘ লক্ষ্য- লোক্খো

৯. 'অনুশাসন' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক ওনুশাশোন্ খ অনুশাসোন
গ ওনুশাসোন ঘ অনুশাশোন

১০. 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময়–
ক সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয়।
খ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয়।
গ পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়।
ঘ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর সংবৃত হয়।

১১. 'অবজ্ঞা' শব্দের উচ্চারণ কোনটি?
ক অবোগ্‌গাঁ খ ওবোগ্‌গাঁ গ ওবগগাঁ ঘ অকাগা

১২. নিচের কোন উদাহরণে 'এ' এর উচ্চারণ স্বাভাবিক?
ক এমন খ বেহায়া গ একা ঘ খেলা

১৩. 'অতীত' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক অতিত খ অতীত
গ ওতিত্ ঘ ওতীত

১৪. 'অলঙ্কার' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক ওলঙকার খ অলঙ্কার
গ ওলোঙকার ঘ অলোঙ্কার্

১৫. নিচের কোনটি 'অনিঃশেষ' শব্দটির উচ্চারণ?
ক অনিসযেশ খ অনিশ্‌শেশ্
গ অনিষসেশ ঘ অনিশসেষ্

১৬. 'ঔষধ' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক ওউষধ খ ওউশোধ
গ ওউষোধ ঘ ওউশধ্

১৭. 'চৈত্র' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক চইত্র খ চৈত্তরো
গ চোইত্ত্রো ঘ চৈতত্রো

১৮. ব-ফলার উচ্চারণ নেই কোন শব্দে?
ক অশ্ব খ বিশ্বাস গ পক্ব ঘ স্বত্ব

১৯. 'ঋণ' শব্দটির উচ্চারণ–
ক রিণ্ খ ঋন্ গ ঋণ্ ঘ রিন্

২০. 'আ' কখনো অ্যা- এর মতো উচ্চারিত হয়, যেমন–
ক আকাশ খ রাত গ অনাথ ঘ জ্ঞাত

২১. 'শ্মশান' শব্দটির উচ্চারণ–
ক শশান্ খ শষান্ গ শাঁশান্ ঘ শঁশান্

২২. আদ্য অ- এর পরে ই বা উ থাকলে সেই অ-এর উচ্চারণ–
ক ও-এর মতো হয় খ অ-এর মতো হয়
গ ই-এর মতো হয় ঘ উ-এর মতো হয়

২৩. শব্দের মধ্য ও অন্ত্য ম-ফলা ব্যঞ্জনকে–
ক পার্শ্বিক করে খ সানুনাসিক করে
গ বিকৃত করে ঘ দ্বিত্ব করে

২৪. যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত ,ম-ফলা-
ক বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় খ দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়
গ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় ঘ অনুচ্চারিত থাকে

২৫. মধ্য ও অন্ত্য য-ফলা ব্যঞ্জনকে–
ক দ্বিত্ব করে খ সানুনাসিক করে
গ বিকৃত করে ঘ পার্শ্বিক করে

২৬. সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব-ফলা–
ক দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় খ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
গ অনুচ্চারিত থাকে ঘ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়

২৭. পদের আদ্য ব-বলা–
ক বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
খ দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়
গ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
ঘ অনুচ্চরিত থাকে

২৮. বাংলা শব্দ 'অধ্যক্ষ' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক ওদ্ধোক্খো খ অধ্যকক্ষো
গ ওধ্যক্ষ ঘ ওদধ্যক্ষ

২৯. শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক তিতিক্খা খ তিতিখ্খা গ তিথিক্থা ঘ তিথিখ্খা

৩০. 'মগজ' শব্দের উচ্চারণ–
ক মোগজ খ মগোজ গ মগজ ঘ মোগোজ

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্জ

৩১. নিচের কোন শব্দজোড়া অশুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 14-15]
ক দোকানি-দোকানানি খ গোরু-গাই গোরু
গ বেয়াই-বেয়ান ঘ ভাগনিজামাই-ভাগনি

৩২. 'সহজতর'-এর শুদ্ধ উচ্চারণ — [N.U. (Bus.) 09-10]
ক সহজতরো খ সহোজ্‌তরো
গ সহেজোতরো ঘ সহোজতর

উত্তরমালা
১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. খ ৭. গ ৮. খ ৯. ক ১০. খ ১১. ক ১২. খ ১৩. গ ১৪. ঘ ১৫. খ ১৬. ঘ ১৭. গ ১৮. ঘ ১৯. ঘ ২০. ঘ ২১. গ ২২. ক ২৩. ঘ ২৪. ঘ ২৫. ক ২৬. গ ২৭. ঘ ২৮. ক ২৯. ক ৩০. খ ৩১. ক ৩২. খ

পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন : ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।

১.১৩. ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়।

১.১৪. যেমন : করব, হল ইত্যাদি। এত, মত, কোন প্রভৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন : করো, কোরো, বলো, বোলো।

১.১৫. ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ) ও ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলো বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন : শুভ, রূপ, হৃদয়।

১.১৬. যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখতে হবে। যেমন : ঙ্ক, সঙ্গে, স্পষ্ট।

১.১৭. যেসব যুক্ত ব্যঞ্জন বাংলায় উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে—যেমন : ক্ষ, (ক্ + ষ), জ্ঞ (জ্ +ঞ), হ্ম (হ্ + ম), ক্ষ্ম (ক্ + ষ্ + ম) এবং হ্ন (হ্ + ন) সেগুলোর রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে। তাছাড়া নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ঞ্চ (ঞ + চ), ঞ্ছ (ঞ + ছ), ঞ্জ (ঞ + জ), ট্ট (ট্ + ট), ট্র (ট্ + র), ত্ত (ত্ + ত), ত্থ (ত্ + থ), ত্র (ত্ + র), ভ্র (ভ্ + র), হ্ণ (হ্ + ণ), ষ্ণ (ষ্ + ণ) ইত্যাদি যুক্ত বর্ণের প্রচলিত রূপও অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

১.১৮. সমাসবদ্ধ পদ একসাথে লিখতে হবে। যেমন : জটিলতামূলক, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন : ষোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া যেতে পারে। যেমন : কিছু-না-কিছু, লজ্জা-শরম, সঙ্গত-পাঠ-নির্ধারণ ইত্যাদি।

১.১৯. বিশেষণবাচক পদ (গুণ, সংখ্যা, বা দূরত্ব ইত্যাদি-বাচক) হলে সেটি আলাদা হবে। যেমন : এক জন, কত দূর, সুন্দর ছেলে ইত্যাদি।

১.২০. নঞর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন : ভয়ে নয়, হয় না, আসে নি, হাতে নেই।

১.২১. হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (সা.), অন্য নবি ও রসুলের নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (আ.), সাহাবিদের নামের পরে (রা.) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র.) লিখতে হবে।

১.২২. লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবে লেখা হবে।

১.২৩. বাংলাদেশের টাকার প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অঙ্ক বইয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল্য-নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা একাডেমির বানানরীতিতে 'খ্রিষ্ট' শব্দটি গৃহীত হয়েছে যে হিসেবে-
ⓐ বিদেশি ⓑ আত্তীকৃত ⓒ বাংলা ⓓ সংস্কৃত

২. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
ⓐ রূপায়ণ ⓑ গৃহায়ণ ⓒ নবায়ণ ⓓ নগরায়ণ

৩. কোন গুচ্ছটি শুদ্ধ?
ⓐ ত্রিকোন, ঊনবিংশ ⓑ অদ্যাপি, যদ্যাপি
ⓒ ঊষা, কোনা ⓓ মুহুর্মুহু, মুহূর্ত

৪. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?
ⓐ ঊষা, পদবি, সংগীত ⓑ শুভঙ্কর, কংকাল, ইতঃস্তত
ⓒ আসমি, নিস্পৃহ, মস্তিস্ক ⓓ তরণি, পুজো, ষোলো

৫. নিচের যে শব্দগুচ্ছ প্রমিত বানানের দৃষ্টান্ত-
ⓐ সমীচিন, উচিত, আকাঙক্ষা
ⓑ নির্নিমেষ, অপরাহ্ন, মুমূর্ষু
ⓒ সমীক্ষন, বিষণ্ণ, বাল্মীকি
ⓓ পরিষ্কার, বিভীষিকা, পুনঃপৌনিক

৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓐ স্বত্ব ⓑ পিপিলিকা ⓒ সংশ্রব ⓓ ভুল

৭. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
ⓐ পরিষ্কার ⓑ পুরষ্কার ⓒ নীলিমা ⓓ পক্ব

৮. শুদ্ধ বানান কোনটি?
ⓐ অদ্যাবধি ⓑ ইদানিং
ⓒ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ⓓ উদীচি

৯. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ?
ⓐ সমীচীন, কণ্ঠ, মাষ্টার
ⓑ অঞ্জুলি, দন্ডনীয়, কিংকর্তব্যবিমুঢ়
ⓒ প্রতিযোগিতা, স্বাদেশীক, সন্তরণ
ⓓ সহযোগী, শিরশ্ছেদ, গুঞ্জরণ

১০. নিচের যেটি শুদ্ধ বানান-
ⓐ উচ্ছল ⓑ ইদানিং ⓒ বৈপরিত্য ⓓ অপরাহ্ণ

১১. কোনটি শুদ্ধ
ⓐ দুষ্কৃতিকারী ⓑ দুঃস্কৃতকারী
ⓒ দুষ্কৃতকারী ⓓ দুঃস্কৃতিকারী

১২. কোন বানানটি ঠিক?
ⓐ আকাঙ্খা ⓑ প্রতিযোগীতা
ⓒ মুমূর্ষু ⓓ পরিণয়

১৩. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
ⓐ অন্তস্থল ⓑ অন্তঃস্থল ⓒ অন্তস্তল ⓓ অন্ততল

১৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓐ সবিসেশ ⓑ স্ববিশেস ⓒ সবিশেষ ⓓ শবিশেষ

১৫. চন্দ্রবিন্দুর ভুল প্রয়োগ ঘটেছে কোনটিতে-
ⓐ কাঁধ ⓑ সাঁকো ⓒ আঁকাবাঁকা ⓓ কাঁচ

১৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓐ পরিস্কার ⓑ শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু
ⓒ স্নেহাশীষ ⓓ সংশ্রব

১৭. শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ হলো-
ⓐ নিস্কাসন, শীততাপ, দুর্ভীক্ষ
ⓑ অভীষ্ট, নিশ্চল, সমীচীন
ⓒ উদিচী, বুভুক্ষু, পোস্ট-অফিস
ⓓ লক্ষন, মধ্যস্ত, উদ্বোধন

উত্তর

১.	খ
২.	গ
৩.	গ
৪.	খ
৫.	খ
৬.	ক
৭.	খ
৮.	গ
৯.	ঘ
১০.	ক
১১.	গ
১২.	ঘ
১৩.	গ
১৪.	গ
১৫.	ঘ
১৬.	ঘ
১৭.	খ

CamScanner

১৮. কোন বানানগুলো শুদ্ধ?
ⓚ উচ্ছৃঙ্খল, চলচ্ছক্তি ⓚ চলৎশক্তি, দুরূহ
ⓖ উৎশৃঙ্খল,পুরাণ ⓖ গরিব, নমষ্কার

১৯. কোন শব্দগুচ্ছের বানান শুদ্ধ?
ⓚ ইন্দ্রীয়, ক্ষত্রীয় ⓚ শুশ্রূষা, স্বান্তনা
ⓖ চিহ্ন, অপরাহ্ণ ⓖ পোষ্টার, মাস্টার

২০. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ ত্রিভূজ ⓚ পরিপক্ক
ⓖ আকাঙ্খা ⓖ পুণ্য

২১. ভুল বানান কোনটি?
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ শিহরন ⓖ সমীচিন ⓖ জিগীষা

২২. শুদ্ধ বানানে সংকলিত গুচ্ছ কোনটি?
ⓚ মধ্যাহ্ন, বক্ষমাণ, মহত্ব
ⓚ উচ্ছল, স্বায়ত্তশাসন, প্রজ্বলিত
ⓖ প্রোজ্জ্বল, পরাস্থ, সন্ত্রিক
ⓖ পরিবহন, পক্ব, ভস্ম

২৩. নিচের কোন গুচ্ছ অশুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্ত?
ⓚ আকাঙ্ক্ষা, স্বায়ত্তশাসন ⓚ পরিপক্ক, মরূদ্যান
ⓖ শ্রদ্ধাঞ্জলি, মুমূর্ষু ⓖ ভিখারিনী, ত্রিভূজ

২৪. কোন শব্দগুচ্ছের বানান শুদ্ধ?
ⓚ সৌহার্দ, অতলস্পর্শী, মহাত্ম
ⓚ অহোরাত্রি, স্বত্ব, মতদ্বৈধতা
ⓖ অহর্নিশ, মহত্ব, আরক্ত
ⓖ অহোরাত্র, স্বত্ব, মতদ্বৈধ

২৫. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ?
ⓚ ধ্বস, পিপিলীকা ⓚ পংক্তি, ভুল
ⓖ মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ⓖ উর্ধ, যন্ত্রণা

২৬. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ⓚ উর্দ্ধমুখী ⓚ উর্ধমুখী ⓖ ঊর্ধ্বমুখী ⓖ উর্ধ্বমুখী

২৭. কোন বানানগুচ্ছ অশুদ্ধ?
ⓚ মন্ত্রিত্ব, ব্যুৎপত্তি, অস্তিত্ব ⓚ ব্যবসা, সায়াহ্ন, পূর্বাহ্ণ
ⓖ দ্বন্দ্ব, রুদ্ধ, পশু ⓖ মূর্খ, মুখ্য, সূক্ষ্ম

২৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ কিনাংক ⓚ কিণাঙ্ক ⓖ কিনাঙ্ক ⓖ কিণাংক

২৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ মুহূমুহু ⓚ হেশহর্ম ⓖ দূর্বা ⓖ মরূদ্যান

৩০. এখানে কোন বানানটি শুদ্ধ?
ⓚ উৎবন্ধন ⓚ উদ্বন্ধণ ⓖ উদবন্ধণ ⓖ উদ্বন্ধন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্স

৩১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 14-15]
ⓚ লাঞ্চনা ⓚ লাঞ্ছনা ⓖ লানচনা ⓖ লানছনা

৩২. কোনটি শুদ্ধ শব্দ? [N.U. (Bus.) 14-15]
ⓚ জবাবদিহিতা ⓚ দারিদ্র্যতা
ⓖ দৈন্যতা ⓖ উৎকর্ষতা

৩৩. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 14-15]
ⓚ সুস্থ ⓚ সংস্রব ⓖ আদ্যান্ত ⓖ ঊনত্রিশ

৩৪. কোন বানান গুচ্ছ অশুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 14-15]
ⓚ ত্রিভূজ, ভূবন, ধ্বস ⓚ আরম্ভ, ঝর্না, মিথস্ক্রিয়া
ⓖ দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্গতি, দুর্গ ⓖ লবণ, পবন, পুরোনো

৩৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? [N.U. (Bus.) 13-14]
ⓚ উর্ধমুখী ⓚ উর্ধ্বমুখী ⓖ ঊর্ধ্বমুখি ⓖ ঊর্ধ্বমুখী

৩৬. নিচের কোন শব্দটির বানান অশুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 12-13]
ⓚ দর্শন ⓚ প্রণিধান ⓖ বিভীষণ ⓖ মূর্ধণ্য

৩৭. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 12-13]
ⓚ রশ্মি ⓚ সংস্রব ⓖ দ্বারা ⓖ গরীয়ান

৩৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 12-13]
ⓚ বুদ্ধিজীবি ⓚ চতুর্ভুজ
ⓖ অভ্যন্তরীন ⓖ ভুবনজয়ী

৩৯. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 11-12]
ⓚ শিরশ্ছেদ, ভৌগোলিক, মুহূর্ত, স্বচ্ছল
ⓚ ঝঞ্ঝা, প্রগাঢ়, বিরহিনী, নির্বিশ
ⓖ দণ্ড, প্রতিযোগীতা, পোস্টাপিস, অগ্রহায়ণ
ⓖ দুর্ব্যবহার, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ক্ষীণজীবী, সূক্ষ্ম

৪০. শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ হলো — [N.U. (Bus.) 09-10]
ⓚ নির্বাণ, নির্ঝঞ্ঝাট, নির্ঘৃণ ⓚ সচ্ছল, কৌতূহল, নৈঋত
ⓖ শ্বাশুড়ি, বিষ্ণু, কনীনিকা ⓖ পলল, জিঘাংসা, বিবর্জন

৪১. বানানদুষ্ট শব্দ — [N.U. (Bus.) 08-09; (Hum.) 08-09; (Sci) 08-09]
ⓚ লজ্জাস্কর ⓚ প্রতিযোগিতা
ⓖ সদ্যোজাত ⓖ ভারিক্কি

৪২. কোন শব্দটি অশুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 07-08; (Hum.) 08-09]
ⓚ বাঙালিত্ব ⓚ লজ্জাবনত
ⓖ বিপরীতমুখী ⓖ সৌজন্যতা

৪৩. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [N.U. (Bus.) 01-02; (Hum.) 01-02]
ⓚ অধীনস্থ, তেজস্ক্রিয়, ব্যার্থ
ⓚ প্রবনতা, কেবলমাত্র, করায়ত্ত
ⓖ গণনা, অচিন্তনীয়, নৈমিত্তিক
ⓖ শীর্ষক, নিরীক্ষণ, ধ্বংস

৪৪. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [N.U. (Hum.) 14-15]
ⓚ পুরস্কার ⓚ রহিষ্কার ⓖ ত্রিভূজ ⓖ ভুবন

৪৫. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়? [N.U. (Hum.) 13-14]
ⓚ পুণ্য ⓚ ঔজ্জ্বল্য ⓖ ভুবন ⓖ প্রতিযোগিতা

৪৬. কোন বানানটি অশুদ্ধ? [N.U. (Hum.) 12-13]
ⓚ আকাঙ্ক্ষিত ⓚ উর্ধ্বমুখী
ⓖ উপরোক্ত ⓖ মিথস্ক্রিয়া

৪৭. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি? [N.U. (Hum.) 11-12]
ⓚ বিভীষিকা, আশীর্বাদ, শারীরিক, সমীচীন
ⓚ নির্নিমেষ, গণনা, অপরাহ্ণ, সর্বাঙ্গীন।
ⓖ অদ্ভুত, ভূল, উদ্ভূত, নূপুর
ⓖ পূর্বাহ্ন, পুরস্কার, দুর্বিশহ, অভিসেক

উত্তরমালা
১৮. ক
১৯. গ
২০. ঘ
২১. গ
২২. খ
২৩. ঘ
২৪. ঘ
২৫. গ
২৬. গ
২৭. ক
২৮. খ
২৯. গ
৩০. ঘ
৩১. খ
৩২. ক
৩৩. ঘ
৩৪. ক
৩৫. ঘ
৩৬. ঘ
৩৭. খ
৩৮. ঘ
৩৯. ঘ
৪০. ক
৪১. ক
৪২. ঘ
৪৩. গ
৪৪. খ
৪৫. ক
৪৬. গ
৪৭. খ

৪৮. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি? [N.U. (Hum.) 10-11]
ⓐ বিভীষিকা, আশির্বাদ, সমীচিন
ⓑ নির্নিমেষ, গননা, সর্বাঙ্গীন
ⓒ অদ্ভুত, উদ্ভূত, নুপুর
ⓓ পূর্বাহ্ণ, পুরস্কার, দুর্বিষহ

৪৯. নিম্নোক্ত কোন শব্দটি অশুদ্ধ? [N.U. (Hum.) 09-10]
ⓐ অনুসরণ ⓑ অনুসারী
ⓒ অনুসৃতি ⓓ অনুসঙ্গী

৫০. কোন বানানটি অশুদ্ধ?
[N.U. (Hum.) 04-05; (Sci.) 04-05; (Bus.) 04-05]
ⓐ অন্তপুর ⓑ ভরপুর
ⓒ ভয়াতুর ⓓ দুরদুর

৫১. নিচের কোন বানান ভুল? [N.U. (Sci.) 14-15]
ⓐ পরিপক্ক ⓑ মুহূর্ত
ⓒ মুমূর্ষু ⓓ শুশ্রূষা

৫২. কোন বানানটি শুদ্ধ? [N.U. (Sci.) 14-15]
ⓐ স্বায়ত্তশাসন ⓑ স্বায়ত্বশাসন
ⓒ স্বায়ত্ত্বশাসন ⓓ সায়ত্বশাসন

৫৩. নির্ভুল শব্দগুচ্ছ— [N.U. (Sci.) 11-12]
ⓐ বিদ্দুজ্জন, পল্লল, প্রহেলিকা, নিরুদ্বেগ
ⓑ করকা, দারা, আহুত, বির্জিগীষা
ⓒ বিজ্ঞান, সচ্ছল, নির্ঘৃণ, উন্মাদ
ⓓ ম্রিয়মান, অনিমেষ, যকৃৎ, ঘোষিত

৫৪. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ? [N.U. (Sci.) 10-11]
ⓐ অঞ্জলী, ভৌগোলিক, জলোচ্ছ্বাস
ⓑ দুরাবস্থা, দণ্ড, ব্যাবহার
ⓒ সমর্পণ, আধ্যাত্মিক, বিস্ময়
ⓓ লক্ষ্মী, স্বাক্ষর, জ্যোতিষ্ক

৫৫. কোন শব্দটি সঠিক? [N.U. (Sci.) 10-11]
ⓐ শ্রদ্ধাস্পদাসু ⓑ শ্রদ্ধাস্পদাষু
ⓒ শ্রদ্ধাস্পদেষু ⓓ শ্রদ্ধাস্পদাশু

৫৬. 'ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্তজনকে অন্যজল দান করার চেয়ে মহত্ত্বর ও পুন্যের কাজ আর কী হতে পারে? –বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা— [N.U. (Sci.) 10-11]
ⓐ পাঁচ ⓑ চার
ⓒ তিন ⓓ দুই

৫৭. কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ? [N.U. (Sci.) 09-10]
ⓐ ভৌগোলিক, আধ্যাত্মিক, গন্ডি
ⓑ সূক্ষ্ম, আবিষ্কার, ব্যাক্তি
ⓒ প্রতিযোগীতা, পোষ্ট অফিস, মুহূর্ত
ⓓ মুমূর্ষু, বর্ণনা, শারীরিক

৫৮. কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? [N.U. (Sci.) 01-02; (Hum.) 01-02]
ⓐ অধীনস্থ, তেজস্ক্রিয়, ব্যার্থ
ⓑ প্রবনতা, কেবলমাত্র, করায়ত্ত
ⓒ গণনা, অচিন্তনীয়, নৈমিত্তিক
ⓓ শীর্ষক, নিরীক্ষণ, ধংস

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ : একটি শব্দ ও তার অর্থ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা না থাকলে বাক্যে শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। ক্রিয়া পদ, বিশেষ্য পদ ও বিশেষণ পদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে বাক্যে শব্দের উল্টাপাল্টা প্রয়োগ ঘটে। বিশেষ করে বিশেষ্য-বিশেষণ পদকে যেমন যথাযথরূপে চিহ্নিত করে তবেই বাক্যে প্রয়োগ করা উচিত। উৎকর্ষ, সারল্য প্রভৃতি বিশেষণ-বিশেষ্য পদ সম্পর্কে প্রয়োগকারীর ধারণার অভাবেই বাক্যে এগুলোর ভুল প্রয়োগ হয়ে থাকে। সুতরাং বাক্যে লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি ব্যাকরণসিদ্ধ জ্ঞানের আলোকেই করা উচিত।

⊙ **অপপ্রয়োগ :** বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব শব্দ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ হলেও বহুল প্রচলিত তাকে অপপ্রয়োগ বলে। যেমন : অশ্রুজল।

⊙ **কারণ :** ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে। যথা : ক. উচ্চারণজনিত, খ. শব্দ গঠনজনিত ও গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত।

ক. উচ্চারণজনিত : আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না পারা এবং শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি অসতর্কতায় বানানে অশুদ্ধি ঘটে। যেমন : অনাটন (শুদ্ধ : অনটন); উত্ত্যাক্ত (শুদ্ধ : উত্ত্যক্ত)।

খ. শব্দ গঠনজনিত : শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে অপপ্রয়োগ ঘটে। যেমন : অপকর্ষতা, উৎকর্ষতা লিখিত হয় বিশেষ্য-বিশেষণকে যথাযথ চিহ্নিত না করার কারণে।

গ. অর্থগত বিভ্রান্তিজনিত : শব্দের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে প্রয়োগ বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ বিভ্রান্তির ফলে বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : অবদান (কীর্তি), অবধান (মনোযোগ) ইত্যাদি।

⊙ **বানানগত অশুদ্ধি :** বানানরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার ফলে শব্দের বানান বিভ্রান্তি ঘটে থাকে।

বানানগত অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ রূপ
অধগতি	অধোগতি	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
কল্যান	কল্যাণ	কংকন	কঙ্কণ
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	ছত্রছায়া	ছত্রচ্ছায়া
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	কৌতুহল	কৌতূহল
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	কণ্ঠগ্রস্থ	কণ্ঠগ্রস্ত
সমীচিন	সমীচীন	সম্বাদ	সংবাদ
অংক	অঙ্ক	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র

⊙ **সমাসঘটিত বানান :** সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, পাপী, গুণী ইত্যাদি শব্দ এসেছে। কিন্তু নিঃ (নির্) উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এগুলোর অন্তে ঈ-কার হওয়ার কথা নয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে ধনী, পাপী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় না, সমাস হয় ধন, পাপ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে। যেমন : নেই ধন যার = নির্ধন, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। এ নিয়মে নির্ধনী, নিষ্পাপী ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ। এরকম :

৪৮. গ
৪৯. ঘ
৫০. ক
৫১. ক
৫২. ক
৫৩. ঘ
৫৪. গ
৫৫. গ
৫৬. ক
৫৭. ঘ
৫৮. গ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	নীরোগী	নীরোগ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নিরভিমানী	নিরভিমান
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অহর্নিশি	অহর্নিশ
গরিমামণ্ডিত	গরিমমণ্ডিত	দিবারাত্রি	দিবারাত্র

⊙ **প্রত্যয়ঘটিত বানান :** আর্থনীতিক (অর্থনৈতিক নয়), সামসময়িক (সমসাময়িক নয়), দূষণীয় (দোষণীয় নয়), পরিত্যাজ্য (পরিত্যজ্য নয়), সহ্য (সহ্যনীয় নয়)।

⊙ **সমার্থক শব্দের বানান (শব্দের অতি ব্যবহারজনিত অশুদ্ধি) :**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	যদ্যাপিও	যদ্যপি/যদিও
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি/বুদ্ধিমান
কদাপিও	কদাপি	সুস্বাগত	স্বাগত
বিবিধপ্রকার	বিবিধ	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য

⊙ **লক্ষণীয় :** 'স্বাগত' শব্দটি গঠিত হয়েছে/সু-/উপসর্গযোগে (সু + আগত = স্বাগত)। এর সঙ্গে আবারও অনাবশ্যকভাবে/সু-/উপসর্গ যোগ করে সুস্বাগত শব্দটি তৈরি ব্যাকরণসম্মত বা প্রয়োগসিদ্ধ নয়। এরকম সুস্বাস্থ্য শব্দটিতেও/সু-/উপসর্গের দ্বিত্ব-প্রয়োগ দেখা যায়।

⊙ **প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানানজনিত অপপ্রয়োগ :** ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সঠিক অর্থ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেও প্রয়োগে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এ ধরনের বিভ্রান্তির জন্য বাক্যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ-

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
অবদান	কীর্তি	অবধান	মনোযোগ
আশি	৮০ সংখ্যা	আশী	সাপের বিষদাঁত
আসক্তি	অনুরাগ	আসত্তি	নৈকট্য
ঈশ	ঈশ্বর	ঈষ	লাঙল দণ্ড
ঋতি	গতি	রীতি	পদ্ধতি
একদা	এককালে	একধা	এক প্রকারে
কাঁদা	কান্না	কাদা	কর্দম
গিরিশ	মহাদেব	গিরীশ	হিমালয়
টিকা	তিলক	টীকা	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
দিন	দিবস	দীন	দরিদ্র
নিরাশ	আশাহীন	নিরাস	দূর করা
পরভৃত	কোকিল	পরভৃৎ	কাক
বেদ	ধর্মগ্রন্থের নাম	বেধ	গভীরতা
ভিত	বুনিয়াদ	ভীত	শঙ্কিত
যতি	বিরাম	যতী	সন্ন্যাসী

রাধা	রাধিকা	রাঁধা	রন্ধন
শুচি	পবিত্র	সূচি	তালিকা
স্বর্গ	দেবতার বাসস্থান	সর্গ	অধ্যায়
হাঁড়ি	পাত্র	হাড়ি	নিম্নবর্ণের হিন্দু

⊙ **উৎকর্ষবাচক-তর, -তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত বানান** বাংলায় উৎকর্ষের সর্বাধিক্য বোঝাতে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে/ইষ্ঠ/প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে ভুলবশত অনেকে দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক-তর এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবাচক-তম/প্রত্যয় যোগ করে থাকেন। যেমন কনিষ্ঠতর/কনিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠতর/শ্রেষ্ঠতম ইত্যাদি। এরকম প্রয়োগ অশুদ্ধ ও অনুচিত।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কনিষ্ঠতম/তর	কনিষ্ঠ	বলিষ্ঠতম/তর	বলিষ্ঠ
গরিষ্ঠতম/তর	গরিষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতম/তর	শ্রেষ্ঠ
পাপিষ্ঠতম/তর	পাপিষ্ঠ	লঘিষ্ঠতম/তর	লঘিষ্ঠ

⊙ **শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ :** যেকোনো শব্দের গঠনরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এর ব্যবহারে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ-

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অসহ্যনীয়	অসহ্য	অধীনস্থ	অধীন
অস্তমান	অস্তায়মান	অগ্রসরমান	অগ্রসর
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অশ্রুজল	অশ্রু
অভিপ্সা	অভীপ্সা	অন্বেশণ	অন্বেষণ
ইদানিং	ইদানীং	ইংরেজী	ইংরেজি
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র	কার্পণ্যতা	কার্পণ্য
চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা	নিরহংকারী	নিরহংকার
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	সুকেশিনী	সুকেশা/সুকেশী
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য	সুস্বাগত	স্বাগত
বারম্বার	বারংবার	প্রাণপন	প্রাণপণ
সৌজন্যতা	সৌজন্য	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে/বিনয়পূর্বক
সম্বলিত	সংবলিত	সহকারি	সহকারী

অপপ্রয়োগের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত

অতপর/অতঃপর	'অতঃপর' শব্দের অর্থ এরপর বা তারপর। অতএব 'অতঃপর' অর্থে কখনো 'অতপর' লেখা সমীচীন নয়।
অধস্তন/অধঃস্তন	বিসর্গহীন 'অধস্তন' অর্থ 'নিম্নপদস্থ' কিন্তু বিসর্গযুক্ত 'অধঃস্তন' অর্থ নিম্নস্থ-স্তন।

CS CamScanner

অনুরোধ/সবিনয় অনুরোধ/সবিনয়ে অনুরোধ	অনুরোধ শব্দের পূর্বে 'সবিনয়' নিষ্প্রয়োজন।
অপমান	প্রীতি তাহাকে অপমান করল-বাক্যটি ভুল। কারণ কেউ কাউকে অপমান করে না, করে অপমানিত। সুতরাং সঠিক বাক্য হবে- প্রীতি তাহাকে অপমানিত করল।
অপেক্ষমাণ/অপেক্ষমান	ক্ষ অর্থাৎ ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ আগে আছে বলে ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'অপেক্ষমাণ' হবে, 'অপেক্ষমান' নয়। 'অপেক্ষমান' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
অভ্যন্তরীণ/আভ্যন্তরীণ	প্রচলিত অনেক বইতে 'আভ্যন্তরীণ' শব্দটিকে সঠিক বলা হলেও বাংলা একাডেমির আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে শব্দটি ভুল। এর কারণ মূল শব্দ হচ্ছে 'অভ্যন্তর' আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'ঈন'। মনে রাখতে হবে 'ঈন' প্রত্যয় যুক্ত হলে কখনো আদিস্বর বৃদ্ধি হয় না, আদিস্বর বৃদ্ধি হয় 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হলে। এখানে সঠিক হবে কেবল অভ্যন্তরীণ।
অশ্রুজল	'চোখের জল' বোঝাতে 'অশ্রুজল' শব্দটির ব্যবহার অপপ্রয়োগ। 'অশ্রু' শব্দ দ্বারাই 'চোখের জল' বোঝায়।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	'আকণ্ঠ' দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে 'পর্যন্ত' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
আতিথেয়তা/আতিথ্য	আতিথেয়তা অর্থ সেবাপরায়ণতা (Hospitality) আর আতিথ্য অর্থ অতিথি সৎকার (Being a Host)। শব্দ দুটো ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে। যেমন: আমি তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম; আমি তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ। একটির পরিবর্তে আরেকটির ব্যবহার করা হলেই তা অপপ্রয়োগ হবে।
আভাষ/আভাস	আভাষ শব্দের অর্থ ভূমিকা/মুখবন্ধ। আর আভাস অর্থ ইঙ্গিত/অস্পষ্ট প্রকাশ।
আরোগ্য	আরোগ্য হলেন হবে না; আরোগ্য লাভ করা হয়।

আশঙ্কা/সম্ভাবনা	'সম্ভাবনা' হলো Positive অর্থে আর Negative অর্থে হলো 'আশঙ্কা'। সঠিক বাক্য হবে- আগামীকাল বঙ্গোপসাগরে হালকা বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে।
আয়ত্তাধীন	'আয়ত্ত' শব্দের অর্থই হচ্ছে 'অধীন'। তাই শুদ্ধ বাক্যটি হবে-বিষয়টি আমার অধীন নয়/বিষয়টি আমার আয়ত্তে নেই।
ইদানীংকাল	'ইদানীং' বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ 'ইদানীং' শব্দের সাথে 'কাল' যুক্ত। তাই 'ইদানীংকাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
উদ্দেশ/উদ্দেশ্য	খোঁজ, লক্ষ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশে 'উদ্দেশ' শব্দ ব্যবহার করা হয়। অভিপ্রায়, মতলব বা প্রয়োজন বোঝাতে 'উদ্দেশ্য' ব্যবহার করা হয়।
উপরোক্ত/উপর্যুক্ত	'উপরোক্ত' বানানটি ভুল। সঠিক বানান হবে উপর্যুক্ত। এটি সন্ধিঘটিত ভুল।
উর্বরা শক্তি/উর্বরতা শক্তি	ভূমি 'উর্বরা শক্তি' নয়। তাই 'উর্বরা' শক্তি'র পরিবর্তে 'উর্বরতা শক্তি' কথাটির প্রয়োগই যথার্থ।
উল্লেখিত/উল্লিখিত	বাংলা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে উপরে যা লেখা হয়েছে সে অর্থ প্রকাশে উল্লেখিত শব্দটি অশুদ্ধ। লিখতে হবে 'উল্লিখিত' 'উল্লেখিত' নয়।
এতদ্বারা/এতদ্দারা	লিখতে হবে এতদ্দারা। ভুলেও 'এতদ্বারা লিখবে না।
কর্তৃপক্ষগণ	কর্তৃপক্ষ একটি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ। এর পরে আবার বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ 'গণ' ব্যবহার করা হলে তা ভুল হবে।
কৃচ্ছ্র/কৃচ্ছ্রতা	'কৃচ্ছ্র' শব্দের অর্থ : শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। 'কৃচ্ছ্র' শব্দের সাথে তা প্রত্যয়যোগে 'কৃচ্ছ্রতা' শব্দের ব্যবহার অপপ্রয়োগ।
কৃতি/কৃতী	'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ : কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ: কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থে 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।

CS CamScanner

কেবলমাত্র/শুধুমাত্র	যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে সেখানে 'কেবলমাত্র' বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।
খাঁটি গোরুর দুধ	কথাটি প্রচলিত থাকলেও তা অশুদ্ধ। শুদ্ধ রূপ হলো– গোরুর খাঁটি দুধ।
গড্ডলিকা প্রবাহ	'গড্ডালিকা প্রবাহ' না লিখে লিখতে হবে 'গড্ডলিকা প্রবাহ'।
জন্মবার্ষিক/বার্ষিকী	জন্মবার্ষিকী না লিখে জন্মবার্ষিক লেখা সমীচীন। যেমন: জন্মবার্ষিক, প্রতিষ্ঠাতাবার্ষিক।
জবাবদিহি/জবাবদিহিতা	'জবাবদিহি' শব্দটি নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশেষ্যপদ যার অর্থ হচ্ছে কৈফিয়ত।
জ্ঞাতার্থে	'জ্ঞাতার্থে' শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও ব্যাকরণসম্মত নয়। অতএব, 'জ্ঞাতার্থে' অশুদ্ধ শব্দ। এমন অর্থহীন– অশুদ্ধ শব্দ লেখা সমীচীন নয়। তৎপরিবর্তে লেখা উচিত: অবগতির জন্য।
ঝরনা/ঝরণা/ঝর্ণা	যার জল ঝরে পড়ে তা-ই ঝরনা। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নয় এটি। তাই ঝরণা বা ঝর্ণা লেখা অনুচিত।
তাপদাহ	'তাপ' শব্দটির অর্থ: উষ্ণতা, উত্তাপ বা দাহ। 'তাপদাহ' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'দাহদাহ'। শব্দটির শুদ্ধ রূপ হলো দাবদাহ।
দাহ্যশক্তি/দাহিকা শক্তি	দহন বা দাহন করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ। 'দাহ্য' শব্দের অর্থ: যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। তাই 'দাহ্যশক্তি'র স্থলে লিখতে হবে 'দাহিকা শক্তি'।
নেত্রীবর্গ/ নেতৃবর্গ	'নেত্রীবর্গ' ও 'নেতৃবর্গ' শব্দ দুটো সমোচ্চারিত কিন্তু বানান ও অর্থ ভিন্ন। 'নেত্রীবর্গ' শব্দের অর্থ মহিলা নেতারা। অন্যদিকে 'নেতৃবর্গ' শব্দের অর্থ নেতারা (পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে)।
প্রস্তাব/প্রস্তাবনা	'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবনা' শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'আলোচ্য বিষয়' ও 'ভূমিকা'। তাই 'প্রস্তাব' অর্থে 'প্রস্তাবনা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
প্রাক্তন ছাত্র	'তিনি ছিলেন এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।' বাক্যটি ভুল। প্রাক্তন শব্দটি অতীত নির্দেশক পদ। অতএব প্রাক্তন শব্দের সঙ্গে অহেতুক আর একটি অতীত নির্দেশক পদ (ছিলেন) ব্যবহার করা উচিত নয়।

বমালসুদ্ধ	মালসহ, মালসুদ্ধ বা মালসমেত অর্থে 'বমালসুদ্ধ' শব্দটির ব্যবহার বাহুল্য দোষে দুষ্ট। কারণ 'বমাল' শব্দের অর্থ মালসহ বা মালসমেত। অর্থাৎ 'বমালসুদ্ধ' এর অর্থ দাঁড়ায় 'মালসহসুদ্ধ'। সুতরাং 'বমালুদ্ধ' না লিখে বা না বলে বমাল/মালসহ এর ব্যবহার করাই শ্রেয়।
বহুল	বহুল শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দের শেষে আলাদা বসে। যেমন: বহুল পরিচিত, বহুল পরিমাণ, বহুল কথিত ইত্যাদি। শব্দটি লেখার ক্ষেত্রে তাই ভালোভাবে লক্ষ রাখতে হবে।
বাঙালি/বাঙালী/বাঙ্গালী/বাঙ্গালি	বাঙালি/বাঙালী/বাঙ্গালী/বাঙ্গালি-চার রকম বানান দেখা যায়। প্রমিত বানান রীতি অনুযায়ী শুদ্ধ হচ্ছে: বাঙালি (বাঙ + আলি = বাঙালি)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও 'বাঙালি' লেখা হয়েছে।
বার্ষিক/বার্ষিকী	বার্ষিক [স. বর্ষ + ইক] বাৎসরিক; বছরসংক্রান্ত। প্রতিবছর অনুষ্ঠেয় বা প্রতিবছর দেয় অর্থে বার্ষিকী শব্দটির প্রচলন ভুল। তাই বার্ষিকী না লিখে বার্ষিক লেখায় যুক্তিযুক্ত। যেমন: বার্ষিক পরীক্ষা; বার্ষিক চাঁদা; জন্ম শতবার্ষিক। উল্লেখ্য, কখনো বার্ষিকী পরীক্ষা হয় না বা হবে না।
বিষাক্ত/বিষধর	'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ: 'বিষমিশ্রিত' 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, 'বিষাক্ত সাপ' প্রয়োগ অশোভন। অর্থাৎ শব্দটি হবে 'বিষধর' সাপ।
মধুমাস/মধুফল	'মধুমাস' শব্দের অর্থ: চৈত্র মাস। বর্তমানে 'জ্যৈষ্ঠের আম, জাম, লিচু ও অন্যান্য ফলকে বলা হচ্ছে মধুফল। এ প্রয়োগও শুদ্ধ নয়। মধুফল বলে প্রকৃতপক্ষে কোনো মাস নেই।
রুগ্‌ণ হবে, রুগ্ন নয়	অসুস্থ বা পীড়িত অর্থে অনেকে 'রুগ্ন (রুগ্‌ণ)' বানানের উদ্ভট একটি শব্দ ব্যবহার করে থাকে।
লক্ষ/লক্ষ্য	অঙ্ক বা সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বদা 'লক্ষ' বসবে। যেমন–আমার দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

শিস/শিশ/শিষ	প্রথম শিস এর অর্থ ঠোঁটের সাহায্যে তৈরি শব্দ; দ্বিতীয় শিশ অর্থ কাঁচ (শিশমহল); তৃতীয় শিষ এর অর্থ শীর্ষ বা চূড়া। তিনটি বানানই শুদ্ধ তবে তিনটি শব্দের অর্থ ভিন্ন হওয়ায় একটির জায়গায় অন্যটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
স্বপক্ষ, সপক্ষ	'স্ব' মানে নিজ, 'পক্ষ' মানে দল। অতএব 'স্বপক্ষ' মানে 'নিজ দল'। প্রয়োগ: আমরা বিজ্ঞানের স্বপক্ষে। কিন্তু 'সপক্ষ' মানে স্বপক্ষের (অর্থাৎ নিজের পক্ষের) অনুকূল কোনো দল। প্রয়োগ: এ মুহূর্তে জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের সপক্ষে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন।

বাক্যের পদের অপপ্রয়োগ

(ক) বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত ভুল :

অনেক সময় বিশেষণ পদ নির্ধারক বহুবচনের কাজ করে। এ ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করার দরকার হয় না। যেমন : তিনজন লোক, একগাদা ফুল, ডালা ভরা সুপারি, অদ্ভুত সব কাণ্ড, সকল ছাত্র, অনেক দিন, বহু বছর, যাবতীয় প্রাণী, সমুদয় প্রশ্ন। এরকম ক্ষেত্রে মূল শব্দটিকে বহুবচন করে 'তিনজন লোকেরা', 'একগাদা ফুলগুলো', 'সমুদয় প্রশ্নসমূহ', 'সকল ছাত্ররা' ইত্যাদি প্রয়োগ শুদ্ধ হয় না। এরকম–

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এ গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এ গ্রহের বাসিন্দা।
সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।	সকল দর্শককে স্বাগত জানাই।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।

(খ) যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুল :

শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন : অজ্ঞতা (জ্ঞানহীনতা) বোঝাতে অজ্ঞানতা (মূর্খতা) শব্দের প্রয়োগ। এরকম–

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।
অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার /অনিবার্য।
তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

(গ) বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের প্রয়োগজনিত ভুল :

বাক্যে যেখানে বিশেষ্য ব্যবহার করতে হবে সেখানে বিশেষণকে বিশেষ্য ভেবে প্রয়োগ করায় এ ধরনের ভুল হয়। যেমন–

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
ইহার আবশ্যক নাই।	ইহার আবশ্যকতা নাই।
সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।	সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
দুর্বলবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।	দুর্বলতাবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।

(ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুল :

প্রবাদ-প্রবচনের মর্মমূলে রয়েছে যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তাই যুগযুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদের যথেচ্ছ বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূলের অর্থ বদলে দেয়। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যেমন–

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।	যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

(ঙ) লিঙ্গ-সঙ্গতিজনিত ভুল :

বাংলা সাধু ভাষায় এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন : সুন্দরী বালিকা, বীরাঙ্গনা নারী। এরকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। যেমন :

অপপ্রয়োগ : বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

শুদ্ধ প্রয়োগ : বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

অপপ্রয়োগ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।

শুদ্ধ প্রয়োগ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে।

(চ) যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল :

এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন : 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে 'ঈয়' প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। আবার বিশেষণ ভেবে বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন : 'নিশ্চয়' বিশেষ্য, একে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ চলে না। এর বিশেষণ রূপ হবে 'নিশ্চিত'। যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগের কিছু সমস্যা এখানে দেখানো হলো :

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
অবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
আমাদের দেশ উন্নতশীল দেশ।	আমাদের দেশ উন্নতিশীল দেশ।
আপনার সঙ্গে গোপন পরামর্শ আছে।	আপনার সঙ্গে গোপনীয় পরামর্শ আছে।
সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।	সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

বাচ্যজনিত ভুল :

কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'করা' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও হওয়া ক্রিয়ার রূপ হয়। যেমন :

কর্তৃবাচ্য : [সে] আমাকে আপমান করেছে।

কর্মবাচ্য : [তার দ্বারা] আমি অপমানিত হয়েছি।

এদিক থেকে 'আমি অপমান হয়েছি' বাক্যে 'অপমান' শব্দের প্রয়োগ ভুল। শুদ্ধ প্রয়োগ আমি অপমানিত। এরকম :

ভুল প্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।	এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।

(ড) বিশেষণ-দ্বিত্বজনিত ভুল :

বিশেষণ শব্দের সঙ্গে পুনরায় বিভ্রান্তিবশত বিশেষণবাচক উপসর্গ বা প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগের ফলে কিছু কিছু ভুল শব্দ গঠিত হয়। যেমন : 'চিত্রিত' শব্দটি বিশেষণ, আবার 'সচিত্র' শব্দটিও বিশেষণ। দুটিকে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ভ্রমাত্মক ও অশুদ্ধ শব্দ সচিত্রিত। এ ধরনের অশুদ্ধ শব্দের উদাহরণ :

আবশ্যক (আবশ্যকীয় নয়)	লজ্জিত (সলজ্জিত নয়)
উদ্বেল (উদ্বেলিত নয়)	একত্র (একত্রিত নয়)
ঠিক (সঠিক নয়)	নিঃশেষ (নিঃশেষিত নয়)
ব্যাকুল (ব্যাকুলিত নয়)	সশঙ্ক (সশঙ্কিত নয়)

কতিপয় অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধিকরণ

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।
দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
আমরা আজ সবাই একত্রিত হয়েছি।	আজ আমরা সবাই একত্র হয়েছি।
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।	বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্র।
আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
তিনি সস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়াছেন।	তিনি সস্ত্রীক নিউমার্কেটে গেছেন।
তিনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	তিনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।	আমার এ কাজে সহযোগিতা নেই।
তিনি আরোগ্য হয়েছেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
ইহা প্রমাণ হয়েছে।	এটি প্রমাণিত হয়েছে।
নির্দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেবে কেন?	নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দেবে কেন?
মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ!	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ।
হে ত্রিনয়নী আমাকে রক্ষা কর।	হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা কর।
সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
দুরাবস্থা আকাঙ্খা লাভের অন্তরায়।	দুরবস্থা আকাঙ্ক্ষা পূরণের অন্তরায়।
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
নদীর জল হ্রাস হয়েছে।	নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।
রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বিখ্যাত কাব্য।	'গীতাঞ্জলি' রবি ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্য।
উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
বুনো কচু বাঘা তেঁতুল।	বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
ভুল লিখিতে ভুল করিও না।	ভুল লিখিতে ভুল করিও না।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ।	অস্তায়মান সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ।
দেশের নেতাদের দূরদৃষ্টতা খুবই কম।	দেশের নেতাদের দূরদৃষ্টি খুবই কম।
আমার টাকার আবশ্যক নাই।	আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।
ঘূর্ণায়মান বস্তু স্থিতি লাভ করে না।	ঘূর্ণ্যমান বস্তু স্থিতি লাভ করে না।
সে মনোকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।	সে মনঃকষ্টে গ্রাম ছাড়িয়াছে।
সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাধে।	সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে
কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখিয়াছেন।	কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছেন।
একটি গোপন পরামর্শ আছে।	একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।

সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে।	সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।
সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।
হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম।	চরিত্রহীন লোক পশ্বধম।
আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।	আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
সে দুগ্ধফেণমিভ বিছানায় শুয়ে আছে।	সে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছে।
মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।	মেয়েটি সুকেশা এবং সুহাসিনী।
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
তার সৌজন্যতা ভুলতে পারি না।	তার সৌজন্য ভুলতে পারি না।
সে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।	সে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।
মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।
তিনি আরোগ্য হলেন।	তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
অন্যান্য পায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলাম।	অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।
মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত্ত ছিল।	তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।
প্যানিতে কুমির ডাঙায় বাঘ।	জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।
খেলা চলাকালীন সময়ে গোলমাল শুরু হলো।	খেলা চলার সময় গোলমাল শুরু হলো।
শিক্ষার উদ্দেশ্য মনের প্রসারতা বর্ধন।	শিক্ষার উদ্দেশ্য মানসিক প্রসারতা।
ঋষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে।	ঋষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
রাঙামাটি পার্বতীয় এলাকা।	রাঙামাটি পার্বত্য এলাকা।
নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছ কি?	নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কি?
আমি সাতেও নেই সতেরোতেও নেই।	আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।
আখের চারা বপন করা হলো।	আখের চারা রোপণ করা হলো।
যার লাঠি, তার ঘাঁটি।	যার লাঠি, তার মাটি।
তার সুজনতায় মুগ্ধ হলাম।	তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে।	আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে।
বাক্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	বাক্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
যুদ্ধ শেষ হইল।	যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. সংস্কৃতিকে বলা যায় লাবন্য; কখনো ব্যাক্তির, কখনো নির্দিস্ট জাতীর। এ বাক্যে ভুল শব্দের সংখ্যা—
ⓚ তিন ⓚ চার
ⓖ পাঁচ ⓖ ছয়

Correction to option labels:

ক) তিন খ) চার
গ) পাঁচ ঘ) ছয়

২. 'অংক করতে ভুল করও না' চলিত রীতির বাক্যটিতে অশুদ্ধ-সংখ্যা?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ১টি ঘ) ৪টি

৩. 'তিনি হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবিতে ছিলেন, শুধুমাত্র মনিষী বাক্যই তো জীবন্মৃত যুবসমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে'। চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে মোট ভুলের সংখ্যা—
ক) পাঁচ খ) ছয়
গ) সাত ঘ) আট

৪. 'সুনামীর তাণ্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।' বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে?
ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ভুল নেই

৫. সকল পরীক্ষার্থীরাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে। বাক্যটিতে ভুল রয়েছে।
ক) বানানজনিত খ) লিঙ্গজনিত
গ) বচনজনিত ঘ) সমাসজনিত

৬. 'সন্ন্যাসী দেখলেন, দূরন্ত গতিতে উজ্জ্বল রশ্মি এগিয়ে আসছে।' এ বাক্যে ভুলের সংখ্যা কয়টি?
ক) একটি খ) দুটি
গ) চারটি ঘ) তিনটি

৭. দারিদ্র বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?
ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি

৮. দুরাবস্থা আকাঙ্খা লাভের অন্তরায়— বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) কোনো ভুল নেই

৯. অসথ উপায়ে অর্জিত অর্থ অপব্যায়ে নস্ট হয়— বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কত?
ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি

১০. আত্মীয়ের সাথে মনোমালিণ্য হলে সংশ্রব ত্যগ করাই মঙ্গল— বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) কোনো ভুল নেই

উত্তরপত্র

১. খ
২. খ
৩. ঘ
৪. গ
৫. গ
৬. খ
৭. ক
৮. ক
৯. গ
১০. খ

২৫. 'যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ–এককথায় কী বলে?
ⓚ দুর্গম ⓚ শ্বাপদসংকুল
ⓖ অরণ্য জনপদ ⓖ বিপদসংকুল

২৬. 'দীপ্তি পাচ্ছে এমন'– এককথায় কী হবে?
ⓚ দীপ্যমান ⓚ দীপ্তমান ⓖ দীপ্যমান ⓖ দেদীপ্যমান

২৭. 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'– নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ⓚ কর্তায় শূন্য ⓚ অপাদানে শূন্য
ⓖ কর্মে শূন্য ⓖ করণে শূন্য

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর বিচার্য

২৮. 'শুভক্ষণে জন্ম যার'-এক কথায় কী হবে? [N.U. (Bus.) 13-14]
ⓚ শুভজন্মা ⓚ কল্যাণীয় ⓖ শুভময় ⓖ ক্ষণজন্মা

২৯. 'জিজীবিষা'র প্রসারিত রূপ– [N.U. (Bus.) 10-11]
ⓚ জানবার ইচ্ছা ⓚ বেঁচে থাকার ইচ্ছা
ⓖ জয়ের ইচ্ছা ⓖ হত্যার ইচ্ছা

৩০. 'জয়ন্তী' শব্দের অর্থ — [N.U. (Bus.) 10-11]
ⓚ জয়ের জন্য যে উৎসব
ⓚ জায়ফলের বিচি
ⓖ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উৎসব
ⓖ বিজয়-পরবর্তী উৎসব

৩১. 'দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ' সংকোচনে হবে — [N.U. (Bus.) 08-09; (Hum.) 08-09; (Sci.) 08-09]
ⓚ মধ্যাহ্ন ⓚ গোধূলি ⓖ অপরাহ্ন ⓖ সায়াহ্ন

৩২. 'যিনি বিদ্যালাভ করেছেন'— এক শব্দে হবে— [N.U. (Bus.) 06-07; (Sci) 06-07]
ⓚ বিদ্বান ⓚ বিদ্যোৎসাহী
ⓖ কৃতবিদ্য ⓖ বিদ্যাসাগর

৩৩. 'ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব'কে এক কথায় বলে— [N.U. (Hum.) 14-15; 12-13]
ⓚ রজত জয়ন্তী ⓚ সুবর্ণ জয়ন্তী
ⓖ সার্ধশত জয়ন্তী ⓖ হীরক জয়ন্তী

৩৪. 'জয়ন্তী' শব্দের সম্প্রসারিত রূপ কোনটি? [N.U. (Hum.) 13-14]
ⓚ জয়ের অন্তে উৎসব
ⓚ জয়লাভের উপলক্ষ্যে উদ্দামতা
ⓖ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উৎসব
ⓖ যে দিনে জয়লাভ ঘটেছে তার স্মরণে অনুষ্ঠান

৩৫. 'হাতির ডাক' কে এককথায় কী বলে? [N.U. (Hum.) 13-14]
ⓚ নিক্কণ ⓚ হ্রেষা ⓖ বৃংহিত ⓖ কেকা

৩৬. দক্ষতা অর্থে 'হাত' শব্দের ব্যবহার কোনটি? [N.U. (Hum.) 12-13]
ⓚ হাত থাকা ⓚ হাতছাড়া
ⓖ হাতে আসা ⓖ হাত আসা

৩৭. 'অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে', তাকে বলে— [N.U. (Hum.) 11-12]
ⓚ অপরিণামদর্শী ⓚ অবিমৃশ্যকারী
ⓖ অপরিপক্ব ⓖ অদূরদর্শী

৩৮. 'জুগুপ্সা'-র প্রসারিত রূপ— [N.U. (Hum.) 09-10]
ⓚ জয়সূচক উৎসব ⓚ জয় করার ইচ্ছা
ⓖ জানার ইচ্ছা ⓖ নিন্দা করার ইচ্ছা

৩৯. 'যার কোনো গতি নেই।'– এক শব্দে হবে– [N.U. (Hum.) 07-08; (Sci) 07-08; (Bus.) 08-09]
ⓚ অনন্যগতি ⓚ অগতি
ⓖ অগত্যা ⓖ অগম্য

৪০. এক শব্দে প্রকাশ কর = যেকোনো বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে [N.U. (Hum.) 02-03; (Bus.) 02-03]
ⓚ নিস্পৃহ ⓚ স্পৃহাহীন
ⓖ অস্পৃহ ⓖ বীতস্পৃহ

৪১. 'মাছের মার পুত্র শোক' কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [N.U. (Sci) 13-14]
ⓚ বহবাড়ম্বে লঘুক্রিয়া ⓚ অবিশ্বাস্য ব্যাপার
ⓖ পুত্র হারানোর বেদনা ⓖ লোক দেখানো শোক

৪২. 'অক্ষির সম্মুখে' এর সংক্ষেপে হলো — [N.U. (Sci) 10-11]
ⓚ প্রত্যক্ষ ⓚ সমক্ষ
ⓖ পরোক্ষ ⓖ নিরপেক্ষ

৪৩. নিন্দা করবার ইচ্ছা— [N.U. (Sci) 09-10]
ⓚ নিন্দনীয় ⓚ জুগুপ্সা
ⓖ নিন্দার্হ ⓖ অনিন্দ্য

বাগধারা ও বাগবিধি

বাক্ + ধারা = বাগ্‌ধারা। 'বাক' অর্থ কথা বলা এবং 'ধারা' অর্থ ঢং বা রীতি। অর্থাৎ 'বাগ্‌ধারা' শব্দের অর্থ কথা বলার বিশেষ ঢং বা রীতি। এটা এক ধরনের গভীর ভাব ও অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। বাগ্‌ধারার সাহায্যে নতুন এবং বিশেষ ধরনের অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ গঠিত হয়। একে 'বাগ্বিধি'ও বলা হয়। ইংরেজিতে এদেরকে 'ইডিয়ম' (idiom) বলে।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই এমন কতকগুলো শব্দসমষ্টি রয়েছে যাদের অর্থ বাক্যার্থ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে বহুকাল ধরে ব্যবহারের ফলে এই শব্দসমষ্টিগুলো গভীর কোনো অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ প্রকাশ করে। বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দসমষ্টি বা বাক্যাংশ আছে যা আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ না করে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বাগ্‌ধারা বা বাগ্বিধি বলে। বাগ্‌ধারার ব্যবহারে ভাষা গভীর অর্থজ্ঞাপক ও শ্রুতিমধুর হয়।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. 'আকাশ কুসুম' বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓚ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ⓚ অপ্রত্যাশিত
ⓖ প্রচুর ব্যবধান ⓖ অসম্ভব কল্পনা

২. 'সাক্ষী গোপাল' বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓚ অপদার্থ ⓚ মূর্খ
ⓖ নিরেট বোকা ⓖ নিষ্ক্রিয় দর্শক

৩. 'ধামাধরা' বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓚ যথেচ্ছাচারী ⓚ বক ধার্মিক
ⓖ তোষামোদকারী ⓖ কদরহীন লোক

উত্তর: ২৫. খ | ২৬. গ | ২৭. গ | ২৮. ঘ | ২৯. খ | ৩০. ঘ | ৩১. খ | ৩২. গ | ৩৩. ঘ | ৩৪. গ | ৩৫. গ | ৩৬. ক | ৩৭. খ | ৩৮. ঘ | ৩৯. গ | ৪০. ঘ | ৪১. ঘ | ৪২. ক | ৪৩. খ | ১. ঘ | ২. ঘ | ৩. গ

৪. 'বারো বাইরে ঠাঁট বজায় রেখে চলে।'–এর অর্থ প্রকাশক বাগধারা কোনটি?
ⓐ ব্যাঙের আধুলি ⓑ লেফাফা দুরস্ত
ⓒ রাশভারি ⓓ ভিজে বেড়াল

৫. 'ডাক্তার সাহেবের হাত যশ ভালো'– বাক্যে 'হাত' ব্যবহৃত হয়েছে–
ⓐ অধিকার অর্থে ⓑ যশ অর্থে
ⓒ অভ্যাস অর্থে ⓓ নিপুণতা অর্থে

৬. 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓐ ষড়যন্ত্র ⓑ সন্দেহজনক আচরণ
ⓒ ঢাক জোরে বাজানো ⓓ লুকোচুরি

৭. 'তাসের ঘর' শব্দের অর্থ কী?
ⓐ সর্বনাশ ⓑ তামাশা ⓒ ক্ষণস্থায়ী ⓓ ভণ্ড

৮. 'তামার বিষ' বাগধারার অর্থ কী?
ⓐ অর্থের অভাব ⓑ অর্থের প্রাচুর্য
ⓒ অর্থের কু-প্রভাব ⓓ অর্থের অহংকার

৯. 'গোবর গণেশ' বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓐ অপদার্থ ⓑ নিরেট মূর্খ
ⓒ অত্যন্ত অলস ⓓ অপটু

১০. 'একাদশে বৃহস্পতি' কী?
ⓐ প্রবাদ ⓑ বাগধারা
ⓒ সমস্তপদ ⓓ ব্যাসবাক্য

১১. 'পুকুর চুরি' বাগধারাটির অর্থ–
ⓐ অবাস্তব বস্তু ⓑ বড় ধরনের চুরি
ⓒ পুকুর চুরি করা ⓓ লোপাট

১২. 'ইঁদুর কপালে' অর্থ কী?
ⓐ প্রবাদ ⓑ বাগধারা
ⓒ সমস্ত পদ ⓓ ব্যাসবাক্য

১৩. 'একাদশে বৃহস্পতি' অর্থ–
ⓐ সুসময় ⓑ দুঃসময়
ⓒ অলীক বস্তু ⓓ শেষ রক্ষা

১৪. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বাগধারাটির অর্থ–
ⓐ বন্ধুভাবাপন্ন ⓑ শত্রু
ⓒ রাবণের ভাই ⓓ যে গৃহ বিবাদ করে

১৫. 'রাবণের চিতা' অর্থ কী?
ⓐ চির শান্তি ⓑ চির অশান্তি
ⓒ চির নিদ্রা ⓓ চির সুখী

১৬. 'ভাবনা চিন্তাহীন' কোন বাগধারাটির অর্থ প্রকাশ করে?
ⓐ সুখের পায়রা ⓑ খোদার খাসি
ⓒ যক্ষের ধন ⓓ বসন্তের কোকিল

১৭. 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ⓐ বাড়তি বোঝা ⓑ রূপের মোহ
ⓒ ভূমিকা ⓓ ফিটফাট

১৮. 'স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি' কোন বাগধারা দিয়ে বুঝানো হয়েছে?
ⓐ ধর্মের ষাঁড় ⓑ পোয়াবারো
ⓒ রাহুর দশা ⓓ বুদ্ধির ঢেকি

১৯. কোন বাগধারাটির অর্থ চির অশান্তি?
ⓐ কুল কাঠের আগুন ⓑ তুষের আগুন
ⓒ রাবণের চিতা ⓓ কলির সন্ধ্যা

২০. 'ফপর দালালি' – এ বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি?
ⓐ ঠোঁট কাটা ⓑ কাণ্ডজ্ঞানহীন
ⓒ গায়ে পড়ে মাতব্বরী ⓓ ধনের অহংকার

২১. 'ইঁদুর কপালে' বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ⓐ মন্দ বাক্য ⓑ মন্দ ভাগ্য
ⓒ হাস্যকর চেহারা ⓓ ইঁদুরাকৃতি কপাল

২২. 'বৈরাগ্য সাধনে— সে আমার নয়' শূন্যস্থান পূরণ করুন।
ⓐ মুক্তি ⓑ আনন্দ
ⓒ বিশ্বাস ⓓ আশ্বাস

২৩. 'নদের চাঁদ' বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓐ অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ⓑ অহমিকাপূর্ণ নির্গুণ বস্তু
ⓒ অদৃষ্টের পরিহাস ⓓ বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি

২৪. 'শিবে-সংক্রান্তি' বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓐ আসন্ন বিপদ ⓑ মাথা ব্যথা
ⓒ মহাবিপদ ⓓ মাথার বোঝা

২৫. 'মন না মতি' বাগধারার অর্থ কী?
ⓐ চালবাজি ⓑ অস্থির মানব মন
ⓒ অরাজক পরিস্থিতি ⓓ অমূল্য সম্পদ

২৬. 'শকুনি মামা'-এর অর্থ কোনটি?
ⓐ কুৎসিত মামা ⓑ সৎ মামা
ⓒ কুচক্রী মামা ⓓ পাতানো মামা

২৭. 'কেতাদুরস্ত' বাগধারার অর্থ কী?
ⓐ অলস ⓑ পরিশ্রমী
ⓒ পরিপাটি ⓓ দীর্ঘজীবী

২৮. কোন বাগধারাটি স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে?
ⓐ তুলসী বনের বাঘ ⓑ বিড়াল তপস্বী
ⓒ ভিজা বিড়াল ⓓ বকধার্মিক

২৯. 'চক্ষুদান করা' বাগধারার অর্থ কী?
ⓐ চুরি করা ⓑ সেবা করা
ⓒ অপরাধ করা ⓓ নষ্ট করা

৩০. 'হাত ধুয়ে বসা' বাগধারার অর্থ কী?
ⓐ খেতে বসা ⓑ শুরু করা
ⓒ ভণ্ডামী করা ⓓ সাধু সাজা

৩১. 'উজানের কৈ'-এই বাগধারাটির অর্থ কী?
ⓐ বিরাট আয়োজন ⓑ সহজলভ্য
ⓒ অপদার্থ ⓓ সামান্য পার্থক্য

৩২. 'ঢাকের কাঠি' এই বাগধারাটির সাথে কোন বাগধারাটির মিল আছে?
ⓐ তাসের ঘর ⓑ চোখের বালি
ⓒ গুড়ে বালি ⓓ খয়ের খাঁ

৩৩. 'নদের চাঁদ' বাগধারাটির অর্থ কি?
ⓐ অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ⓑ অহমিকাপূর্ণ নির্গুণ ব্যক্তি
ⓒ অদৃষ্টের পরিহাস ⓓ বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি

উত্তর

৪.	খ
৫.	ঘ
৬.	ঘ
৭.	গ
৮.	গ
৯.	খ
১০.	খ
১১.	খ
১২.	খ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	খ
১৬.	খ
১৭.	গ
১৮.	ক
১৯.	গ
২০.	গ
২১.	খ
২২.	ক
২৩.	খ
২৪.	ক
২৫.	খ
২৬.	গ
২৭.	গ
২৮.	গ
২৯.	ক
৩০.	ঘ
৩১.	খ
৩২.	ঘ
৩৩.	খ

CamScanner

৩৪. নিচের বাগধারার কোন জোড়াটি বিশুদ্ধ?
ক) [illegible] বিড়াল তপস্বী
খ) [illegible] সোনায় সোহাগা
গ) [illegible]
ঘ) [illegible]

৩৫. [illegible] -এর সমার্থক বাগধারা কোনটি?
ক) কলকাঠি নাড়া খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৩৬. [illegible] – এর সমার্থক বাগধারা কোনটি?
ক) [illegible] খ) তুলসী বনের বাঘ
গ) মাটির পুতুল ঘ) [illegible]

৩৭. [illegible] বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি?
ক) [illegible]
খ) [illegible]
গ) [illegible]
ঘ) [illegible]

৩৮. [illegible] বাগধারাটির অর্থ কী?
ক) অপদার্থ খ) মূর্খ
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৩৯. নিচের কোন বাগধারাটি বিশুদ্ধ?
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৪০. [illegible] – এর বিপরীত বাগধারা কোনটি?
ক) ভিজে বেড়াল খ) [illegible]
গ) সোনায় সোহাগা ঘ) [illegible]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ

৪১. [illegible] বাগধারার অর্থ কী? [N.U. (Bus.) 14-15]
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৪২. [illegible] বাগধারার অর্থ — [N.U. (Bus.) 09-10]
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৪৩. 'আকাশে তোলা' বাগধারাটি বুঝায়— [N.U. (Bus.) 07-08]
ক) অতিরিক্ত প্রশংসা করা খ) সম্মান দেওয়া
গ) উপরে উঠানো ঘ) শূন্যে তোলা

৪৪. আভিধানিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বলা হয়— [N.U. (Bus.) 05-06, (Hum.) 05-06, (Sci.) 05-06]
ক) বিশুদ্ধ শব্দ খ) বাগধারা
গ) বিপরীতার্থক শব্দ ঘ) পর্যায় শব্দ

৪৫. 'দখিনে হাওয়া লেগেছে' বাগধারার অর্থ— [N.U. (Bus.) 04-05, (Hum.) 04-05, (Sci.) 04-05]
ক) দক্ষিণ দিকে বাতাস প্রবাহিত হওয়া
খ) দক্ষিণা বাতাস আসা
গ) মনে আনন্দের হিল্লোল জাগা
ঘ) অনুভূতির সৃষ্টি হওয়া

৪৬. কোন বাগধারাটির অর্থ [illegible]? [illegible]
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৪৭. [illegible] কী অর্থে ব্যবহার হয় [illegible]
ক) [illegible]
খ) [illegible]
গ) [illegible]
ঘ) [illegible]

৪৮. [illegible] বাগধারাটির অর্থ— [illegible]
ক) [illegible] খ) বোকা
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৪৯. [illegible] বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় [illegible]
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৫০. উপসর্গযুক্ত শব্দ— [illegible]
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৫১. [illegible] [illegible]
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৫২. [illegible] বাগধারাটির অর্থ— [illegible]
ক) [illegible] খ) [illegible]
গ) [illegible] ঘ) [illegible]

৫৩. 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো' প্রবাদটির অর্থ— [illegible]
ক) অব্যবস্থা খ) দুর্বল প্রতিরোধ
গ) বিশৃঙ্খলা ঘ) বাইরে শক্ত কিন্তু ভিতরে দুর্বল

৫৪. 'আকাশে তোলা' বাগধারাটি দ্বারা বুঝায়— [illegible]
ক) অতিরিক্ত প্রশংসা করা খ) সম্মান দেওয়া
গ) উপরে উঠানো ঘ) শূন্যে তোলা

যথার্থ অনুবাদ ও শিরোনাম

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করাই অনুবাদ। তবে [illegible] ভাষার শব্দের স্থলে অন্য ভাষার শব্দ বসিয়ে দিলেই অনুবাদ হয় না [illegible] সুন্দর ও যথার্থ অনুবাদ করতে হলে সে ভাষার প্রকৃতি, [illegible] পদবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

প্রকারভেদ : অনুবাদ মূলত দুই প্রকার। যথা– ১. আক্ষরিক অনুবাদ ও ২. ভাবানুবাদ।

১. আক্ষরিক অনুবাদ : মূল ভাষার প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয়, তাকে 'আক্ষরিক অনুবাদ' বলে। যেমন : "It has been raining cats and dogs" বাক্যটিকে যদি 'বিড়াল কুকুর বৃষ্টি হচ্ছে'—এভাবে অনুবাদ করা হয়, তবে তা হবে 'আক্ষরিক অনুবাদ'।

২. ভাবানুবাদ : মূল ভাষার ভাব যথাযথ রেখে অপর ভাষার প্রয়োজনীয় শব্দে যে অনুবাদ করা হয়, তাকে 'ভাবানুবাদ' বলে। যেমন : "It has been raining cats and dogs." বাক্যটিকে যদি 'বিড়াল কুকুর বৃষ্টি হচ্ছে' এর পরিবর্তে ভাবের দিক সঙ্গতি রেখে 'মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে'— এভাবে অনুবাদ করা হয়, তবে এটি হবে ভাবানুবাদ।

অনুবাদ কোন ধরনের হলে সুন্দর ও যথার্থ হবে তা নির্ভর করে অনুবাদের বিষয়ের উপর। তবে অনুবাদ যাতে মৌলিক, সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ অভ্যাসের বিষয়। নিয়মিত অনুবাদ করার অভ্যাস করলে অনুবাদ সুন্দর ও যথার্থ হবে।

অনুবাদ করার নিয়ম :

১. অনুবাদের বিষয়টি বারবার পড়তে হবে।
২. অনুবাদ করার সময় বাক্যের ভাবের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।
৩. শব্দ ধরে অনুবাদ না করে বাক্য ধরে অনুবাদ করতে হবে।
৪. There, it, this, is, am, are ইত্যাদি শব্দের অনুবাদ বাংলায় দেয়ার প্রয়োজন নেই।
৫. ভাষার সৌন্দর্য ও রস অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদ করতে হবে।
৬. মূল অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উক্তি অনুবাদের বেলায় সে-রকম উক্তিতে থাকবে।
৭. মূল ক্রিয়ার যে কাল থাকবে অনুবাদেও কাল সে রকম থাকবে।

☑ গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

১. I cannot spare an instant – বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি?
ⓚ আমার তিলমাত্র সময় নেই
ⓚ আমার একতিল সময় আছে
ⓖ আমি এক মুহূর্তে অপব্যয় করতে পারি না
ⓖ ওপরের কোনোটিই নয়

২. অনুবাদ কত প্রকার?
ⓚ ২ প্রকার ⓚ ৩ প্রকার ⓖ ৪ প্রকার ⓖ ৫ প্রকার

৩. 'A bolt from the blue'-বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি?
ⓚ যতো গর্জে ততো বর্ষে না ⓚ গরিবের ঘোড়া রোগ
ⓖ বিনা মেঘে বজ্রপাত ⓖ অতিলোভে তাতি নষ্ট

৪. "Look before you leap" –বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি?
ⓚ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা
ⓚ নিজের চরকায় তেল দাও
ⓖ দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো
ⓖ নিজের কাজ নিজে করো

৫. 'Call it a day' এর যথার্থ অনুবাদ কোনটি?
ⓚ পুনরায় শুরু করা ⓚ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ
ⓖ কাউকে ডেকে আনা ⓖ একটি স্মরণীয় দিন

৬. 'The fire is out' - বাক্যটির অনুবাদ কী?
ⓚ আগুন বাইরে ⓚ বাইরে আগুন
ⓖ আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ⓖ আগুন নিভে গেছে

৭. 'He is out of luck'-এর অর্থ কী?
ⓚ সে ভাগ্য হারিয়েছে ⓚ সে ভাগ্যহারা
ⓖ তার পোড়া কপাল ⓖ সে ভাগ্যের বাইরে

৮. 'Look before you leap.'- এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?
ⓚ লাফ দেওয়ার আগে তাকাও।
ⓚ ভাবিয়া করিও কাজ।
ⓖ দেখে তারপর লাফ দাও।
ⓖ আকাশকুসুম ভাবিও না।

৯. Early rising is beneficial to health-এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?
ⓚ যারা সকালে ওঠে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে
ⓚ সকালে জাগলে চমৎকার স্বাস্থ্য হয়
ⓖ সকালে ওঠা স্বাস্থ্যবান ও প্রফুল্লতা দেয়
ⓖ সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

১০. In the good look- অর্থ কী?
ⓚ সুন্দর দেখতে ⓚ সুনজরে
ⓖ শুভ কামনা ⓖ ভালো চাই

১১. Man is the architect of his own life-এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?
ⓚ মানুষ তার নিজ জীবনের স্থপতি
ⓚ মানুষ জীবনের স্থপতি
ⓖ মানুষই জীবনের স্থপতি
ⓖ মানুষ জীবনের নির্মাতা

১২. Man gets as much as he wants-এর সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি?
ⓚ মানুষের চাওয়া বেশি, পাওয়া বেশি
ⓚ মানুষ যত পায়, তত চায়
ⓖ মানুষের চাওয়ার শেষ নেই
ⓖ মানুষ যা চায় তা পায় না

১৩. 'It is a long story'-এর সঠিক বাংলা অনুবাদ—
ⓚ সে এক বিরাট ইতিহাস ⓚ বড় কাহিনি
ⓖ সে অনেক কথা ⓖ সে অনেক বড় কাহিনি

১৪. Patience has its reward-এ বাক্যের যথার্থ অনুবাদ—
ⓚ সবুরে মেওয়া ফলে
ⓚ রোগী পুরস্কার পেয়েছে
ⓖ রোগীর জন্য পুরস্কার আছে
ⓖ ধৈর্যের মূল্যায়ন হয়েছে

১৫. 'He lives from hand to mouth'-এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?
ⓚ সে রোজগারের ওপর খায়
ⓚ সে কষ্ট করে খায়
ⓖ সে হাতে রোজগার করে, মুখে খায়
ⓖ সে দিন আনে দিন খায়

১৬. Waste not, want not এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?
ⓚ অপচয় করলে অভাবে পড়তে হয়
ⓚ অপচয় অভাবের মূল কারণ
ⓖ অপচয় করোনা অভাবও হবে না
ⓖ অভাব থেকে বাঁচার জন্য অপচয় রোধ জরুরি

উত্তর

১.	ক
২.	ক
৩.	গ
৪.	গ
৫.	ক
৬.	গ
৭.	গ
৮.	খ
৯.	ঘ
১০.	খ
১১.	ক
১২.	খ
১৩.	গ
১৪.	ক
১৫.	ঘ
১৬.	গ

১৭. This collar is too limp-এর অর্থ—
(ক) এই কলারটি বড্ড শক্ত
(খ) এই কলারটি বড্ড খসখসে
(গ) এই কলারটি বড্ড নরম
(ঘ) এই কলারটি বড্ড দৃঢ়

১৮. To err is human এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?
(ক) মানুষ মাত্রই মানবিক গুণসম্পন্ন
(খ) মানুষ মরণশীল
(গ) মানুষ মাত্রই ভুল করে
(ঘ) কোনোটিই নয়

☑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রিচার্স

১৯. 'Desperate disease requires desperate remdies'- এই ইংরেজি প্রবাদের কাছাকাছি বাংলা প্রবাদ— [N.U. (Bus.) 14-15]
(ক) যেমন কর্ম তেমন ফল
(খ) যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল
(গ) যেমন বাপ তেমনি বেটা
(ঘ) যে যার সে তার

২০. Industrious-এর বঙ্গানুবাদ হলো — [N.U. (Bus.) 09-10]
(ক) শিল্পদ্যোগী
(খ) পরিশ্রমী
(গ) শিল্পায়ন
(ঘ) শিল্পানুরাগী

২১. 'Study Leave'-এর বাংলা [N.U. (Bus.) 08-09; (Hum) 08-09; (Sci) 08-09]
(ক) শিক্ষা ছুটি
(খ) শিক্ষাবকাশ
(গ) শিক্ষা লাভ
(ঘ) শিক্ষা সংস্কার

২২. I asked him to move in the matter. বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ — [N.U. (Bus.) 08-09; (Sci) 08-09]
(ক) আমি তাকে ব্যাপারটিতে বুঝে নিতে বলেছি
(খ) আমি তাকে ব্যাপারটিতে ব্যবস্থা নিতে বলেছি
(গ) আমি তাকে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখতে বলেছি
(ঘ) আমি তাকে বলেছি সে যেন বিষয়টি দেখে

২৩. 'He has put on much weight'— ইংরেজি বাক্যটির যথাযথ বাংলা অনুবাদ— [N.U. (Bus.) 07-08; (Sci) 07-08]
(ক) তার ওজন বেশ বেড়েছে
(খ) সে অনেক ভার বহন করেছে
(গ) সে অনেক ভার নিয়েছে
(ঘ) তার ওজন বেশি

২৪. "The boy is set on be coming a teacher"— ইংরেজি বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ— [N.U. (Bus.) 06-07; (Hum.) 06-07]
(ক) ছেলেটি শিক্ষিত হতে চায়
(খ) ছেলেটি শিক্ষক হতে চায়
(গ) ছেলেটি শিক্ষক হবে ভাবছে
(ঘ) ছেলেটি শিক্ষক হতে বদ্ধপরিকর

২৫. The Vice-Chancellor of the University took the chair in the meeting.-এর বঙ্গানুবাদ— [N.U. (Bus.) 05-06]
(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় সভায় অংশগ্রহণ করেন।
(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভায় চেয়ারে বসলেন।
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভায় চেয়ার নিলেন।
(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করলেন।

২৬. "He takes after his father." -বাক্যের বাংলা অনুবাদ— [N.U. (Bus.) 03-04; (Hum.) 03-04]
(ক) সে তার পিতার দায়িত্ব নিয়েছে
(খ) সে তার পিতার অনুসারী
(গ) সে দেখতে তার পিতার মতো
(ঘ) সে তার পিতার উত্তরাধিকারী

২৭. We mean business-বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ— [N.U. (Bus.) 02-03; (Sci) 03-04; (Hum.) 02-03]
(ক) আমরা ব্যবসা বুঝি
(খ) আমরা ব্যবসা বুঝিয়ে থাকি
(গ) আমরা আসলেই কাজ করি
(ঘ) আমরা কাজ নিয়ে থাকি

২৮. The Vice-Chancellor of the University took the chair in the meeting-এর বঙ্গানুবাদ— [N.U. (Hum.) 05-06; (Sci) 05-06]
(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় সভায় অংশগ্রহণ করেন
(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভায় চেয়ারে বসলেন
(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভায় চেয়ার নিলেন
(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করলেন

২৯. "I am no stranger to this place." বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ— [N.U. (Hum.) 04-05; (Sci) 04-05; (Bus.) 04-05]
(ক) আমি এই স্থানের কেউ নই
(খ) আমি এখানকার অতিথি নই
(গ) আমি এ জায়গার বিস্ময়ের বস্তু নই
(ঘ) আমি এ জায়গায় অপরিচিত নই

৩০. 'Patience has its reward.'– বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ— [N.U. (Hum.) 01-02; (Sci) 01-02; (Bus.) 01-02]
(ক) রোগীর জন্য পুরস্কার আছে।
(খ) সবুরে মেওয়া ফলে।
(গ) ধৈর্যের মূল্যায়ন হয়েছে।
(ঘ) রোগী পুরস্কার পেয়েছে।

৩১. Ladies Fingers বলতে বোঝায়– [N.U. (Sci) 14-15]
(ক) নারীর আঙুল
(খ) রমণীয় হাত
(গ) বেগুন
(ঘ) ঢেঁড়স

৩২. 'The situation has come to a head'-এর অর্থ— [N.U. (Hum) 09-10]
(ক) পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে
(খ) পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে
(গ) পরিস্থিতি চরম অবস্থায় পৌঁছেছে
(ঘ) পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে ভালো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে

৩৩. He called me names.-এর অর্থ— [N.U. (Hum.) 10-11]
(ক) সে আমাকে নাম ধরে ডাকল।
(খ) সে আমার নাম স্মরণ করল।
(গ) সে আমাকে গালাগালি করল।
(ঘ) সে আমার প্রশংসা করল।

৩৪. 'The situation has come to a head.' এর অর্থ— [N.U. (Hum.) 11-12]
(ক) পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।
(খ) পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।
(গ) পরিস্থিতির চরম অবস্থায় পৌঁছেছে।
(ঘ) পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় ভালো।

উত্তরমালা
১৭. গ
১৮. গ
১৯. খ
২০. ঘ
২১. ক
২২. খ
২৩. ক
২৪. ঘ
২৫. ঘ
২৬. ঘ
২৭. ঘ
২৮. ঘ
২৯. ঘ
৩০. খ
৩১. ঘ
৩২. গ
৩৩. গ
৩৪. ঘ